মন্দিরের চাবী

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
হিত্বাহর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"
"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্চা-বিড়ম্বনম্॥"
—ভাগবত।

"দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখোনা খোলো মন্দির-দ্বার
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার॥"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দি বুক্ কোম্পানি লিমিটেড
৪/৩ বি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শিল্পী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ—
(পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত)
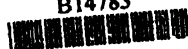
বৃহস্পতিবার
8th. December, 1955
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২

বিনয়—বাদল—দীনেশ-দিবসে।

মূল্য —২৲

বেঁধেছেন—
শ্রীবলাই দে
শ্রীগৌরাঙ্গ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৭২/৩ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক
৪৫/১ বি, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত এবং

শক্তিপ্রেস—২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ ও নিবেদন

প্রথম সংস্করণে অনর্পিতচরী—জাতীয় কবিতার
এই নিষিদ্ধ পুস্তিকাটি নূতন সংস্করণে

সুহৃদ্বর

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে অর্পণ ক'রলাম—

তিনি পুরোহিত হ'য়ে—নিবেদন ক'রে দিন—এর অন্তর্ভুক্ত "দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র"—নামে যে ক'টি কবিতা ইতিপূর্ব্বেই ১৩৬০ সালে (১৯৫৩ খৃঃ) "বিনয়-বাদল-দীনেশ দিবসে"—পুস্তকাকারে প্রকাশিত এবং বিতরিত হ'য়েছিল —সে কয়টি—সেই পূতস্মৃতি শহীদবর্গের উদ্দেশে।

গত আশ্বিন মাস থেকে নানা কারণে বইখানির ছাপার কাজ বন্ধ ছিল,—তাই আমার সংকল্পিত মহালয়ার দিনে এটিকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি।

আজ প্রকাশের দিন নির্ব্বাচন ক'রতে গিয়ে দেখি যে ঠিক সেই "বিনয়-বাদল-দীনেশ দিবসটি" কেমন ক'রে আজই আবার ফিরে এসেছে সেই পুণ্যশ্লোকদের স্মৃতিটি বহন ক'রে,—তাই ওই দিনটির দাবীই স্বীকার ক'রে নিলাম।

*   *   *   *

এখনও মন্দিরের দ্বার খোলেনি। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথ মন্দিরের দ্বার এখনও রুদ্ধ র'য়েছে। বারাণসীর গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ তারিখের সংবাদে প্রকাশ —"Sanatanists Bar Temple Doors,—Harijans Refused Entry...". (*Amrita Bazar Patrika 17. 2. 1955*)

MANDIRER CHABI

By Shri Kalikinkar Sengupta
Published By Kinkar Madhab Sengupta
Printed By Shri Shanta Kumar Chattopadhya
at the Bani Press at 33/A Madan Mitra Lane,
Calcutta.

Proscribed by Notification in Part I. Calcutta Gazette, September 3, 1931. Political Dept. Political Notification No. 14583 P.—28th August 1931.

In exercise of the power conferred by Section 99A. of the Code of Criminal Procedure 1898 (Act V.),—the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty, all copies, wherever found, of the Bengali Book entitled—"Mandirer Chabi"—by Kalikinkar Sengupta, * * * on the ground that the said book contains matter which brings or attempts to bring into hatred or contempt and excites or attempts to excite disaffection towards the Govt., established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code.

Sd./R. N. Reid,
Chief Secretary to the Govt. of Bengal offtg.

To

The Hon'ble, The Chief Minister of West Bengal
Writer's Building, Calcutta, 1.

Sir,

I have the honour to draw your kind attention to the enclosed political notification No. 14583 P. dated the 28th. August, 1931, proscribing my book entitled "Mandirer Chabi."

I shall deem it an act of justice if you kindly lift the ban on the same.

45/1B, Beadon Street, Calcutta-6.
Dated the 9th. Dec. 1947

I have the honour etc.
Kali Kinkar Sengupta,

Govt. of West Bengal
Home (Press) Dept.
No. 9—Pr.
Dated Calcutta, the 5th. January. 1948

NOTIFICATION.

In exercise of the power conferred by Section 99A of the Code of Criminal Procedure 1898 (Act. V) the Governor is pleased to Cancel Notification No. 14583-P. dated the 28th. August, 1931, declaring forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of a Bengali book entitled "Mandirer Chavi" by Shri Kali Kinkar Sengupta * * * * Calcutta, in so far as the said Notification relates to West Bengal by order of the Governor.

Sd./A. K. Mnkherjee
Dy Secretary to the Govt. of
West Bengal.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৬	স্বর্গের	স্বর্ণের
৪৩	১	বায়ু	বায়ু
৫৫	১৯	বিসম্বাদ	বিসংবাদ
৫৭	১৮	বল্লা	বল্গা
৬৪	১৪	মৈত্রা	মৈত্রী
৭৩	১	গুপ্তেন	গুপ্তের
১১২	২৫	যূধীর	যূথীর
১২২	১৮	নিমেয	নিমেষ
১৩১	২০	রন্ধে	রন্ধ্রে
১৩৩	১৮	পটাহ	পটহ
১৩৬	১৪	আপরাধী	অপরাধী
১৪০	১৫	রমনী	রমণী
১৪৬	৮	অদৃষ্ট্রেরে	অদৃষ্টেরে
,,	১৫	অঙ্কণ	অঙ্কন
১৫৫	১৫	ফুল	ফুল
১৫৬	১১	দুর্ভাবণা	দুর্ভাবনা
১৫৭	৫	অভিজান	অভিযান
,,	৭	গুঁজিরার	গুঁজিবার

দ্রষ্টব্য : ২৫ পৃষ্ঠার ১১ (শেষ) পংক্তিটী একেবারে বাদ পড়িয়াছে
"তরুণের অভিযানের" শেষ পংক্তিটী হইবে :—
"স্বাধীন ভারত অরুণ কিরণে করিল স্নান।"

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পহেলি

—॰—

নিখিল কবি-সভার মাঝে
যেথায় রবি চন্দ্র তারা
নিত্য আলো বিতরে পুলকিত
ভোর না হ'তে ভৈরোঁ বাজে
পরের ভোরে হয় সারা
ভৈরবীতে ছন্দ মুখরিত,—

সেথা এ-দীন-সঙ্গীতেরে
ক্ষমিও তুমি মহীয়ান!
পূর্ণ কোরো তাহারো কিছু আশা
সভার শেষে তাহারে হেরে
সবার শেষে শুনিও গান
অক্ষমের ক্ষমিও দীন ভাষা।

মন্দিরের দ্বারে

—•—

বলো, কা'র হাতে মন্দিরের চাবী ?
কোন সনাতনী দ্বিজ
অন্ধ অহঙ্কারে নিজ
অস্বীকারে বঞ্চিতের দাবী ?
ফেলে দিক দেউলের চাবী,—
মেনে নিক বঞ্চিতের দাবী।

বিশ্বনাথ বলি যাঁরে
মন্দিরের কারাগারে
বন্দী তাঁরে করে দ্বার আঁটি
গোঁড়ামির ধুরন্ধর,
প্রণামী 'জিজিয়া-কর'
আদায়ের ফন্দি পরিপাটি।

তোলো যবনিকা তাঁর
খোলো মন্দিরের দ্বার
অসীমের সুষীম প্রতীক
মূর্ত্তেও অমূর্ত্ত রূপ
অরূপে রসের কূপ—
নামরূপে কামরূপ ঠিক।

আমি লিখি মসী লেখা
কালি দিয়ে টানি রেখা
অন্তরে বেদনা করি বোধ
সবে হও সম্মিলিত
এই পাপ অপনীত
কর এ অধর্ম্ম প্রতিরোধ।

এ-অলীক লোকাচার
মুক্তি নাই মুক্তিদার
হও দ্বারী মুক্তদ্বার পরে
অবারিত প্রবেশের তরে
এ-মন্দিরে এস ভাই
আগমে নিষেধ নাই
যে পূজিবে ঈশ্বরী-ঈশ্বরে
সবাকার ঘর এই ঘরে।

মন্দিরের চাবী

হে ঠাকুর,—

মন্দিরে ঐ কিসের চাবী
কিসের দাবী ক'রে ?
দ্বার খোলো গো দুয়ার খোলো
দেখ্‌ব আঁখি ভ'রে—
চোখ-জুড়ানো মূর্ত্তি মায়ের
প্রাণের দাবী ক'রবো দায়ের
আমরা গড়ি কুলুপ-তালা
তোমরা লাগাও দোরে
ধিক্, তোমাদের বিবেক! মোদের—
প্রবেশ নিষেধ ক'রে !

২

মন্দিরে কি দিয়েছ মা'র
পায়ে পদ্ম ধরি ?
জানোনা কি পূজার পদ্ম
মোরাই চয়ন করি ?
সেই সে-বছর পদ্ম লাগি
দুখের ছেলে অনুরাগী—
রইলো জলে ;—তোমরা শুধু
বল্‌লে "আহা মরি !"
প্রাণ দিয়ে মা'র পায়ের পদ্ম
মোরাই চয়ন করি।

৩

ব'লবে মোরা অসীম পাপী
জন্ম হ'তে ত্রুটি
নইলে বল কিসের পুণ্য
তোমরা নিচ্ছ লুটি !
পূজায়োজন মোরাই করি
উৎসবেরি উৎস ভরি
অশ্রু-স্বেদের ধারায় মোদের
অস্থি-মাংস কুটি
মূর্ত্তি গড়াই বাদ্যি বাজাই
নিরঞ্জনে জুটি।

৪

ঋদ্ধি সিদ্ধি তোমায় দিয়ে
চালাই টেনে বুনে
আজন্ম কাল ছুটি তোমার
জন্মান্তরের গুণে !
বল্‌বে মোদের সহস্র দোষ ?
তোমার তাহে কেন গো রোষ ?
মা-ই মোদের করুক বিচার
সকল কথা শুনে
লাঙল ধ'রে প'ড়ল কড়া
হাতে কাপাস ধুনে।

৫

বলি, কিসের তরে পূজা তোমার
তোমরা পুণ্যখনি!
ব্যবসাদারী ফাঁদ পেতেছ
বিপ্র-শিরোমণি!
প্রণাম দিলে প্রণামী চাও
পূজা কর,—বেনামী তা-ও
দক্ষিণারি লোভে শুধু
পূজ দাক্ষায়ণী!
স'রে দাঁড়াও দ্বার খুলে দাও
মোদের স্পর্শমণি!

৬

স্খলন পতন সব পুরাতন
গ্লানি পঙ্কলেশ
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে
হয় নি কি তা' শেষ?
মায়ের ছেলে নই কি প্রভু?
নর্দ্দমাতে প'ড়ে,—কভু
নর্ম্মদা কি মুক্তিক্ষেত্রে
হয়না কো নিঃশেষ?
মুক্তি-ক্ষেত্র! মিথ্যাকথা
শুচিবাই-এর দেশ!

৭

মাতৃ-ঘাতী ভার্গবেরো
কুঠার গেল খুলে
অপৌরুষী কীর্ত্তি রামের

পশু-রক্তে মুক্তি পেলে—
শিবক্ষেত্রে ব্যাধের ছেলে,
মহাপ্রভুর প্রেমের মন্ত্রে
সিন্ধু উঠে দুলে,—
ধিক্! শতধিক্! অছুৎ-বাদে
শিকেয় রাখো তুলে।

৮

নাই কো মোদের শিক্ষা দীক্ষা
পশুর মত মানি
মুখ বাঁকায়ে হেসো নাকো
তোমরা মহাজ্ঞানী।
তোমার লাগি করি চুরি—
চোর বোলোনা;—হাসির-ছুরি-
উপহাসের বিষ মিশিয়ে
ব্রহ্ম-অস্ত্র হানি
আমার গ্লানি তোমার মানি
কোলেই লহ টানি।

৯

রোষের বশে যদিই কিছু
ব'লেই থাকি জোরে
তুষাগ্নি যে জ্বল্‌ছে বুকে
অনন্তকাল ধ'রে !

পড়ে আছি মূঢ়-মত্ত
সন্ধ্যা হ'লেই মদোন্মত্ত
ঘুমের-মড়া, কুম্ভকর্ণ
অর্দ্ধ-জীবন ধ'রে
মাথার ঘামে পথের ধূলা
কাদায় উঠে ভ'রে ।

১০

আমরা না হয় মূর্খ ; সূক্ষ্ম-
-বিচার নাহি জানি
তোমরা তো সব বেদোজ্জ্বলা-
-বুদ্ধি-অভিমানী,-

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি !
গুণ-কর্ম্ম-ভেদে সৃষ্টি—
এই তো ভগবানের বাণী
শাস্ত্র নাহি জানি
আস্‌তে যেতে সবাই সমান
তফাৎ নাহি মানি ।

১১

বর্ণ যদিই বড় তবে
শ্বেতাঙ্গেরাই শুচি !
বর্ণ জন্য নয় জঘন্য
ঘৃণ্য হাড়ি মুচি,

মিথ্যা তবে কৃষ্ণ-কালী
কর্‌লে কালো মাখিয়ে কালি
ইষ্টনিষ্ঠা কালো তোমার—
কালোই তোমার শুচি
বলিহারি হায়রে তোমার
বর্ণচোরা রুচি !

১২

সমান তোমার নইক মোরা
কনিষ্ঠ তা' জানি
জ্যেষ্ঠ হ'য়ে ক'রবে স্নেহ
শ্রেষ্ঠ তবে মানি !

নইলে যদি দেমাক ভরে
ভ্রুকুটি-ক্রুর-ব্যঙ্গ ক'রে
বল্‌বে 'এদের ছায়া মোদের
নিন্দা কলুষ গ্লানি,'
আমরা ব'লব "শুনেছি ঢের

১৩

ইহ-কাল তো গেল এবার
সবার কাজে খাটি,
পরকালের পাথেয় আর—
কোরোনা ভাই মাটি ;
পুতুল পূজা ক'রতে যদি
মিথ্যা হ'ত অশ্রু-নদী
রুখোনা দ্বার—দেখনা ওই
মাটির ভিতর মা-টী
মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী মোর
আছেন জানি খাঁটি।

১৪

মন্দিরে কি আছেন মাতা
কিম্বা গেছেন চ'লে ?—
মাতৃপূজা করতে হ'বে
মন্ত্র ব'লে ব'লে ?
ধ'রব গিয়ে চরণ সোজা
তোমার সঙ্গে পড়া-বোঝা
ক'রবনা আর ক'রব পূজা
হৃদয়পদ্ম-দলে
স'রে দাঁড়াও দ্বার খুলে দাও
লুটব পদতলে।

১৫

বলি,—তোমরা কি মা'র পোষ্যপুত্র
আমরা হ'লাম ত্যক্ত,
বুক চিরে দাও দেখি না কা'র
বক্ষে বেশী রক্ত।
ভক্তি জানো তোমরা ঠাকুর
মানুষ মোরা নইক কুকুর
সাক্ষী মানি দেবতারে
কে তাঁর বেশী ভক্ত
তোমরা বুঝি সাধের ছেলে
আমরা পরিত্যক্ত !

১৬

মা, তুমি আজ স'রে দাঁড়াও
কিম্বা এস সাম্‌নে,—
আজ হ'য়ে যাক্ বোঝাপড়া
চণ্ডালে আর বাম্‌নে।
শুভ্র চর্ম্ম যদি তাঁদের
মসীবর্ণ এই আমাদের
কাহার খুনে লাল বেশী আজ
দেখবি চোখের সাম্‌নে
রক্ত দিয়ে পরীক্ষা হোক
পুঁথির দোহাই চাস্‌নে।

১৭

ঠাকুর,
তোমায় পায়ে পড়ি
গড়িয়ে পড়ি পা'য়
আর কোরোনা শত্রু-হাসি
লজ্জা বাড়ে তা'য় ;
ভায়ের খুনে হাত রাঙিয়ে
ঘরে পরে লোক হাসিয়ে—
আর কোরোনা বাড়াবাড়ি
মায়ের পদছায়—
ভায়ে ভায়ে খুন-খারাপি
মায়ের প্রাণ যায় !

১৮

আজ শালিশের ফয়শালা হোক-
নালিশ নেবো তুলে
'ভাই' বলো আজ চামার মুচি
মুদ্দোফরাস ভুলে।
একই রক্ত সবার শিরায়
একই সূর্য্য শরায় শরায়
একই মায়ের কোলের ছেলে
জাত যাবে না ছুঁ'লে
সে-মায়ের মন্দিরের চাবী
দিতেই হ'বে খুলে।

একতা-বন্ধন

সার্দ্ধ দুই শত কোটি নরনারী গর্ব্ভে ধরি ধরা
দুইটি বাঁধনে বাঁধি রাখে সবে একতা-বন্ধনে,—
এক মৃত্তিকার গ্রন্থি,—অনাদি সম্বন্ধ-পরম্পরা,
আর পুরুষোত্তমের পরমাণু বহে প্রতিজনে।

বোঝা-পড়া

পশুরে অসুরে চরণ দিলে মা
আমারে না দিলে শুনিব কেন ?
অপরাধ ? সে তো অপরে বলিবে—
তা ব'লে মায়ে তা' বলিবে যেন !
মহিষের চেয়ে আরো বড় পশু
অসুরের চেয়ে আরো সে বড়
রক্তবীজেরে নির্জীব হেরে
শক্ত-সমরে হ'য়েছে জড় ।

মারিলে মরে না মনসিজ 'মার'
অঙ্গ নাহি যে মারিবে কিসে—
ক্রোধ হিংসার পশু দুর্ব্বার
কাল-ভুজঙ্গে হারালো বিষে।
আমি তো মরেছি জ্বলিয়া পুড়িয়া—
তুমিও মরিবে ছেলের দায়ে—
ভালো চাও যদি আসিয়া দাঁড়াও,—
আড়াল করিয়া চরণ-ছায়ে ।

বন্ধ্যা জানেনা ছেলের বেদনা
জানিনা বলিতে তুমি কি পারো ?
নির্ব্বিষ ফণী কুলোপারা ফণা !
খোলসে জড়িত জড়তা ছাড়ো ।
বোঝাপড়া-বিনা ছাড়িব না আজ
দেবতা-দানব-দলনী মেয়ে
দশভুজা আজ পঙ্গু হয়েছো—
হায় রে জগন্নাথেরো চেয়ে !

মাতৃপূজা

"ভিক্ষা দাও", ভিক্ষু চলে, গভীর স্বরে ডাকি
প্রতিধ্বনি মেঘের মতো মন্দ্রে থাকি থাকি,
দানের গর্ব্বে সৌধশিরে গবাক্ষে দেয় সাড়া
কী দিবে দান পৌরজনা কর্‌ছে তোলাপাড়া।

ভিক্ষু ডেকে বল্‌ছে হেঁকে গভীর গরজনে
"ভিক্ষা দাও মাতৃপূজা ব্রত-উদযাপনে"
শ্রেষ্ঠী এল ধনিক এল বণিক সদাগর
কী চাহে দান কৌতূহলে চাহে মুখের পর।

"অর্থ লবে" "অনর্থ সে" "সামর্থ্য" ? "তা-ও আছে
শক্তি পুজে শক্তি-সাধক শক্তি কভু যাচে ?"
পিছিয়ে গেল বণিক ধনী এগিয়ে বলে বীর
"প্রাণ নিলে,—প্রাণ দিতে পারি উচ্চে তুলি শির,—

প্রাণ লবে কি ?" ভিক্ষু বলে—"ক্ষুদ্র বড় প্রাণ
ছাগশিশু দেয় মৃন্ময়ীরে নিত্য বলিদান ;
অর্থ দিলে, সৈন্য মিলে, সে-প্রাণ দিতে কত
তুচ্ছ তাহে মাতৃপূজা হয়না মনোমত।"

উচ্চ মাথা নিম্ন করি পিছিয়ে গেল বীর
ভক্ত-জ্ঞানী আগুয়ানা ভক্তিনত শির,—
"ভক্তি লবে" ? "মহার্ঘ সে সবার কাছে জানি
মায়ের পায়ে আপনি সে তো লুটায় ধন্য মানি।"

এগিয়ে চলে, ভিক্ষু যবে, প্রাসাদ পুরী ছাড়ি,-
-কুটীর হ'তে বাহির হ'ল সর্ব্বহারা নারী,
হস্তে ধরি কিশোর ছেলে অরুণ অনুপম—
হস্তে দিয়া সন্ন্যাসীরে কয় সে ধীরে—"মম—
নাইক শক্তি, নাইক ভক্তি, নাইক ভরসা লেশ,
মায়ের কাজে মায়ের ছেলে মায়ের অবশেষ
চোখের মণি বুকের বাছা মা যদি ল'ন তুলে
সফল হবে সর্ব্বহারা সকল দুঃখ ভুলে"।
সন্ন্যাসী কয় "মায়ের পূজা পূর্ণ হ'ল আজি—
দুলাল ছেলে তোরই ফুলে পূর্ণ হবে সাজি।"

জননী জগদ্ধাত্রী

(গান)

জননী আমার জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী
দেবী আমার এই বসুধার শাশ্বত-সুখদাত্রী।

অন্তর হ'তে বাহিরি' তোমার, শরণ লভিনু চরণে তোমার,
মেলিনু নয়ন নবীন-আলোকে পোহাল প্রথম রাত্রি।
ক্লান্ত কাতর লভিলাম শ্বাস, গেল রাতি দিন গেল কত মাস,
কত না বরষ কত না হরষে চলিনু নবীন যাত্রী,
চক্ষে আমার জাগাইলে আশা, বক্ষে ভরিয়া দিলে ভালবাসা,
আশ্বাস দিলে, অভয় দিলে মা শুভসন্তারদাত্রী।

ত্রিংশৎ কোটী সন্তান যাঁর, উথলিয়া ঝরে সহস্র ধার,
প্রেমের নিঝর, স্নেহের পাথার, নিখিল ধরার ধাত্রী,
গগন-চুম্বি-ললাটে যাঁহার, কিরীট রচিল ধবল তুষার,
অরুণ উদয়ে কাটিল আঁধার পোহাল তিমির-রাত্রি।
নমো নমো নমো জননী আমার, লুটাইয়া মাটি মাখি বারে বার,—
মৃন্ময়ী তুমি, চিন্ময়ী তুমি, জননী জগদ্ধাত্রী।

কত দেশে দেশে গেল তব সোনা, অন্ন বস্ত্র বিলালে কত না,
তা'দেরে পরায়ে রাজার মুকুট গৈরিক নিলে গায়ে—
আপন অঙ্গে মাখিয়াছ ছাই, ধূলি চন্দনে ভেদ রাখ নাই
'সত্য-শিব-সুন্দর'-রূপে রুদ্র পড়িল পায়ে;
বুদ্ধ নিমাই শঙ্কর তাই, খৃষ্ট মহম্মদে ভেদ নাই
তোমাতে মিলিল সব সাধনাই,—তুমি সকলের ধাত্রী।

রাম রাঘব কুরু পাণ্ডব—বারে বারে কত রণতাণ্ডব—
রক্ত সে তব চন্দন হ'ল,—মুক্তির জয়টীকা;
ধর্ম্মের গ্লানি করিবারে ক্ষয়, বজ্রে বজ্রে হ'ল বিনিময়,
দানবেরে হ'তে দেবেরে বাঁচালে তুমি রণ-চণ্ডিকা,
কভু হৃষীকেশ, কভু এলোকেশ হও বরাভয়দাত্রী,
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

বীণা মুরজ খর করবাল, বেদ পুরাণ কাব্য রসাল
বক্ষপীযূষ বহিয়া মাতার তটিনী ছুটিয়া চলে,
মণি-মরকত-খচিতাঞ্চলা সিন্ধু কাবেরী চলচঞ্চলা
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ধৌত গঙ্গাজলে।
(তব) মঙ্গল কল-কল্লোল-ধারা ধরায় অন্নদাত্রী
জননী আমার, জননী সবার, জননী জগদ্ধাত্রী।
(নমো নমো নম হে জননি! মম জননী জগদ্ধাত্রী)

বিজ্ঞান ও দর্শন

'বিজ্ঞানে' যে জ্ঞান দিল 'দর্শনে' না দিলে উদারতা
কয় জনে অর্থ লভে, আর সবে ভুখা দরিদ্রতা।
'বিজ্ঞান রন্ধন করে চর্ব্ব্য-চূষ্য লেহ্য আর পেয়
'দর্শন' বণ্টন করি দিলে সবে কহে উপাদেয়।

না হ'লে, কোথাও শস্য জমা রহে পর্ব্বত-প্রমাণ
কোথাও স্বর্ণের খনি, কোথাও বা বসনের স্তূপ,
আপনি বিলাসে ভাসে অভুক্তে না দেয় অন্নপান
'বিজ্ঞান'—'বিকৃত জ্ঞান',—সৃষ্টি করে নরকের কূপ।

'বিজ্ঞান' তপস্যা করি আবিষ্কারে মহা মহৌষধি
কি ফল ? দরিদ্র রোগী গড়াগড়ি দিলে বেদনায়,—
অন্ন নাই,—পথ্য নাই,—নগ্নদেহ নরনারী যদি
প্রাংশু-লভ্য দ্রাক্ষা ফলে উদ্বাহু শৃগালে নাহি পায়!

'বিজ্ঞান',—'বিশেষ জ্ঞান',—দর্শনে ফুটায় যদি আঁখি
না হ'লে,— 'বিক্রীত জ্ঞান'—অর্থ বিনা ব্যর্থ সবি ফাঁকি

ন্যায্য অধিকার

(On the eve of the R. T. Conference)

"বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়, ন্যায্য অধিকার"

—সত্যেন্দ্রনাথ

শান্তি নহে, সন্ধি নহে, ভিক্ষা নহে আজি
গললগ্নীকৃতবাসে আসিবে না সাজি'
ভারত-সন্তান ; তা'রা মাতৃপূজা তরে
যাচিবেনা কা'রো কাছে কভু যুক্তকরে
কা'রো কৃপা লাগি।

নাহি ধর্ম্ম, কর্ম্ম নাহি,
ইহ-পরকালে সুখ স্বর্গ নাহি চাহি
যত বর্ষ যত মাস যত রাত্রি-দিন
নাহি হয় জননীর বন্ধন বিলীন
সন্তানের করে,—ততদিন মনে হয়
সংসারের স্বর্গসুখ পূতিগন্ধময়—
বৃথা বাক্য, বৃথা কাব্য, রঙ্গ-পরিহাস,
তিক্ত লাগে মুখে অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশ
শয্যায় কণ্টক ফুটে।

ছিন্ন চীর পরি'
ওই হের কাঙ্গালিনী দুঃখে আছে মরি'
লাজে মাথা নত,—অনাবৃত অসংবৃত
বক্ষোবাস চক্ষে আনে বারি। অনাদৃত

মন্দিরের চাবী

বক্ষের বালক স্তনন্ধয় শুষ্কস্তন টানে—
এইনা ভারত! এই তো ধ্বংসের পানে
মাতা পুত্র কন্যা চলে ছুটে—বিদেশীর
শাসনে শোষণে, সম্রাজ্ঞী যে ধরিত্রীর
শিখর-বাসিনী, ললাটে হিমাদ্রি-চূড়,
পাদপদ্মে সুবর্ণ সিংহল,—অতি রূঢ়
অপমানে লুণ্ঠিত ধরায়।

এস সাজি
শান্তি নহে, সন্ধি নহে, ভিক্ষা নহে আজি।
* * * *
এস আর্য্য অনার্য্যের মহাসম্মিলনে
ভারতের সাগর-সৈকতে প্রাণপণে
নিজ গোত্র-প্রবরের পবিত্র প্রভায়
উদ্ভাসিত হ'বে মুখ, বক্ষ ভরসায়
সিংহসম হ'বে সমুন্নত।

দিবে সাক্ষ্য
দেবতারা, রচিবে তাণ্ডব বিরূপাক্ষ ;
স্তব্ধ হ'বে রাক্ষস দানব,—মানবের
আত্ম-বলিদানে।

পঙ্গু হ'বে ঘাতকের
উত্তোলিত শাণিত কৃপাণ।

হাস্য হেরি'
মৃত্যু-মুখে মৃত্যু-সুখে বধমঞ্চ ঘেরি'
করতালি ঘোষিবে উল্লাস।

মৃত্তিকার
জীবদেহ শিবত্ব লভিবে,—চণ্ডিকার
পাদ-পরশনে। মৃন্ময়ীর প্রতি অঙ্গে
চিদানন্দময়ী অবতীর্ণা হ'বে রঙ্গে
অবিলম্বে হরিতে ভূভার।
নিহতের
স্বর্গদ্বার র'বে অপাবৃত,—জীবিতের
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা বিজয়িনী,
ল'য়ে নিজ প্রজা পুত্র সর্ব্ব অনীকিনী,
সমবেত হ'বে হর্ষে বিজয়-গৌরবে,—
নিখিলের মুগ্ধ আঁখি হেরিবে নীরবে
জননীর শ্যাম অঙ্কে বক্ষে করে খেলা
মাতৃ-প্রাণ শিশু-বৃদ্ধে সে কী মহামেলা
সে কী মহা-মহোৎসব।
আনন্দে তিলকে
দেশবন্ধু পরা'বে তিলক, কী পুলকে
হ'বে কোলাকুলি ;—সুরেন্দ্রের সিংহনাদ
ভক্ত অশ্বিনীর কে বর্ণিবে সে-আহ্লাদ !
সরস্বতী আশুতোষ বিবেকানন্দের
অপূর্ব্ব মিলন-মেলা বঙ্কিমচন্দ্রের
শ্রীমধুসূদন সহ। বৃদ্ধ দাদাভাই
শিশু যতীন্দ্রের সহ করে 'তাই-তাই'
আনন্দ-উল্লাসে।
সুব্রহ্মণ্য, আজমল,
লাজপত, গোপকৃষ্ণ যশঃপরিমল
চঞ্চরীক ঘোষিবে ঝঙ্কারে—

তেমনি দুষ্পূর ক্ষুধা
দরিদ্রের গ্রাস কাড়িবারে ; এ-বসুধা
ত্রস্ত পদাঘাতে ; ঊর্দ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধপানে
চাহে ; উচ্চকথা বলে, কাহারে না মানে
উচ্চ আপনার চেয়ে ;—
সেই উচ্চ যদি—
নীচ বলি কা'রে তবে ?
ওই মহানদী
সদা নিম্নপথে চলে, সর্ব্বনিম্নতম
মহাসাগরের মহামিলন-সঙ্গম,
মাগি তীর্থসম, দুকূলে কল্যাণ-ধারা
করিয়া বণ্টন।

দরিদ্র সন্তান যা'রা
মাতৃক্রোড় হ'তে তা'রা কভু নাহি চাহে
পিতৃ-পিতামহদের ঐশ্বর্য্য-প্রবাহে
বিলাসে ঢালিতে দেহ।

ভকতি পিতার
পিতার ঐশ্বর্য্য-সহ তুল্য ক'রবার
তুলাদণ্ড নাহি ধরে কভু।

নিজমনে
গৃহকোণে বসি' কোনো অখ্যাত নির্জ্জনে—
হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভকতির ধারে
উদার প্রবাহে বিলাইয়া আপনারে
ফিরিয়া না চাহে।

ন্যায্য অধিকার

দরিদ্র পিতার
শুভ্র উত্তরীয় খানি, দরিদ্র মাতার
ধান্য-দূর্ব্বা অশ্রুসিক্ত স্নেহ আশীর্ব্বাদ
কর্ণে শ্রীহরির নাম নিঃসঙ্গ অবাধ
সর্ব্ব আভরণহীন অবারিত পদে
উদ্বেল উদ্দাম চিত্তে বহু নদীনদে
অতিক্রমি' দূরদেশে চলে বিদ্যালাগি
কভু অর্থ উপার্জ্জনে কভু সর্ব্বত্যাগী
ধূর্জ্জটির প্রায়।

কেহ মাতৃ অঙ্ক হ'তে
অবগাহি' ধরিত্রীর কর্ম্মময় পথে
খনিত্র-কুঠার-করে বাধা বন্ধ কাটি'
নিষ্কলঙ্ক চিত্তে কর্ম্ম করে পরিপাটি
মসীলিপ্ত-গাত্রে খনি-খননের পরে
আনন্দে অমৃতপান করে সরোবরে
দীর্ঘ দিনশেষে।

সানন্দ অন্তরে
ক্লান্ত তপ্ত নারী নর সাগ্রহে সত্বরে
কাকচক্ষু-কালোজলে একান্ত মিলায়
আপনার মসীবর্ণ মিলাইয়া তা'য়
একাকার করি।

উপেক্ষায় বলে 'কুলি'
শিক্ষা নাহি, দীক্ষা নাহি, গাত্রে ভরা ধুলি,

মন্দিরের চাবী

রুক্ষ কেশ তৈলবিনা—অন্নবিনা দেহ
কৃশ, নগ্ন বস্ত্র বিনা, অনাবিল-স্নেহ
দুগ্ধবিনা সন্তানেরে দেয় কেহ কেহ
অন্নের অপক্ক মণ্ড।

নাহিক সন্দেহ
ইহারাই গড়িয়াছে অস্থিচর্ম্ম দিয়া
শস্যশ্যাম ক্ষেত্র জনপদ ; সমর্পিয়া
বক্ষরক্ত অশ্রুধারা ঢালি' তুলিয়াছে
খনি হ'তে খনিজ সুন্দর। ডুবিয়াছে
সিন্ধুজলে যেথা শুক্তি জ্বলে,—রত্নাকর
রত্ন দেয় ইহাদেরি।

মসৃণ মর্ম্মর
গিরি দেয় উপহার ইহাদেরি করে
ধনী লয় কাড়ি।

কভু মদগর্ব্বভরে
দলে পদতলে,—কভু অবজ্ঞায় হাসে
কভু অগ্নিবাণ হানি' নেত্রে সর্ব্বনাশে
দগ্ধ করে রোষে।

হায় বেকার শ্রমিক
নৃপতিরে রাজ্য দিয়া পথের পথিক
দাঁড়ালে পথের' পরে—চন্দ্রাতপ রচি'
সুনীল গগনতলে—সলিল উপচি'
চক্ষু হ'তে বক্ষে ঝরি' সহস্রধারায়
অভিষেক করে তোরে রিক্ত বসুধায়
রাজা বলি'!

পর্য্যঙ্ক রচিয়া ভূমে
নিজ-ভুজলতা 'পরি ডুবে যাও ঘুমে
ক্লান্ত অনশনে।
উঠ, জাগো, মেলো আঁখি
শেষরাত্রি নিষ্কৃতির বুক্ষে গাহে পাখী
সকলে সমান প্রজা বিশ্ব-বিধাতার
জন্মগত স্বত্বে তা'রা ল'বে আপনার
ন্যায্য অধিকার।

তাই উঠ, চল সাজি'
শান্তি নহে, সন্ধি নহে, ভিক্ষা নহে আজি।
* * * *
অনিমেষ আঁখি হ'তে নিদ্রাতন্দ্রা-লেশ
দাও দূর করি'।

অঙ্গ হ'তে ভিক্ষাবেশ
বঙ্গ হ'তে সপ্তসিন্ধু-পারে দূর করি
দাও ;
বস্ত্র-বিনিময়ে অন্ন পোতভরি'
আর দিও নাকো।
নিজ রক্ত করি' স্রাব
জলৌকার মুখে ঢালি' নাহি নাহি লাভ
বিরক্ত সন্ন্যাসী!
আজি ঊর্দ্ধে ধর তুলে
বৈরাগ্য গৈরিক ধ্বজা ঈশানের শূলে
হিমাদ্রি-চূড়ায়।

মন্দিরের চাবী

এস ধর্ম্মযুদ্ধ লাগি
হিংসা নহে, দ্বেষ নহে, সকল তেয়াগি
সর্ব্বলোক-সনে জাতিধর্ম্ম সমন্বয়ে
একমন্ত্র অগ্নিময় একান্ত হৃদয়ে
কর গান।

দাও মনপ্রাণ জননীর
ঘুচাতে বন্ধন-ডোর, নয়নের নীর
মুছাতে যতনে।

হের বহ্নিজ্বালাময়
উষ্ণদেহ তপ্তশ্বাস বয় কিনা বয়
অর্দ্ধ অচেতনে পড়ি' ভূমি-শয্যাপরে
হেলায় ধূলায় হ'ল মাটি,—অনাদরে
ক্লিষ্ট বেদনায়।

অভিভূত তন্দ্রাতুর
আজো মুগ্ধ সন্তানের দল!

কুশাঙ্কুর
ফুটিলে চরণে যাঁ'র বজ্র বাজে বুকে
আজি তাঁ'র বক্ষপরে অগ্নি জ্বালি সুখে
আরম্ভিলা নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পুনরায়
দেবতা মানব সবে করে হায় হায়
রক্ষ জয়োল্লাসে!

দূরে হের মেঘনাদে
মেঘের আড়ালে বসি' কী কুহক-ফাঁদে
মায়ামন্ত্রে হরিল চেতনা;

নাগপাশে
সহস্রাক্ষে কণ্ঠে বক্ষে বাঁধি অনায়াসে
বন্দী করি নিল।

উঠ জাগো সৌমিত্রেয়
নিদ্রাহীন ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী দুর্ব্বিজ্ঞেয়
মায়াবীর ক্রোড় হ'তে কাড়ো জানকীরে
বক্ষরক্ত অলক্তকে মুক্ত জননীরে
দেখাও জগতে,—পশুশক্তি করি' ক্ষয়
ধর্ম্ম যেথা শক্তি সেথা।

জননীর জয়
এককণ্ঠে বল, একসঙ্গে চল সাজি,'—
শান্তি নহে, সন্ধি নহে, ভিক্ষা নহে আজি।

তরুণের অভিযান

উদয়াচলের নভ-সঙ্গম সন্ধানে
তরুণ! তোমার সার্থক হ'ল মনস্কাম,
অরুণ-উদয়-কিরণ-করুণা-চন্দনে
উদয়-শৈলে দেবতা তোমার লিখিল নাম।

রুদ্র তাঁহার দক্ষিণ-মুখে উচ্চরি
আশীর্ব্বচন করি' বিরচন করিলা গান,-
হুতবহ হবি নবীন আহুতি পান করি'
উদ্বোধনের মূর্দ্ধাভিষেক করিল দান।

তরুণী সাজিল সেও তো তোমার মন জানে
বুদ্ধের বাণী শ্রবণে করিল গুঞ্জরণ,—
শিশুরা হাসিল ক'রে করতালি সন্ধ্যানে
সঞ্জয় আজি তোমারে করিল নিরঞ্জন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে
ঐ শোনা যায় যুযুৎসুদের ঝঞ্ঝনা,—
(হেথা) নরের সারথি নারায়ণ যদি জানত রে—
(তবে) সুপ্ত-সিংহে হিংসা করিত কোন্ জনা ?

হেথায় দধীচি বজ্র রচিল পঞ্জরে—
দেবতা-নরের হিতৈষণায় করিল দান
আজি বুঝি তা'র হৃদি-কঙ্কাল-পিঞ্জরে—
গান্ধীর নামে নূতন জনম লভিল প্রাণ।

নূতন বজ্র,—আপনারে করি নিষ্পীড়ন,
আততায়ীদের জ্বালায় দহনে তুষাগ্নির—
ফুলশর-সম কুসুমে বজ্র সম্মিলন
নিষ্ফল আজি পার্থের অক্ষয়-তূণীর।

হিংসা-বিহীন অসহযোগের ভীষ্ম-পণ
হিংস্রকে আজি শুদ্ধ করিল নির্ভয়ে—
কিশোর! তোমার মূরতি করিল মনোহরণ
নিখিল তোমার আঁখিপানে চায় বিস্ময়ে।

হিন্দু—বন্দে মাতরম্—সমস্বরে—
ক্রীশ্চান তার ক্রুশের রক্ত করিল দান—
ইস্‌লাম নাম ঘোষিল আল্লা আকবরে—
সেল-উল্লাহ আলাইয়েহুঃ ইসল্লাম।
দেখ চেয়ে ওই,—
পূর্ব্বগগনে উদিল নূতন বিবস্বান॥

মানুষের মাঝে

স্বর্গলোক-পানে চাও বুঝি? ঊর্দ্ধনেত্রে কিবা কর ধ্যান?
জীবলোক-পানে চাও ফিরে, মানুষের কতটুকু প্রাণ?
ততটুকু পূর্ণ ক'রে নাও, দান কর ততোধিক টুকু,—
স্নেহদানে ধন্য কর তা'রে—শুষ্ক মুখ কেশ যা'র রুখু।

সাধনা সার্থক হ'বে তবে, মরুভূমি শ্যাম হ'বে তৃণে
নরপ্রাণ নারায়ণ নিজে, দেউলিয়া মানুষের ঋণে।
মানুষেরে উচ্চে তুলে ধর, অঙ্কুরিত শিশুশস্যগুলি
অবাধ স্বাধীন হর্ষে তা'রা উঠে যেন ঊর্দ্ধে মাথা তুলি'।

নির্ব্বিকল্পে কাজ নাহি ভাই, নাহি কাজ কষ্ট-কল্পনায়
ওরে ভাই! স্বর্গ-স্বপ্ন ছাড়ি মানুষের মাঝে আয় আয়।

বঙ্গসেনা

(The Bengal Regiment)

হে কিশোর ! কী লাগিয়া সুদূর প্রবাসে
গেলে প্রিয়জন ছাড়ি ? কি জানি কি আশে
উতল হৃদয় হ'তে স্নেহ-ভালবাসা
মুছে দিয়ে গেলে চলি', ভগ্ন করি' বাসা,—
মুক্তপাখা বিহঙ্গের প্রায় সে কোথায়
দূর দূরান্তরে !

এতই কি প্রিয় হায়
সাগরের সুখস্পর্শ মঞ্জুল বাতাস
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-জল-কলোচ্ছ্বাস
সম্পৃক্ত শীকরে, গেলে ভুলি পরিজন
স্বজন-বান্ধব, আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন
সুচির দিনের ?

না না সখা বুঝিয়াছি,
বীর-প্রসবিনী বঙ্গভূমে, লভিয়াছি
বহুভাগ্য-ফলে দেবতার পরসাদ
তোমাদের সবে ।

মিথ্যা ভীরু-অপবাদ-
-কলঙ্কের মুছাবার লাগি, যে-বিষাদ
এনেছিল হৃদয়ে তোমার, করি সাধ
গেলে তাই নিজহস্তে কালিমা মুছিয়া
সাজাইবে, রাঙাইবে, অলক্তক দিয়া
সুতপ্ত-তরুণ-রক্তে জননীর পদে,
রাজিবে জননী তব রক্ত-কোকনদে
হৃদয়ের মুক্ত-দলে ।

রাজটীকা ভালে
পরিবে জননী রৌদ্রদীপ্ত উষাকালে,
গৌরবের গজমুক্তা-মালা, সিংহাসনে,
ধূলিশয্যা ত্যজি, স্মিত-শুভ্র-বরাননে
আনন্দ উঠিবে ফুটি'।
বীণাখানি লুটি
চুমিবে সোহাগভরে রক্তপদ দুটি
নূপুর-নিক্কণ শুনি।
য়ুরোপে হোথায়
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ লয়েছে মাথায়
আপন কর্ত্তব্য-ভার নিজকরে তুলি
চাহেনা কাহারো পানে আনমনে ভুলি
দীননেত্রে কর্ম্মভীরু অলসের প্রায়
সাহায্য-প্রত্যাশী।
রহিয়াছে যে যেথায়
সে সেথায় মাতৃ মহাপূজা সাধনের
পালিছে কঠোর ব্রত।
কভু বিশ্রামের
নাহি খোঁজে অবসর ব্যস্ত রাতিদিন
অগ্রে চলিবারে শুধু বিরাম-বিহীন
দৃপ্ত পদক্ষেপে।
নাহি চাহে শুভক্ষণে
মাহেন্দ্র-অমৃত-যোগে পবিত্র লগনে
যাত্রা করিবারে।
পঞ্জিকার পানে চাহি
অশ্লেষা-মঘায় ত্র্যহস্পর্শে অবগাহি

উপগ্রহ শান্তি লাগি অপদেবতার
গ্রহবিপ্র-পৌরোহিত্যে গ্রহ খণ্ডিবার
বিনাপাপে প্রায়শ্চিত্ত দিবসে দু'বেলা
করিতে না চাহে।
কালরাত্রি বারবেলা
পশ্চিমে যোগিনী আর উত্তরে ভৈরবী
অথবা অরিষ্ট-যোগে কল্পনার ছবি
হেরিয়া মৃত্যুর দূত দক্ষিণ দুয়ারে
না হয় পশ্চাৎপদ, কা'র সাধ্য পারে
রুধিবারে গতি তা'র ?
দুর্ভাগ্য অবোধ !
অপদেবতারে পূজি দেবতার ক্রোধ
লইলি বরিয়া ! আজি তা'র প্রতিশোধ
প্রতিপদে দেয় বাধা করে গতিরোধ।
জ্ঞানহীন বিশ্বাসবিহীন ! জননীর
সুপবিত্র নামে, ভেসে যায় বারিধির
ভীমবক্ষে কাণ্ডারীবিহীন,—কদলীর
তুচ্ছ ভেলা। আশীর্ব্বাদে হয় নতশির
স্বর্গের দেবতা।
শত শত বিঘ্নবাধা
দূরে যায় সন্তানের।
দৈব দ্বারে বাঁধা
পালিত পশুর মত।
রিক্তা নামে তিথি
পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম্যধনে এই নীতি,
ভিত্তিহীন তিথি-লগ্ন-ভীতি।

যুদ্ধভূমে
দেশ-মাতৃকার পাদপদ্ম চুমে চুমে
খেলিতে কন্দুক-ক্রীড়া আততায়ী সহ
আগ্নেয় পিণ্ডের, সহি আত্মীয়-বিরহ
গেলে সিন্ধু পারে।
ঈপ্সিত সন্তান সবে
জননীর বৈজয়ন্তী বিজয়-গৌরবে
উড়াইবে নিজহস্তে দৃপ্ত গরিমায়
ললাটে স্বর্গের জ্যোতি হেরি' লজ্জা পায়
বালার্ক অরুণভাতি।
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর
পশিতেছে ধর্ম্মাহবে অচঞ্চল স্থির
নিবাত নিষ্কম্প শিখাসম ঊর্দ্ধপানে
তুলি' দৃপ্তশির।
কভু গাহি জয়গানে
নিজ প্রাণ দেয় ডালি ;—দিয়া করতালি,
হর্ষে আত্মহারা, যেন দীপান্বিতা জ্বালি
আপনি আপন প্রাণ দগ্ধ করিবারে
মাতিল পতঙ্গ।
মৃত্যু নাহি কহি তা'রে,-
নৃত্য করি, মৃত্যু বরি, মৃত্যু করি জয়
গর্জ্জি সমস্বরে "জয় শিব শম্ভু,—জয়
ভারত-মাতার"।
হও জয়ী, সে-গৌরবে
পরাও উন্মদ-গর্ব্বে জননীরে সবে
কণ্ঠে জয়মালা।
শ্যামা বঙ্গ-জননীর
আশীর্ব্বাদ বরাভয় লহ নতশির।

শ্রমিক

দৈবযোগে সুপ্রসন্ন বিধি কোনো দিন
না চাহিতে করতলে আকাঙ্ক্ষাবিহীন
তুলে দেন সুখের সম্ভার,—ফিরাবনা
অনাদরে তাঁরে,—কিন্তু কভু মাগিবনা
চক্ষে অশ্রু, নতশির, বক্ষে যুড়ি পাণি,
সুখ-মুষ্টিভিক্ষা লাগি।

সুখ নাহি জানি
নাহি অবসর লেশ, সুখ অর্জ্জিবার,
ভুঞ্জিবার লাগি সুখে জীবন-বেলার—
স্তিমিত প্রদোষে।

নাহি ধরি বিধাতার
প্রতিপদে বিচারের শুধু অবিচার,—
দুঃখসনে করি রণ, নিষ্পেষিত করি
মাংসপেশী, ধরিত্রীর কর্ম্মক্ষেত্র পরি।
হিংসা নাহি করি হেরি সুখ-সূর্য্যোদয়
শুভক্ষণে ভাগ্যাকাশে কা'রো যদি হয়।

———

বিদ্রোহী

প্রশস্ত মসৃণ পথ তোমাদের দিয়ে
মস্তকে পাষাণ-স্তূপ, বক্ষে অগ্নি নিয়ে,
সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে চলি বন্ধু আমি
কিবা রাত্রি কিবা দিন।

জানে অন্তর্য্যামী
অন্তরের ব্যথা মোর।

বিশ্ব-মানবের,—
বিশাল দুঃখের ভার বহি,—অনন্তের
পথে চলি কবন্ধের মত রাত্রিদিন
অন্ধবেগে।

ছিন্নমস্তা-সম স্নেহহীন
আপন মস্তক কাটি আপনার করে,
নয়নে, বক্ষের হোমকুণ্ড ভ'রে ভ'রে,—
জ্বলে বহ্নি ধক্ ধক্ শিখা।

নাহি খেদ
নিতান্ত নির্ব্বেদ চিত্তে ললাটের স্বেদ
বক্ষ রক্তধারা তপ্ত ঢালি হাসি হাসি
জন্মভূমি জননীর পদে ভালবাসি,—
জন্মে জন্মে আসি যাই তাই মুগ্ধ আঁখি
জননীর অঙ্গে অঙ্গে দৃষ্টি রাখি রাখি
নির্নিমেষ সুখে।

কভু ঘন বনচ্ছায়
সুশীতল তরুতলে জুড়াইয়া যায়
সর্ব্ব অবসাদ।

কভু পৃষ্ঠপরে মম
নাসাবিদ্ধ অতিবৃদ্ধ বলীবর্দ্দ সম
রোষ-কষায়িত নেত্রে অসংখ্য আঘাতে
আসুরিক নির্যাতনে ছুটে বেত্রাঘাতে
রক্তধারা।

অশ্রুহীন চক্ষু হ'তে যবে
প্রতিহিংসা বহ্নিশিখা বাহিরায় তবে
নির্ব্বাপিত করি তবু তা'রে কোনোরূপে
তুচ্ছ করি অপমান চলি চুপে চুপে।
কিন্তু যবে শাসনের তাণ্ডব-লহরী
পুষ্ট হয় মোর পৃষ্ঠে কশাঘাত করি
বর্দ্ধিত গৌরবে,—যবে রক্তবীজ-সম
আমারে নিষ্পিষ্ট করি,' ওই কান্তকম
দুগ্ধপোষ্য শিশু বৃদ্ধ অবলা বনিতা
চাহে গ্রাসিবারে,—তবে প্রলয়-সবিতা
অন্তরের অন্তরীক্ষ আলো করি উঠে
বক্ষে মোর নৃত্যকালী নৃত্য করি ছুটে
নগ্ন বেশে অট্ট হেসে জিহ্বা লহ-লহ
প্রশস্ত খর্পর 'পরে করে অহরহ
শোণিত-তর্পণ ; মোর বক্ষ দলি দলি
প্রলয়-নাচন-রঙ্গে পড়ে ঢলি ঢলি
কালী কালরূপা।

যবে অন্ধকারময়
সূর্য্যালোক-ভীত লোক গৃহে বন্ধ রয়
দু' নয়ন আচ্ছাদিয়া—গান্ধারীর প্রায়,
অন্ধ-পতিদেবতার সমবেদনায়
রুদ্ধ বাতায়ন ;
যবে প্রাচীন-প্রথায়
জ্ঞানবুদ্ধি ন্যায়যুক্তি অবলুপ্ত-প্রায়
নির্ব্বাসিত করে সত্যে, নির্ব্বিকার-মনে
হেরি তা'ও ;
কিন্তু যবে খাণ্ডব-দহনে
বিশাল শাল্মলী শাল দগ্ধ করি' শেষে
কোমল বল্লরী তৃণ লাগি অবশেষে
ক্ষুধিত অনল, সপ্তশিখা মেলি তা'র,
আরো পেয়ে আরো চায় আহুতি-সম্ভার,
বর্দ্ধিত-ক্ষুধায় ;
দুষ্ট কীট পুষ্পরাশি
কাটি তবু তৃপ্ত নয়,—আমি তবে আসি
পুষ্পকলি কিশলয় রক্ষা করিবারে
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি' রক্ষা করি তা'রে।
সহমরণের মৃত্যু-ক্রোড় হ'তে টানি—
কেড়ে আনি কিশোরী বালিকা।
নাহি মানি
শুষ্ক ভূর্জ্জপত্র' পরে গাঢ় মসীমাখা
মুক্তাসম যুক্তাক্ষর ছন্দে-গেঁথে-রাখা
শাস্ত্র বল যা'রে,—তা'রে যুক্তিবিনা ফাঁকা
শব্দমাত্র জানি।

শুধু আর্ত্তস্বরে-ডাকা
নিখিল মানব-চিত্ত মোরে মত্ত করে
ব্যর্থ করে প্রাচীনের মন্ত্র পরাশরে
নীরন্ধ্র বিশ্বাস।

সবে ভাগ্যে অবগাহি,
প্রারব্ধে প্রাক্তনে নিন্দি সঞ্চিতেরে চাহি,
নির্লজ্জ সান্ত্বনা দেয়, কর্ম্মের দোহাই,
ভূতেরে মানিতে বলে, ভগবান নাই,
আমি সে মানিতে নারি,—মানি বর্ত্তমান
আপন দক্ষিণ হস্তে আমি আস্থাবান
তারপরে ভগবানে।

যবে বসন্তের
মিনতি-গুঞ্জন তুলি, শীত-সমাপ্তের
লাঞ্ছিত ভ্রমর,—কণ্ঠে কাতরতাময়,—
বিশীর্ণ কলিকাটীরে করে অনুনয়
মিনতি-বচনে,—তবে বিজ্ঞ প্রজাপতি,
অভিসন্ধি করি বন্দী করে তা'র মতি
বিধি-নিষেধের ডোরে বাঁধি অবলারে
ফিরাইতে চায় তা'য় নিবারিতে তা'রে
যুক্তিজাল বুনি ;—

গৌরীদান করি,—বাল্য-
বৈধব্য-বিধানে,—মিলনের পুষ্পমাল্য
শুষ্ক নাহি হ'তে,—যবে হসিত কুসুম
ঝ'রে যায়, মুছে যায় চন্দন কুঙ্কুম
সীমন্তে সিন্দুর ;—

তবে বিদ্যাসাগরের,—
বিদ্যার সাগর মন্থি', শাস্ত্র-কঙ্কালের,
পঞ্জরে সঞ্চার করি প্রাণ।
বিধবার
অশ্রু মুছি, স্মিত-শুচি-মুখে পুনর্ব্বার
বাঁচিতে আশ্বাস দিই।
কাঁদে মোর প্রাণ,
'পরিত্রাহি'-রবে যবে চায় সবে ত্রাণ
রাজ-অত্যাচার হ'তে,—
আইনে কানুনে
রাজা তা'রে বাঁধে রাজনীতি-জাল বুনে
আমি তা'র ফাঁদ কাটি,— চক্ষে দিই আলো
আইনের ফাঁকি তবে ধরা পড়ে ভালো,—
'হয় জয় নয় মৃত্যু'—মন্ত্র দিই কানে
সে-মন্ত্র আমার শক্তি সঞ্চারিয়া আনে
যুক্ত বাহুবলে মুক্তি,—
মুক্তাধারা হাসি
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ-মুখে পরকাশি
বিজয়ের আনন্দ-প্লাবনে।
নিরন্তর
বিপুলায়তন রথে চক্রের ঘর্ঘর
চূর্ণ করি চলে পথে করি নিষ্পেষণ
সংখ্যাহীন নারী নরে ;—রোষে মোর মন,—
চূর্ণ করি চক্র চূড়া,—ভাঙি সমুদয়,—
ধ্বংস করি অন্ধকার,—নব সূর্য্যোদয়
করি প্রাচীনের প্রাচীমূলে পুনরায়
বিদ্রোহে বিপ্লবে সত্য নবমূর্ত্তি পায়।

হরি-মন্দির

ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম
ধর্ম্মে সহিবে নাকো
যতই না কেন শাস্ত্রে শোলোকে
দোহাই পাড়িয়া থাকো
(তবু) ধর্ম্মে সহিবে নাকো।

মনু পরাশর অঙ্গিরা সব
যুগে যুগে যায় আসে,—
সে-যুগের যাহা বিহিত করিয়া
যুগান্ধকার নাশে।
এ-যুগে গৌর নিত্যানন্দ
গৌড়ে উদিল সূর্য্য চন্দ্র
নাম-প্রেম দিল পতিত-পাবন
প্লাবনে ভুবন ভাসে
ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম
ঘুচায় নর্ম্ম-ভাষে।

পুণ্য করিয়া যে-পুণ্যবান
আপনারে জানে মহামহীয়ান্
অপরের পানে করুণ-নয়ানে
চেয়ে মানে তা'য় পাপী
হায়রে! তাহার সে-অহঙ্কার
কেমনে কি দিয়ে মাপি!

পুণ্যবানের পুণ্যই পাপ
স্পর্দ্ধা বাড়ায় যদি
শ্রদ্ধা কি পায় পিপাসাতুরের
পঙ্কিল-জলা নদী ?

উঠিয়া পড়িয়া চলেছে জগৎ
কত মত এল, হ'ল কত পথ,
উঠিল যে-জন পতিতের পানে
সে যদি না ফিরে চায়,—

চক্রনেমির সংক্রমণের
চক্র ঘুরিয়া যায়
নীচু হতে উঁচু উঠিয়া পড়িবে
আরো নীচে পুনরায়।

অন্ধ গোঁড়ামি করি ভণ্ডামি
রচিয়াছে ছুঁৎ-মার্গ
সূর্য্য দেখিতে প্রদীপ দেখা'বে
অত্রি হারীত গার্গ ?

নর-মন্দিরে রয় নারায়ণ
তাহারে দেখেনা,—ঊর্দ্ধ-নয়ন
আকাশের পানে,—হায় ভগবান !
পূজা দেয় সে মহার্ঘ
অচ্ছুৎ বলিয়া নারায়ণে ঠেলি
রচিল অশুচি মার্গ !

কবির নানক শ্রীরামানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ
বিজয়কৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দ
কবি রবীন্দ্রনাথ
এ-মহাজাতির জাতীয়তা-গুরু
গাঁধিজীরে প্রণিপাত।

তিরিশ কোটির ছয় কোটি জন
অছুৎ বলিয়া হ'ল 'হরিজন'
মন্ত্র-বাচনে পূজা-নিবেদনে
ঠাকুরেরো যাবে জাত!
ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্মে
জাতি মরে নির্ঘাত।

বিশ্বনাথেরে বন্ধ-দুয়ারে—
বন্দী করিয়া রাখি
কোন অধিকারে মরি ধিক্কারে—
করিলে খাঁচার পাখি!

পিঞ্জরে তা'র রুধিলে দুয়ার
দোলা আর ছোলা দিয়ে ভুলাবার,—
পুতুল-পূজার খেলনা করিয়া
ঠাকুরে রাখিবে নাকি?
সে-ঘোর-পাপের কুম্ভীপাকের
কতদিন আরো বাকী?

হিংসার বিষে উনিশ-শো-বিশে
প্রেমের মন্ত্র দিয়া
অসহযোগ আর ছুঁৎ-পরিহার
পতিতে বক্ষে নিয়া,—
জীয়ন্ কাঠিতে ভাঙাইয়া নিদ্
নিজে মহাজন হইল শহীদ
জাতির জাতীয়-বাহিনী জিতিল
যাহার দোহাই দিয়া
সেই মহাবলি হবে কি বিফলই
অন্ধ গোঁড়ামি নিয়া ?

বারে বারে করি প্রায়োপবেশন
করিবারে প্রাণ-পাত,—
শত শতাব্দী সহিয়া চলেছে
যেই পাপ এই জাত,—
করিতে তাহারি প্রায়শ্চিত্ত
প্রস্তুত যেই করিল চিত্ত
পতিত দলিত জন-সঙ্ঘের
চরণে রাখিল হাত,—
সেই হাত মোরা শিরে ধরি
করি সেই পায়ে প্রণিপাত ।

সারা ভারতেই হরিজনে দেখি'
করিয়াছে 'এক-ঘরে'
প্রাসাদ ত্যজিয়া তাই সে রহিল
সেথায় তা'দেরি তরে

বিবেকানন্দ মানস-শিষ্য,—
ভারত হইতে নিখিল বিশ্ব
লিখিল যাহার চরিত-গাথার
কথা স্বর্ণাক্ষরে,—
কৌপীন-ধন সেই মহাজন
এই অধর্ম্মে মরে।

বাহির হউক নূতন ভারতে
নূতন ভারতবাসী
মুক্ত শুদ্ধ সুপ্রবুদ্ধ
কেহ নহে দাস দাসী,—
গাঁইতি কোদালে লাঙ্গলে ফালে
বলীবর্দ্দের কাঁধের জোঁয়ালে
হালে হাতিয়ারে জেলে ও চামারে
হাড়ী মুচি ডোম চাষী—
দেশের ছেলেরে ঠেলিতে কে পারে
স্বাধিকারে অভিলাষী ?

বিনয়-নম্র সহনশীলতা
অনাবিল প্রাণশক্তি
জীব দেহে দেহে শিব রহে তাই
তাহারেই করি ভক্তি।

হরি-মন্দির

তাহারে না মানি পূজে মন্দিরে
বিগ্রহে ধরি করি বন্দী রে
ব্যবসার ফাঁদে ফন্দি ফিকিরে
ফাঁদিয়া জাতির পংক্তি
গোচারণ করি গোত্র লভিল
জাতির পদবী তক্তি !

অস্পৃশ্যেরা নাই যদি বাঁচে
মজিবে হিন্দুধর্ম্ম
অস্পৃশ্যতা যদি বেঁচে থাকে
পচিবে দেশের মর্ম্ম—

অস্পৃশ্যতা কর পরিহার
লউক তাহারা নিজ অধিকার
মৃতকল্প এ-ভারতাত্মার
কর উদ্ধার কাম্য
হরিজনগণে গণি নিজ জনে
বিবেকের বাণী সাম্য ।

বিপুল সুপ্ত সম্ভাবনার
সঙ্কেত করি সর্ব্বে
দেশের উদরে অন্ন যোগাতে
কোন জনা হাল ধ'রবে ?

শীতাতপ জল সহিষ্ণুতায়
কৃশ তনু তবু পূর্ণ ক্ষমায়
তবুও বিপ্র-পাদোদক নিয়ে
চরণ বক্ষে ক'রবে
অর্দ্ধ অঙ্গ বাঁচাতে না পার
বাকী অর্দ্ধেকও ম'রবে !

মা'র আগমনে করিতে আরতি
আনিতে রক্ত পদ্ম
হেলায় জীবন তুচ্ছ করিতে
মরিতেও পারে সদ্য,—
স্বভাবে আত্মবিস্মৃত তা'রা
তাহাদের কাছে চিরঋণী যা'রা
তা'দের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া
তা'রা হ'ল রাজহংস—
এত পাপ ধরা সহিতে না পারে
(তাই) কেঁপে উঠে করে ধ্বংস।

অস্পৃশ্যতা দূর ক'রে দাও
নাহি রহে তা'র রেখা
উজ্জ্বল করি' লেখো ইতিহাস
কনকোজ্জ্বল লেখা।

ছুঁৎমার্গের কুৎসিত বায়ু
রান্নাঘরের ধর্ম্মের আয়ু
স্ফীত করি বুক দৃঢ় করি স্নায়ু
রেখোনাক তা'র চিহ্ন,—
মহামানবের মহান্ ভারত
কোরো না ছিন্ন-ভিন্ন।

মহাত্মাজীর মহান্ আত্মা
মৃত্যুরে করে জয়
ঝঞ্ঝাবাতেও সে-দীপবর্ত্তি
ধ্রুবতারা হ'য়ে রয়।
দীক্ষায় তাঁর লাভ কর জ্ঞান
শিক্ষিত যা'রা হও আগুয়ান
পবিত্রতার প্রমাণ আজিকে
শিখা ও সূত্র নয়,—
হরিজনগণে 'হরি-মন্দির'
জ্ঞান যদি নাহি হয়।

হরিজন নহে হরি-মন্দির
তা'র মাঝে রয় হরি
শৈল দেউল তেয়াগিয়া গিয়া
রহে নরদেহ ভরি',—
গাহে 'হরিজন' তাহার ভারতী
এস করি সবে তাহার আরতি
ঢালি অনুরাগধারা ভাগীরথী
পঞ্চ-প্রদীপ ধরি'
এ মহাপূজার পুরোধা শ্রেষ্ঠ
মহাত্মাজীরে স্মরি।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

স্বর্গ অপবর্গ হ'তে ইষ্ট হ'তে গরীয়ান্ দেশ,
সেই সে সাধনা মোর সিদ্ধি মোরে দাও পরমেশ।
কিবা তুচ্ছ মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত চিত্তে নাহি লয়,
দেশের মুক্তির লাগি মাগি মৃত্যু অনন্ত নিরয়।

দরিদ্রের মুখে গ্রাস পীড়িতেরে পথ্য দিতে পারি
তা'র পরে ইষ্টনাম নহে ধৃষ্ট জীবন আমারি।
জীবে দয়া নহে বন্ধু, কর সেবা জীব-নারায়ণে
বহুরূপে অপরূপ রূপায়িত প্রতি জনে জনে।

পরানুকরণ-পরা প্রবৃত্তি সে আত্ম-বিস্মরণী
আত্মারে জাগ্রত কর, কর পান মৃত-সঞ্জীবনী।
জাগো বন্ধু, জাগো ভাই, জাগো নারী দেশহিতব্রতা
চাতকের বারিবাহ চকোরের সুধা স্বাধীনতা।

কপোতের কুলায়ের সারসের শাবকের প্রীতি
সেই একনিষ্ঠ প্রেম, সেই হোক জীবনের নীতি।
মানুষে 'মানুষ' কর, তৃপ্ত কর দেশ-মাতৃকায়,
বুভুক্ষু জননী কাঁদে,—'ভুখা ভুখা বড়ি ভুখা ম্যয়'।

পশুবলি নাহি মাগি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণ
আনন্দমঠের মন্ত্রে জননীর পদে কর দান।
মুক্তি তুলে রাখো ভাই, চক্ষু বুজে ব্রহ্ম সারাৎসার
তাহারে ভাবিবি তবে মৃত্যু যবে ঠেলিবে দুয়ার।

মৃত্যু আজি পিছে রাখি, প্রত্যেকের দ্বারে কর হানি,-
মিলনের রাঙারাখী মণিবন্ধে বাঁধো সবে টানি।
সবাকার মুক্তি-পণে পুণ্যে ধনে দাও জলাঞ্জলি
বিবেকের কথা শোনো শুভক্ষণ বৃথা যায় চলি।

মুমূর্ষুর মুক্তি লাগি বীতরাগী শাস্ত্রকার দল
চান্দ্রায়ণ সমাচরি ঊর্দ্ধগতি করুন উজ্জ্বল।
অধমের সঙ্গ লও, পতিতের জীবনের ভার,
মূকেরে মুখর কর, পঙ্গুরে পর্ব্বত কর পার।

নির্ব্বাণ-তমসা-তীরে কাঁপে দীপশিখা-সম প্রাণ
নিমেষে নিষ্পন্দ হ'বে লাভ করি চির পরিত্রাণ।
ভয় নাই শঙ্কা নাই চিত্তে নাই তরঙ্গ-হিল্লোল
নিবিড়-আঁধার-মাঝে পাতা আছে জননীর কোল।

ভারতবর্ষ

কে বলে তোমারে ভারতবর্ষ
শুধু আমাদের জনমভূমি
খেলায় ধূলায় ক্ষুৎ-পিপাসায়
জুড়াবার ভূমি জননী তুমি

কি যে আছে হেথা, কী যে নাই হেথা
হিসাব করিয়া কঠিন বলা
কত শব যেথা শিব হ'ল সেথা
ভাবিলে মাটিতে যায় না চলা।

ব্রীহি ও ধান্যে শিশির-প্রান্তে
শস্যশীর্ষ বিনয়-নত
সেই ক্ষীরধার ঝরিছে মাতার
উৎস বিথার তটিনী শত।

ভাণ্ডারে তা'র পূর্ণ নীবার
শ্যাম শস্যের কি সমারোহ
কপিলার স্তনে দুধের বন্যা
ফুরায় না দুধ যতই দোহ।

পতঙ্গ পাখী উড়ে লাখে লাখই
ময়ূর-পঙ্খী তরণী কত
চীনাংশুকের চিত্র কেতন
শল্মা-চুমকি চমকি শত।

গৃহপানে চলে ধেনু ও বৎস
হাম্বা হাম্বালি গভীর রবে
পাঠশালে চলে বালিকা বালক
পাখীর কাকলি প্রভাতে যবে।

এই ভারতের আতিথেয়তার
আশ্রিত-বৎসলের ধারা
শিবির পুণ্য চরিত হেথায়
কোথায় কে আছে তাহার পারা?

ত্রিলোকে ত্রিপাদ-ভূমির ভিক্ষা
বামন লভিল বলির ঘরে
নৈষধরাজ রিক্ত হইল
নিঃস্ব বিশ্বামিত্র তরে।

ষড়্‌দর্শন হইল প্রচার
বিচার সূক্ষ্ম জটিল ভারী
ভগীরথ হেথা গঙ্গা আনিল
বুদ্ধ অশোক শান্তিবারি।

রাম-কৃষ্ণের চরিত-মহিমা
বাল্মিকী ব্যাস প্রচার করে
অসুরে সে সুর, মধুরে মধুর,—
বজ্রে কুসুমে মিলাইল রে।

রামানন্দ ও নানক কবীর
মাধবপুরী ও তুলসী তুকা
শ্রীরঙ্গমের ঋষি রামানুজ
নাহ'লে জগৎ মরিত ভুখা।

চৈতন্যের প্রেমের প্রবাহ
ডুবালো হিন্দু মুসলমানে
মীরার ভজন শুনিবার লাগি
শাহান্‌ শাহেরো আসন টানে।

দরাফ খাঁয়ের গঙ্গা-স্তুতি
সুফী সন্তের নয়নজলে
রামে ও রহিমে ভেদ মিটাইল
প্রেমে মিলাইল প্রেমিক দলে।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের
জ্ঞান-ভক্তির স্বর্গ-সুধা
মহাকবি রবি শ্রীঅরবিন্দ
স্বর্গ করিল এই বসুধা।

মন্দিরের চাবী

গৈরিক আঁকা ত্যাগের পতাকা
তুলিল শিবজী উচ্চ করি
অহিংসা প্রেম শুভ্রে সবুজে
মিলায়ে কৌমী নিশান গড়ি।

বন্ধনাতুর এ-মহাজাতির
আর্ত্তি বুঝিয়া বেদনা-ভরা
উদয় হইল মহাত্মাজীর
'স্বাধীন ভারত'—গাহিল ধরা।

যুগে যুগে যত যুগন্ধরের
যুগান্তকারী বীর্য্য-গাথা
কবি ও চারণ করে প্রচারণ
উজ্জ্বল-আঁখি ভারত-মাতা।

সার্ব্বভৌম এই ভারতের
অণুর মাঝারে অনুস্যূত
মণি-মালিকার সুতার মতন
মানব সকলে মনুর সুত।

মহাভারতের মহামানবের
করমভূমি এ কুরুক্ষেত্র
নরমানবের অমরাবতী এ
সমাধি-ভূমিতে মুদিত-নেত্র।

বিশ্বনাথের এক পরিবার
বিশ্বে মহান্ মানব জাতি
বিশ্বমৈত্রী প্রচারে ভারত
সবে সবাকার ভাগ্য-সাথী।

জাগরণী

জাগো প্রাণ, আজি জাগো প্রাণ,—
জাগো রণ-দুন্দুভি-ধ্বনিত ছন্দে
তূর্য-মুখর পরমানন্দে
যাত্রা-পবন বহিছে মন্দে
(কেন) তবু নির্জীব ম্রিয়মাণ ?
জাগো প্রাণ, জাগো জাগো প্রাণ।

গগনে গগনে ফুকারে সঘনে
প্রলয়ঙ্কর অশনি—
তা'রি তালে তালে নাচিবে বক্ষ
দ্রুত-দুর্দ্দম-ধমনী ;

ভয়কি ? ভয়েরে দলিয়া চরণে
জাগো জাগরোজ্জ্বল দুনয়নে
জাগো আশাহত দৃপ্ত জীবনে
গুরু গৌরব অভিমান,—

জাগো পৌরুষ-প্রকাশ-লালসে
অপৌরুষেয় বিলাসে আলসে
ক্লীবের মতন হেলায় রতন
হারায়োনা অণু-পরিমাণ
জাগো প্রাণ, জাগো জাগো প্রাণ।

মন্দিরের চাবী

বাজাও বিজয়-শঙ্খ বিষাণ
করে তুলে ধর জাতীয় নিশান
'জয় হিন্দ' গাও 'কদম্' চালাও
জনগণে বাঁধো বাঁধনে,-

জাগো রে ভারত! অপগত-ভয়
জাগো নারী-নর চির-দুর্জ্জয়
আপন মুক্তি অর্জ্জন লাগি
লাগো অসাধ্য সাধনে।

মজি' দুস্তর পঙ্ক-সাগরে
ঘুমাও রঙ্গে অতি অকাতরে
ওঠো শার্দ্দূল-বিক্রম-ভরে
উদ্গ্রীব যুব-যুবতী,—

এই ভারতের নয়নের জল
সরিৎ-সাগরে বহে অবিরল
বন্দিচরণে বাজে শৃঙ্খল
বাজায় মুক্তি আরতি।

কানুনে-আইনে বামে ও ডাইনে
বেঁধেছে দেশের অঙ্গ
গড্ডলিকার প্রবাহ চলিছে
যে দেখে দেখিছে রঙ্গ

উড়ে খড় কুটা পর্ণ কুটীর
শুষ্ক শীর্ণ জীর্ণ শরীর
ছিন্ন-বসন বল্কল চীর
বিশ্বের দ্বারে ভিখারী

মৌন বিরস মলিন-বদনা
অশ্রু-লবণ-কৃত-ব্যঞ্জনা
অকৃত-প্রবোধ কৃত-ভর্ৎসনা
দেশলক্ষ্মীরে নেহারি।
আঁখি মুছাবারে, সাথে যাইবারে,
কে হইবে তাঁর দিশারি ?

কোথায় শঙ্খ পাঞ্চজন্য
পৌণ্ড্র ও দেবদত্ত ?
নর-নারায়ণ মিলি মহারণ
স্থিতধী অপ্রমত্ত,—

জাগো জাগো বীর! যুবতী-যুবক
কিশোরী-কিশোর বালিকা-বালক
যতি ব্রতচারী চারণ ভিক্ষু
ওরে মুমুক্ষু বিরাগী!

সূর্য্যের আলো মুক্ত বাতাস
তোর তরে নহে ক্রীত দাসী দাস
ধিক্কৃত-প্রাণ, হৃত-সম্মান
এই বেঁচে-থাকা কি লাগি ?

বাঁচিবিরে যদি জেগে ওঠো ভাই
এই বেঁচে থেকে কোন লাভ নাই
একি বেঁচে থাকা ? মৃত্যু কি তবে
এর চেয়ে নিস্পন্দ ?
চির-নিদ্রালু অটুট-নিদ্র
প্রাণ বিগলিত ঘটের ছিদ্র
কর প্রতিরোধ প্রতি জনে জনে
মরণে অভয়ানন্দ।

মিলিত মথনে অমৃত উঠিবে
ভারত-সিন্ধু মথিয়া
পূর্ব্ব-তোরণে উদিবে সূর্য্য
গৈরিক ধ্বজা ধরিয়া,—
শুভ্র-কিরীট অভ্র-তুষার
হিমাচল-চূড়ে উড়িবে আবার
নিজ নিকেতনে বিজয়-কেতন
নূতন বিজয়া-দশমী,—
জানকীরে লভি' লভিতে-বিজয়
জাগো ভারতের তনয়া-তনয়
আশায় উগ্র অপগত-ভয়
সরম কুণ্ঠা ভসমি'।

জাগো প্রাণ জাগো স-কাল-বোধনে
অকাল-নিদ্রা টুটায়ে
ধূম্র-গগনে উদিছে সূর্য্য
মুক্তি-কমল ফুটায়ে।

চণ্ডী-পূজা

আজ ফাগুনে প্রেম নহে ভাই আগুন জ্বালাই ঘরে ঘরে
আজ্‌কে দুখের অশ্রু শুকাই সেই আগুনে পরস্পরে।
ভিক্ষুকেরি করুণ সুরে
নারীর মত অন্তঃপুরে
কী হবে আজ, হায় রে নিলাজ! পরের দরদ ভিক্ষা ক'রে?
আজ ফাগুনে প্রেম নহে, তাই,—আগুন লাগাই ঘরে ঘরে।

আজ নয়নে বহ্নি জ্বালো,—নারীর চোখে তড়িৎ মালা,
বক্ষে আজি বজ্র ভালো,—ছিন্ন কর ফুলের মালা।
ঊর্দ্ধপানে উঠ্‌বে শিখা
আকাশে তা'র ফুট্‌বে লিখা
দেউটী নহে, প্রদীপ নহে, ঊর্দ্ধ-করে মশাল জ্বালো,—
ছিন্ন কর ফুলের মালা,—বজ্রদহন বক্ষে ভালো।

মানুষ কোথা? রঙের ফানুস্! চল্‌ছে ভেসে আকাশ-তলে
স্রোতের মুখে তৃণের মত অঙ্গ ঢেলে ভেসেই চলে।
হাল্‌কা বায়ে ঢেউয়ের দোলা
দুল্‌ছে যেন নাগর-দোলা
হায় রে! সুখের পারাবতের সুখের ফসল যেথায় ফলে,—
স্রোতের মুখে তৃণের মত অঙ্গ ঢেলে ভেসেই চলে।

বক্ষে যদি এতই তৃষা, চক্ষু যদি নিমেষ গোণে
কল্পনা সে এতই যদি লূতার মত তন্তু বোনে,
বক্ষে তবে দুর্বিবষহ
শক্তিশেলের আঘাত সহ
বুভুক্ষাতে ভস্মলোচন ভস্ম কর চোখের কোণে,—
আজকে ঘরে নয়রে থাকা,—নয়রে থাকা ঘরের কোণে।

উচ্চে নীচে ক'র্‌তে সোজা পথের বুকে পাথর চলে
আজ্‌কে বুকে সইতে হ'বে সে-দুঃসহ জগদ্দলে।
দৃষ্টি যখন দিশেহারা—
পথ দেখাবে সাঁঝের তারা
পথের কাঁটা, পথের খোঁচা, দ'লতে হ'বে চরণতলে,—
আজ্‌কে বুকে বইতে হ'বে—সেই পাথরের জগদ্দলে।

ভারতী আজ মাথায় থাকুন, বরণ কর চণ্ডিকারে
হায় রে হত-ভাগ্যবিধি! নয়তো কভু খণ্ডিবারে,—
মণির মালা কণ্ঠ হ'তে
চূর্ণ কর চক্রপথে
আজ্‌কে বুকে বর্ম্ম আঁটো বাজাও অসি-ঝঞ্ঝনারে,—
ভারতী আজ মাথায় থাকুন বরণ কর চণ্ডিকারে।

———

নারী-শক্তি

প্রতি গৃহে মহাশক্তি
হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি
চয়ন করিয়া চুপে চুপে
বিরাজিছ মহামায়া
জননী ভগিনী জায়া
কভু প্রিয়তমা সখী রূপে।
ধাত্রী তুমি ধরিত্রীর
যেন ভাগীরথী-নীর
জীবন-রসের তুমি খনি
তথাপি চিনিতে নারি
হে রহস্যময়ী নারি !
পুরুষের নয়নের মণি।
গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
কঙ্কণের রিণিঝিনি
উঠে শঙ্খে মঙ্গল-নিনাদ,—
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু
শান্ত সুমহান সিন্ধু
মৌনমুখে নাহি বিসম্বাদ।
কভু বহু-চর্য্যা করি'
বহুজনে বক্ষে ধরি'
অনাদি নির্ঝরে করি' স্নান
নিঙাড়ি' বক্ষের সুধা
মিটাইতে চাও ক্ষুধা
তৃষিবারে তৃষিতের প্রাণ।

পিপাসিত মরে পুড়ে
কভু কাছে কভু দূরে
ফিরে ঘুরে পতঙ্গের মত
রূপ বহ্নি-শিখাপরে
আপনারে ভস্ম করে
কে তাহারে বুঝাইবে কত ?

রূপে রসে গুণে ভোর
মুগ্ধ জনে কহে,—'চোর'
প্রাণ নিয়া নাহি দেয় ফিরে,—
তীর-পানে ফিরে চায়
মিছে করে 'হায় হায়'
ডুবে যবে প্রেম-সিন্ধুনীরে।

নিন্দুকের ক্রূর জিহ্বা
কী কহে তা' ক'ব কিবা
হে পতিতে! পতিত-পাবনি!
পাপপঙ্ক-প্রবাহের
কৃমিকীট আছে ঢের
তাহাদেরো তুমিই তরণী।

অভয়-বরদ-করে
প্রশস্ত খর্পর-পরে
দানবের শোণিত-তর্পণে
আঁধারে বিদ্যুৎ রাশি
খল খল উঠে হাসি
কাঁপে জিহ্বা দশন-দংশনে

'ইহাগচ্ছ' 'ইহ তিষ্ঠ'
তব সন্নিধান-নিষ্ঠ
পুরোহিত মন্ত্র করে গান
বীজে নিমজ্জিত শক্তি

অঙ্কুরের সমুদ্গত প্রাণ।

জাগো নারি নারায়ণি!
পুরুষের স্পর্শমণি
সঞ্জীবনী মন্ত্র দাও কাণে,
কঙ্কাল জাগিয়া উঠে
মৃতাস্থির বক্ষপুটে
জাগে প্রাণ, যে জানে সে জানে

অঙ্গনা-বোধন

ওঠো বান্ধবি, শোনো বান্ধবি,—
জাগো বান্ধবি! আজ
মহারথীদের হ'ল ভীমরথী
নহে তাহাদের কাজ।
এ রণাঙ্গনে, হে বীরাঙ্গনে! বল্গা বাগায়ে ধর
অয়ি সুভদ্রে, শোনো লো ভদ্রে! রথে সারথ্য কর!

পার্থ আজিকে বেপথুপন্ন পরাহত বীরপণা
খাণ্ডবজয়ী গাণ্ডীবী আজি দলিত তুণ্ডফণা।
বরণ করিয়া নূতন জীবন
হে বরাঙ্গনে! খোলো দুনয়ন
লৌহ-ভীমেরে কর মর্দ্দন
ধৃতরাষ্ট্রের প্রেমে
গৃহাঙ্গনের গান্ধারী এস
সমরাঙ্গনে নেমে।

ঘরে 'হা-অন্ন' সে-পরমান্ন জাহাজ ভরিয়া যায়
কুটিরে কুটিরে উঠে হাহাকার কুটাটি মেলে না হায়!
স্বদেশের নাম,—'সাকিম মোকাম'—তা'র বেশী কিছু নয়
চতুঃসীমার তপ্‌শীল লেখা দলিলের পরিচয়!
আমাদের ধনে পেনশন গণে বোনাস্ বেতন 'টি, এ',—
আরাম-কেদারা,—হুজুরের যা'রা দাঁড়ের পড়ানো টিয়ে!

পুরুষ ধ'রেছে রমণীর সাজ
আজিকে ভগিনি! ফেলে দাও লাজ
হেঁসেলে ভাঁড়ারে যাহা কিছু কাজ
তাহারা লউক তাহা
আজিকে মাথায় লহ সেই দায়
পুরুষের ছিল যাহা।

পুরুষ হিসাবী মরে মিছে ভাবি কড়া ও ক্রান্তি ধরি
কত মতবাদ দ্বন্দ্ব প্রমাদ ভ্রান্তি র'য়েছে ভরি,—
তোমার হিসাব শুধু ছয়লাব প্লাবন বন্যাজলে
বক্ষের ক্ষীর স্তন্য নিবিড় পীযুষ পদ্মদলে।
পুরুষের পুঁজি পুঁথি পাগ্‌ড়ি পোষাক পদবী ফেজ্‌
শিখা ও সূত্রে, দুহিতা-পুত্রে পর্য্যবসিত তেজ!
তিলে তিলে নারী গৃহ-তুষানলে
হোমনল জ্বালি' তাহার কবলে
আপনারে বলি দিতেছ অবলে!
আপন মনস্কাম
দলিত স্বার্থ গলিত অশ্রু—
গায়ের রক্ত ঘাম।
হিন্দু-মুসলমানের ঘরণী জাগো প্রতি ঘরে ঘরে
পুরুষে পুরুষে মিলাও ভগিনি! মিলিয়া পরস্পরে।
সাড়ী-ওড়নায় সারেঙ্‌-বীণায় মিলিত ঐকতান
বিপুল মহান্ উপচীয়মান সাম্যের সামগান।
'দারা'-নহ আজি তোমারি দ্বারায় মিলিত সকল ভায়ে
নীল দরিয়ায় ভাসিয়া চলুক দিল-দরিয়ার নায়ে।
সমুখে উদিবে তরুণ তপন
জ্বলিবে উজ্জ্বল তোমার নয়ন
আলোকে পুলকে সচলায়তন
অচলায়তন ধামে,—
কর ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা
সহরে নগরে গ্রামে!
মূর্চ্ছিত দেশ, ধাত্রীর বেশ
ধরহ দেশের নামে।

জাগো মা

জাগো মা এবার জাগো মা,—
পিছে ফেলে এস মিছে আনন্দ
সত্যিকারের রাগো মা
জাগো মা দুর্গে ! জাগো মা ।

দেবতার লাগি দানব-দলনে
কি ক'রেছো কবে,—সে সব ছলনে
ভুলিবে না কেহ অবলা ললনে !
উঠিয়া না যদি লাগো মা—
ক'রে থাকো তুমি অরি-সংক্ষয়
এখনো না এলে কেন মা ?

তুঙ্গ-পাহাড়ে রঙ্গ দেখিছ
রণ-রঙ্গিণী আজ
অসি ধরিবে না ? তা হ'লে হ'বে না
কর মা সমর-সাজ ।
দেবতা-দানব-দর্প-হারিণী
খড়্গ-তোমর-ভিন্দিপালিনী
স্কন্ধদ্বয়ে তপ্ত শোণিত
গলিয়া পড়ুক আজ
ছাড়ো নিগড়িত লাজ-বিজড়িত
কদলী-বধূর সাজ ।

সন্তান-দলে আকুলি বিকুলি
ছুটে আসে সবে নিতে পদধূলি
কেহ খায় গাঁজা, কেহ খায় গুলি
চরসে সরস-চিত্ত—
সিদ্ধির সাথে নাই দেখাশুনা
ভারতী-কমলা উভয়ে বিগুণা
কেশ-প্রসাধনে চিনি ষড়াননে
বিহীন-বাহন-বিত্ত !

অশন-বসন-বাসন-বিহীন
ভদ্রাসনের ভিটেমাটি-হীন
বাস্তু হারায়ে হা-ঘরে হা-ভাতে
শুকায় পুত্র-কন্যা—
কিসে হ'বে পূজা ?—নাই উপচার
কোন্ ফুলে পূজা হ'বে মা এবার
রক্ত-জবা কি আছে ?—বাংলা, যে
কমল-কুমুদে ধন্যা—
নারী অনাবৃতা—নিরাহার নর
নিতি মহামারী বন্যা ।

অপরাধ ? সে তো হ'য়ে থাকে মাতা
সন্তান সে তো স্বভাবে করে—
সেই দোষে যদি দণ্ডে বিধাতা
মায়ে কি দেখিবে দু-আঁখি-ভ'রে ?

কালো-বাজারের আঁধারে ঘিরেছে—
শুক্লা রজনী আজিকে মিছে
'মহালয়া' হ'তে 'লক্ষ্মী-জাগরি—'
হেরি অলক্ষ্মী আগে ও পিছে !

বিদেশে চ'লেছে বস্ত্রের স্তূপ
নগ্ন ছেলেরা মৌন সবে
কাঞ্চন দিয়ে বিদেশীর কাঁচ
ঠেকিয়া ঠকিয়া কিনিতে হবে ?

তোমার সিংহ হিংসা ভুলেছে
বিষ নাই আশীবিষের দাঁতে !
অস্ত্রে শস্ত্রে মরিচা ধ'রেছে
আতপের কণা কদলী-পাতে !
দশভুজে কর অন্নবৃষ্টি
খড়্গে কাটো মা সকল রিষ্টি
সিংহবাহিনী হিংসা না কর
হুঙ্কার ক'রে জাগাইবি নে ?

কারো টানি' জিভ, চোখে আনো নীর,—
ভয়ে জল করো কাহারো রুধির
ধাত্রীর রূপ ধারণ কর মা
ভৈরবীরূপে অসুর জিনে,—
বরদাভয়দা শুভদা সুখদা
তবেতো তনয়ে জননী চিনে।

হাতে হাত

"সং বো মনাংসি জানতাম্"—শ্রুতি

ক্ষুধিতে পীড়িতে দরিদ্রিতেরে
শুশ্রূষা স্নেহ কর
লাঞ্ছিতে ভীতে নিগৃহীতেরে
সাগ্রহে তুলে ধর।

চোখে নাই আলো
বুকে নাই আশা
মাথা ঠুকে মোলো
যা'র ভালোবাসা
মুখে আশ্বাস বক্ষে ভরসা
বিশ্বাস দৃঢ়তর
হাতে হাত দিয়ে তুলে ধর গিয়ে
মাগিয়ে মৈত্রী কর।

মৌন যাহারা মুখে নাই কথা
মিনতি করিলে হয় বাচালতা
তা'দেরে শিখাও তোমাদের কথা
আঁধারে আলোক ধর
অচেতন জনে শিখাও যতনে
আপনাতে নির্ভর।

রাষ্ট্ররথ

'সুদর্শন' অস্ত্র ধরি', ত্রিবর্ণের জয়ধ্বজা রথে,
রথোপরি জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিয়া বিশাল-ভারতে,—
পাকাইয়া প্রেমসূত্র মিলনের রাখীবন্ধে সবে
মিলাইয়া জনে জনে সংযোজনে বাঁধহ মানবে।

হিমাদ্রি-সিন্ধুর মাঝে সে বিরাজে ক্রোড়ে তা'র আছি
নারীনরে যুগ্ম করে টানি' ধ'রে সে-রথের কাছি,—
মানো ধন্য, টানো রথ, সকলের সাথে এক-প্রাণে
এক মহাজাতি মোরা মিলিয়াছি একমন্ত্র-গানে।

আগমের বীরাচারে করি' পান প্রাণ-মদিরায়
মুমূর্ষুর মুখে ঢালি সে-আসবে শবে প্রাণ পায়,—
কর দান, কর পান, নরনারী অধরে অধরে,
মারো টান রথচক্র অবিশ্রাম ছুটুক ঘর্ঘরে।

সাম্য মৈত্রী ত্যাগ শৌর্য্য, এ-রথের চলে চার চাকা,
সমুখের সোজা পথে চলে রথ পথধূলি-মাখা,—
অদূরে মুক্তির তীর্থ, পুরুষোত্তমের পানে চাহি,
অধমে উত্তমে চলি কুতূহলী ভেদ নাহি নাহি।

মাতা সর্ব্বসহা, পিতা সদাশিব ক্ষমা-মহেশ্বর,—
নিখিলের নরনারী এক-গোত্র সবে পরস্পর।

"হয় জয় নয় মৃত্যু"

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—গীতা

ওঠো ভাই, বেলা নাই, নদীসম চলে কাল-গতি
কী স্বপ্নের ঊর্ণাজাল বুনিতেছো 'মাকোশা'র মত ?
জয়যাত্রা করে সবে তুমি কেন মোহাচ্ছন্ন-মতি,—
কেন মিছে কল্পনার জল্পনার আলিম্পনে রত ?
পঞ্চজন-রণক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য বাজে ওই শোনো
পারার্থী যদ্যপি তুমি তীরে ব'সে কেন ঢেউ গোণো ?

ওঠো বোন, কথা শোনো, নারী হবে নরের সারথি
সুভদ্রা পার্থের সাথে শক্ত হাতে যথা রশ্মি ধরে,—
তুমিও অবলা নহ, লহ বল্গা বল-দৃপ্ত-মতি,
এক লক্ষ্য যাত্রাপথে দৃঢ়-ব্রতে রহ ধৈর্য্যভরে।
কাল-রাত্রি হেরি যাত্রী কালক্ষেপ নাহি কর বৃথা
এক তীর্থ উভয়ের তুমি তা'র সখী মন্ত্রী মিতা।

গতকাল চ'লে গেছে, সব-কাল যেথা গেছে চ'লে,
তা'র কথা এঁকেজুকে, মিছে আর লিখোনাকো লেখা,—
আগামী কালের স্বপ্নে সপ্তবর্ণে রামধনু ঝলে,
ভবিষ্যের প্রসাধনা চিত্তে যেন আঁকেনাকো রেখা।
সত্য জানো আজিকার বর্ত্তমান মহা-মুহূর্ত্তেরে
আছো নর, আছো নারী, উভে পূর্ণ করি উভয়েরে।

ওই যে সম্মুখে দুর্গ, বাজে তূর্য্য উঠে শঙ্খধ্বনি,
ও-দুর্গে লইতে হ'বে অভ্রভেদী লঙ্ঘিয়া প্রাকার,—
ওই গিরিশৃঙ্গ দূরে, উহারি গুহায় স্পর্শমণি,
কাল-সর্প ফণা হ'তে করিতেই হ'বে অধিকার।
যাও বাহিরাও বন্ধু উদ্বাহু উদগ্র পদভরে
আজি যা' দুর্লভ তাহা সুদুর্লভ হ'বে আরো পরে।

সদ্যশক্তি আজিকার সত্য যাহা কাল হ'বে মিছে
বর্দ্ধমান বীর্য্যবল আলস্যে ক্ষয়িষ্ণু হ'বে কাল,—
আগে চলো, আরো আগে, যত পথ ফেলে এস পিছে,
ধূলিরজে তুলি শৈল, বিন্দু দিয়ে সিন্ধু সমুত্তাল।
উদ্যত বাহুর বল, ধমনীর উত্তপ্ত শোণিত,
এই তপ্ত গাঢ় রক্ত, কাল তত রবে না লোহিত।

চল বন্ধু, টলে সূর্য্য, আকাশের মধ্যবিন্দু হ'তে
অচিরে পড়িবে ঢলি অলক্ষিতে আসিবে গোধূলি,—
নিঃশব্দ-চরণ-চারে আসে বহিঃশত্রু বহুপথে
আসে জরা, নাশে আয়ু ক্ষীয়মাণ ক্ষণদণ্ডগুলি।
অস্ত্রে তুমি দিবে শাণ? তূণে বাণ আছে কিছু কম?
তবু তুমি বাহিরাও সত্যের সম্বল পরাক্রম—
হয় জয়
নয় মৃত্যু
সে-মৃত্যুর
গৌরব পরম।

সর্ব্বহারী ও সর্ব্বহারা

দিন গেল চলে কল-কোলাহলে রজনী আসিছে আগে
অন্ধের লাগি রজনীগন্ধা ফুটাইয়া অনুরাগে।
বধির শোনেনা মধুর বাঁশরী মূর্চ্ছনা মীড়ে গাওয়া
দেখে শুধু হায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঙুল বুলায়ে যাওয়া।
অন্ধেরো তাই রজনীগন্ধা রজনীর পরিচয়,—
পাখীর কাকলি শুনি বিভাবরী পোহাইল মনে হয়।

এমনি দিবস আসে আর যায়, এমনি পোহায় রাতি
কাহারো বিজলী জ্বলে সারারাতি, কাহারো জ্বলেনা বাতি।
অশন-বিহীন, বসন-বিহীন, অধরে সরেনা ভাষ,—
প্রভাত হইলে, চুলা কিসে জ্বালে, ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস।
ফুৎকার দিতে কলিজার ভিতে ব্যথা আসে টনটনি,—
'হরিনাম' যদি ভাষে অভ্যাসে বাজেনাকো খঞ্জনি।

উঠিবে কেমনে, যাইবে কোথায় ? কে দিবে তাহারে ভিখ্ ?
ভিক্ষা মেলে না হায় রে ! যে-কালে এই তো সে দুর্ভিখ।
নিঃস্ব-ভিখারী, বিশ্বের দ্বারে, বিফলে পাতিয়া হাত—
চতুষ্পদের পংক্তিতে ব'সে চাটে এঁটো কলাপাত !
কে বলে মানব চতুর্ব্বর্ণ ? আমি জানি শুধু দুই,—
সর্ব্বহারীর স্বর্ণপালং,—সর্ব্বহারার ভুঁই।

কেবা সে স্বাধীন কেবা পরাধীন ?
পৃথিবী যাহার ফাঁকা,—
ভয়ে লজ্জায় দিন যা'র যায়
অভাবে আঁধারে ঢাকা।

সর্ব্বহারার বন্দনা

শৌর্য্যের বন্দনা-গানে ইতিহাস পরিপূর্ণোদর,
জ্ঞান-বৃদ্ধে স্তুতি করি' স্তবস্তোত্র হ'ল বহুতর,
আমি আজ তাহা করিবনা।

ব্যর্থকাম ধরাতলে,

ধরণী কর্দ্দম হ'ল, অবিশ্রাম শ্রম-স্বেদ-জলে,
উদয়াস্ত দিনমান অবমান আর অবসাদ
পাণ্ডুর বদনে যা'র রসনার বিগত সুস্বাদ
তিক্ত কটু লাগে ধরা,—শর্করার ভারবাহী পশু,
আঁধার-জীবনে আলো নাহি দিল ভাগ্য-বিভাবসু,
দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি কা'রো খুলিল না দ্বার,
যে-উৎসন্ন-নিরন্নেরে অন্নপূর্ণা দিলনা আহার
তাহারে বন্দনা করি।

ধনী যা'র কেড়ে নিল ধন,

রাজারে রাজস্ব দিয়া পথে বাহিরিল অকিঞ্চন,
কাচে ও কাঞ্চনে যা'র একাকার, অভাবের হেতু
বিমুখ যাহারে সবে, মুখ তা'র যেন ধূমকেতু!
যাত্রাপথে অমঙ্গল কুত্রাপি যে আশ্রয় না পায়—
তা'দেরে বন্দনা করি সর্ব্বহারা ভগিনী-ভ্রাতায়,—
যে মুমূর্ষু ধর্ম্ম চাহি মৃত্যু হ'তে চৌর্য্যে করে ভয়,
ডানহাতে মাগে ভিক্ষা বামহাতে কা'রে না বঞ্চয়,
বঞ্চিত সবার কাছে, তবু কা'রে মন্দ নাহি কহে,
কৃতকর্ম্মে ফলে ফল দার্শনিক-সম তৃপ্ত রহে,—
বিনা পাপে প্রায়শ্চিত্ত করে যা'রা পদলগ্ন থাকি,
ভোজবাজি সম তা'য় ছলনায় ভুলাইয়া রাখি'
ধনী বিপ্র ভূমিপতি, সুপ্রসন্নচিত্তে করে ভোগ,
বিত্তে বলে বলীয়ান,—দুর্ব্বলেরে ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ
করিয়া শাস্ত্রের যোগে।

পূর্ব্বজন্মে কৃত বহুপাপ
তাহারি দুষ্কৃতি-বশে দুরদৃষ্ট দেয় দুঃখ তাপ,
যাহা জন্ম-জন্মান্তরে বিপ্র-পাদোদকে প্রক্ষালিয়া
আশীর্নির্ম্মাল্য লভি' সুনির্ম্মল হয় জন্ম নিয়া
পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে ! তবে তা'র সমুদ্ধার হয়,
হয়তো বা মিলে মুক্তি,—তা' নহিলে নহে পাপক্ষয়
অস্পৃশ্য শবর-দেহে !

আমি কহি বিপরীত রীতি,—
ভাবগ্রাহী ভগবান, স্তবগান করে শাস্ত্রস্মৃতি,
শাসনে করুণা যাঁর, করুণায় পরিপূর্ণ ন্যায়,
নিরপেক্ষ এক নীতি অবিভিন্ন সকল জনায়।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হয় তাই তপস্যার বলে,
ব্রাহ্মণ শ্বপচাধম,—চাপা পড়ে পিতৃপুণ্যতলে
আপন যোগ্যতা বিনা।

পঙ্কিল পল্বলে জন্ম নিয়া,
তণ্ডুল,—লবণ-তৈল-কাষ্ঠাভাবে,—দন্তে চিবাইয়া
যাহার দিবস কাটে, রাত্রি কাটে মূর্চ্ছিতের মত
তাহাঁরে প্রণাম করি, সে যদি না মাথা করে নত
উদ্ধত শক্তির পায়ে।

সে যদি বলিষ্ঠ বাহু তুলি'
দেশের গৌরবধ্বজা তুলে ধরে, তা'র পদধূলি
ভক্তিভরে তুলে লই। মন্দিরের বাদ্যভাণ্ডে নহে—
উৎসবে দেবতা নাই দুর্গতের কুটিরে সে রহে।

যজ্ঞে বধ

"যজ্ঞে বধোঽবধঃ"—শ্রুতি।

হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে"—গীতা

যজ্ঞে বধ বধ নহে—
সে অবধ, কহে তা'রে বেদ,
হিংসা নহে, যদি বহে,—
হন্তারক অন্তরে নির্ব্বেদ।
সে-বলির অধিকার
শুধু কিন্তু আছে জেনো—তা'র
সর্ব্বস্বার্থে দিয়া বলি
আত্মবলি হইল যাহার।

দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র

৭ই জুলাই ১৯৩১, স্থান আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।

তখনও রাত্রিশেষের শান্তনীরবতার মাঝে অবসন্ন মলিন শেষ তারাটির প্রাণস্পন্দন ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে। চোখে তা'র শেষ-নিমেষ করুণ হ'য়ে আসছে। অপস্রিয়মাণা রজনীর মন্থরতা ব্যর্থ ক'রে, তার স্নেহাবরণ ভেদ ক'রে, নিষ্ঠুর প্রভাতরশ্মি তা'র রক্তলোলুপ রসনা-দশনাবলী তখনও পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করেনি। এমন সময় কারাগারের সান্ত্রীদের পদক্ষেপ-ধ্বনি সুদূর হ'তে অদূরে স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল। কারাগারের লৌহকপাটের উপর লৌহের মত কঠিন করাঘাত শোনা গেল। ফাঁসির মঞ্চে নরমেধের আয়োজন প্রস্তুত। বাংলার বীর সন্তান প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। দীনেশ প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে তা'র অনমনীয় শির, জননী জন্মভূমির দক্ষিণহস্তে মূর্দ্ধাভিষেক লাভ ক'রে, তাঁর বেদীর তলে লুটিয়ে দেবার জন্য সানন্দে মুহূর্ত্ত গণনা ক'চ্ছিল। হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হ'ল।

দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র

রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষগুলির অভ্যন্তর হ'তে যজ্ঞাহুতির মন্ত্রপাঠের মত, দেশমাতৃকার নান্দীবাচনের মত, দেশভক্তের জয়ধ্বনির মত, ধ্বনি উঠ্‌ল "বন্দেমাতরম্‌"।

প্রভাত-বিহঙ্গমের কলধ্বনি তা'র প্রতিধ্বনি তুললো। কিশোর বীর, উন্নত ললাটে, ধীর-পদক্ষেপে মঞ্চের উপর আরোহণ ক'রে, ফাঁসির দড়ি, পুষ্পমাল্যের মত, গলায় প'রলো।

৫ই জুলাই ১৯৩১, দীনেশ তাঁ'র মাকে যে শেষপত্রখানি লেখেন তা'র মর্ম্মাবলম্বনে এবং তা'রই উদ্দীপনায় কবিতাটি পরিকল্পিত।

মা, আসবে জানি কালকে ভোরে
তবুও মা আজকে তোরে
আগেই লিখে জানাই প্রাণের বেদনা,—
ওগো আমার মা গো মা!
(আমার) এই কথাটি মনে রেখো
আমার তরে কেঁদোনা।

এই যে পরের পদানত
দেশের ছেলে কত শত
শহীদ হ'ল এই ভারতে
তা'দের তরে কেঁদো মা,—
শুকিয়ে গেলে অশ্রুবারি
পাষাণে বুক বেঁধো মা।

ঠাকুর-ঘরে কাঁদছো প'ড়ে
হয়তো ক'রে প্রণতি
জানাও তাঁ'রে
বারে বারে
করুণ সুরে মিনতি :—
"প্রভু তোমার পাষাণ-হৃদয়,
কৃপার কণা নেই দয়াময়!
নইলে আমার দুধের ছেলে
বাঁচতে সে কি পারতো না?

পারতে না কি পুরাতে মা'র
মর্ম্ম-ছেঁড়া প্রার্থনা ?
কঠোর তুমি, কঠিন তুমি,
তোমার আসন টল্‌ল না,
(তাই) আমার হৃদয় চূর্ণ হ'ল
তোমার হৃদয় গ'ল্‌ল না।

বাছা আমার ব্যাধের ফাঁদে,
বজ্র হেন বাঁধন বাঁধে,
আমার হৃদয় আর্ত্তনাদে
বাছার আমার অস্থি চূর,—
তোমার কানে পৌঁছেনা কি
মিথ্যা কাঁদি হায় নিঠুর !"

'ভগবান',—কি ?—জানিনে মা
জানতে কভু পারবো না
বক্ষে হেঁটে তাঁর সমীপে
হাঁটে যেমন সরীসৃপে
কোমর-ভাঙা 'দ'-এর মত
ধূলায় মাথা পাতবো না,—
আর্ত্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে
কৃপার কণা চাইবো না।

কিন্তু তবু এই কথাটা
স্পষ্ট আমার মনে হয়
হয়তো বেঁধে বক্ষে কাঁটা
তোমার আমার কষ্ট হয়,—

স্থষ্টি তাঁহার দৃষ্টিভরা
সুশৃঙ্খলে বসুন্ধরা
চালন করি পালন করি
পিতার মত সর্ব্বদা
ঢালেন তাঁ'র স্নেহের ধারা
সিন্ধু হ'তে নর্ম্মদা।

বিচারে তাঁর চুলটি চেরা
ভুলটি নাহি এক তোলা
তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণের
নিত্যকালই দ্বার খোলা।

ইতিহাসের প্রতি পাতায়
লেখা চিরকালের খাতায়
পূর্ণ সে যে ন্যায়পরতায়
মানুষ তবু অন্ধ হায়!
লালন করে সাধের আশা,—
মন-দোলানো হিন্দোলায়।

'প্রাণ' সে তো তাঁর অনন্ত দান
নয়তো শ্বাসে নিশ্বাসে
নাকের হাওয়া ফুরিয়ে গেলেও
হারিওনা মা বিশ্বাসে।
তাঁহার পায়ে পাত্‌বো মাথা
সম্ভ্রমেতে নম্র শির,—
তাই ভালো যা' তাঁহার ভালো
বীরের মত ম'রবে বীর।

তিনি যা'রে পরান মালা
বিদ্যুতেরি বহ্নিতে
বজ্রাঘাতে বক্ষপাতে
হাস্যমুখে সঙ্গীতে।
দিন-দুনিয়ার মালিক তিনি
আমরা কি তাঁর জানি চিনি
দু'চার কড়ার বিকি-কিনি
এই তো করি রাত্রিদিন,—
সেই কানুনের কী জানি মা
চালান যা'তে ভুবন-তিন ?
মৃত্যুটারে মস্ত দেখি
সে-মৃত্যু তো সত্য না—
সে-মৃত্যু সে হ'বেই তবে
মরার ভয়ে মরবো না।
দুদিন শুধু বাঁচার তরে
খাঁচার ঘরে লোভ কিসে ?
মুক্তি লাগি সবার তরে
মরার পরে ক্ষোভ কিসে ?
মিথ্যা জুজু-বুড়ীর ভয়ে
ভয় তরাসে ড'রব না,
মরার ভয়ে জ্যান্তে মরে
ধর্ণা কারো ধ'রবো না।
মৃত্যু হাসে মিত্রসম
(ওই যে,—) আসছে যেন দস্যি সে,—
হাসছে মুখে অট্ট হাসি
রংটী কালো মিশ্‌মিশে।

তারিখ দিয়ে সমন দিয়ে
(আসছেনাতো পিছন দিয়ে
চোরের মত) এই জুলাইয়ে
আস্‌ছে সেতো সাতুই সে,—
কোল বাড়িয়ে আস্‌ছে সে মা
বলছে মুখে 'মাভৈঃ' সে।

ম'রবো যবে ত'রবো তবে
গর্ব্ব-ভরে কিসের ভয় ?
হয়তো মৃত্যু নয়তো মুক্তি
নয়তো মৃত্যু মানেই জয়।
নিত্য-কালের সেই কাহিনী
সেই তো দিল মন্ত্র-বল
গীতার বাণী সেই রাগিণী
গাইবে কবি-চারণ-দল।
মৃত্যু নাই,
মৃত্যু নাই—
অনন্ত এ চলার পথে
মধ্যে মাঝে নিদ্রা যাই,—
মৃত্যু আমায়
ঘুম সে পাড়ায়
মৃত্যু ঘুমের আপন ভাই
সঙ্কটেরি আবর্ত্তনে
নিঃশেষে প্রাণ-বিসর্জ্জনে
হাস্য করি আপন মনে
কই সে মৃত্যু কোথায় ভয় ?
এই জীবনের জয়-ধ্বনি
জীবন-পণে মৃত্যু-জয়।

মন্দিরের চাবী

তোমার বুকে দুধ খেয়েছি
তোমার হাতে ক্ষুদ কুঁড়া
ভয়কে আমি হারিয়েছি মা
হাড় যদি হয় হোক্ গুঁড়া।
দুর্গমেরি কান্তারে কি সঙ্গহারা প্রান্তরে
মৃত্যুরে কে চিনতো বল, মৃত্যুরে কে জানতো রে?

হাস্য দিয়ে জয় ক'রেছি
দৃষ্টি দিয়ে দিগ্বিজয়
হাস্য দিয়ে ময় ক'রেছি
মৃত্যু হ'ল হাস্যময়।
উড়িয়ে দিছি এক তুড়িতে ভানুমতীর মন্তরে
উর্দ্ধাকাশে প্রাণের পাখী মুক্তি-সুখে সন্তরে।

মৃত্যু যেন ক্লান্ত হ'লে
তোমার কোলে স্নেহের চুম,—
চলতে সেথা টলবো না মা!
পৌঁছে দেবো লম্বা ঘুম।
তুমি সেথায় যা'বে যবে
আমার সঙ্গে দেখা হ'বে
বলবে তবে :—"* ওরে 'নসু' !

রাত পোহালো দেখ্ চেয়ে,—
উদয় হ'ল বিভাবসু
ওরে নসু !
অরুণ আলো দেয় ছেয়ে।"

দেখবো চেয়ে নূতন রবি
নূতন স্বাধীনতার ছবি
নান্দী-গাথা চারণ-কবি
বৈতালিকে যায় গেয়ে,—
(আমার) ভুবন-মন-মোহিনী মা'র
রূপে ভুবন যায় ছেয়ে।

(তখন) মরা-ছেলের মায়ের দলে
সেই মায়েতে মিশবি তুই
'জয় মা' বলে ভূমণ্ডলে
(আমরা) কাঁপিয়ে দেবো আকাশ ভুঁই

(*'নসু' দীনেশের ডাক-নাম ছিল)

উপাধিমঙ্গল বনাম কণ্ঠরোধ

ওরে অশান্ত সন্তান দল
চুপ কর্ নির্ব্বোধ
রাজপুরুষের আদেশে দেশের
কণ্ঠ হ'য়েছে রোধ।
মুখটি বুজিয়া চুপটি করিয়া
বেচারী বাঙালী প্রাণমন দিয়া
পড় বারোমাস কর শুধু পাশ
ত্যজ দুর্জ্জয় ক্রোধ,—
গোলামী স্বর্গ গোলামী ধর্ম্ম
সেলামে নিমক শোধ।

(২)

ওরে উন্মাদ, রুদ্ধ বিষাদ
কণ্ঠে চাপিয়া রাখি
কেন নিঃশ্বাস উঠে উচ্ছ্বসি
গুমরিয়া থাকি থাকি ?
রাজ-সরকারে কত না আপিষ
তোদেরি লাগিয়া Loaves and fish
আছে বাছা বাছা গরীবের বাছা
বোঝালে বোঝোনা নিজে,-
যে যায় সে যাক্ তুই পড়ে থাক্
নিরীহ বিড়াল ভিজে !

(৩)

রোদনে কি ফল বিধাতা প্রবল
মনিবে মানিয়া নিয়া
মোটা তন্‌খায় যে ক'দিন যায়
বসিয়া খাইবি গিয়া ।
অন্তর্জ্জলী কাশীতে মৃত্যু !
মিছে অপঘাতে ফাঁসিতে মৃত্যু !
শ্রীঘরে শ্রীহীন দেশান্তরীণ
কালাপানি লঙ্ঘিয়া,
ওরে নাবালক ! পূজিবি পালকে
ভেট দিয়া ভোট দিয়া ।

(৪)

শান্তির পুরে 'গৌর বপু'রে
প্রভুরে ঠেকাও মাথা
শ্রীচরণ ছুঁয়ে ছপ্পরে শুয়ে
খোলো তেজারতি খাতা।
'চক্রবৃদ্ধি' চলে অবিরাম
বাঁশগাড়ী কর করহ নিলাম
প্রভুর কৃপায় যে যা' চাহে পায়
লক্ষ্মী দুয়ারে বাঁধা,—
কোরাণে পুরাণে যাহারে বাখানে
সে শুধু মনের ধাঁধা!

(৫)

ওরে অশান্ত সন্তান দল
চুপ কর নির্ব্বোধ
হঠতা পাসরি হঠযোগ করি
ফুটাও আত্মবোধ।
স্থির কুম্ভকে বাতাস ভরিয়া
চির সমাধির সুধায় মজিয়া
নির্ব্বিকল্পে প্রহার ভুলিয়া
চাহিবি না প্রতিশোধ,—
কলসীর কাণা? ও কথা বোলোনা
প্রেম দিলে হ'বে শোধ!

(৬)

জননীরে ভুলি বিমাতার বুলি
শিখেনে ভকতি-গাথা
রাজার মহলে অমাত্য-দলে
কিনেছে প্রজার মাথা
গাও বাহু তুলে প্রহরীর জয়
'তারক-ব্রহ্ম'-নাম আজি নয়
চণ্ডী ও গীতা পড়েছ নাকি তা ?
পুরাণো পুঁথির পাতা—
গাও 'God Save' 'God will Save'
আপদুদ্ধার-গাথা।

(৭)

ইহ পরকালে উপাধির মালা
বক্ষে ফুটিয়া রবে—
হয় তো বা 'স্যার' নহে 'মিষ্টার'
অমর হইবে ভবে।
'রাজা' কি 'দেওয়ান' 'খান্ বাহাদুর'
গালভরা নাম আহা কি মধুর
কেন মিছামিছি কোলাহল ছি-ছি—
কলহে কি ফল হবে ?
রাখিলে রহিবি, মারিলে মরিবি,
তরিবি সবান্ধবে।

(৮)

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে
প্রহরী চৌকিদার
হাতে তুলি লাঠি কহে পরিপাটি
সেই সে কর্ণধার।
করে ও কর্ণে কেশে ও গ্রীবায়
ধরিয়া যতনে যে-কথা শিখায়
তাই গাহ আজি মিছে গলাবাজি
কোরোনা বারংবার—
জ্ঞান-শলাকায় আঁখি সে ফুটায়
পরকালে করে পার।

(৯)

শাস্ত্রে বলিছে বলিতে সত্য
প্রিয় যদি হয় তবে—
অপ্রিয় কথা কেমনে ক'ব তা'
কখন কি জানি হ'বে?
হিত মনোহারী দুর্ল্লভ ভাষা—
বাছিয়া বাছিয়া ক'বে খাসা খাসা
প্রভুরে ভজিলে ফাটিবে না পিলে
ছেলেপিলে সুখে র'বে
শিষ্ট হইয়া মিষ্ট কহিলে
ইষ্ট সফল হবে।

(১০)

কেশে ধরি কে সে ক'রেছে প্রহার
নাজানি কাহার দোষে ?
চরণে নাজানি লেগেছে কতনা
প্রহার করিয়া রোষে !
মেরেছে যাহারে দোষ তো তাহারি
নির্দ্দোষে কেবা মারে বলিহারি !
বুদ্ধি বিচার ক'ব কিবা আর
ভুগিছে কপাল-দোষে—
শিক্ষার তরে শিক্ষকে মারে
তবু মরে আফ্‌শোষে !

(১১)

হিজ্‌লির জেলে পিলেরোগা ছেলে
ম'রেছে ক'জন মোটে—
সাতকোটি লোক মিছে করে শোক
কেন চোখ নাহি ফোটে ?
মিছে সংসারে এই শুধু সার
যাওয়া আর আসা জীবনে ছ'বার
চক্ষু মুদিলে সকলি আঁধার
তবু কেন মাথা কোটে ?
সব শোকনাশা বেদান্ত খাসা
ভারতের মাঠে গোঠে !

(১২)

বছর বছর প্রতি ঘর ঘর
শিশু নারী নর মরে
মন্বন্তরে অন্ন মেলেনা—
দুধ মেলে কা'র ঘরে ?
ক্ষুধিত পীড়িত পরমায়ু যেথা
তেইশ বছর গড়ে মোট সেথা
মরিয়াছে যা'রা বৃদ্ধ তাহারা
কেন তাহাদের পরে,—
নয়নের জল ঢালিস বিফল
চিতার ভস্মপরে ?

(১৩)

গৃহে রাস্তায় শোভা-যাত্রায়
গাহ গান প্রাণ পূরে
খেল 'পিং-পং' অথবা 'কেরম্'
বৈঠকখানা জুড়ে।
সতরঞ্চে ও তাসে ও পাশায়
স্ফূর্ত্তি করিয়া যে ক'দিন যায়
তাহাই সফল প্রাণখুলে বল্ :—
'হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে'-
গাহ, 'জয় জয় ব্রিটিশের জয়',—
কণ্ঠ মিলায়ে সুরে।

(১৪)

যত অকথ্য পাপ সিডিশন্
যত নিষিদ্ধ বুলি
বর্ব্বরোচিত মোটা কুৎসিত
খদ্দর-পরা কুলি !
'রুল্ ব্রিটানিয়া',—রুলের গুঁতায়
জাল বুনি বুনি রেশ্‌মি সুতায়
গলে 'টাই' দিয়া 'সুট্' পরাইয়া
হাত ধ'রে লও তুলি,—
চশমা ও ছড়ি হাতে হাতঘড়ি
মুখে 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বুলি !

(১৫)

গৃহে বসে সুখে হাসিহাসি-মুখে
মুখ-নলে দিয়া টান
মজলিসে ব'সে চালাও জোরসে
যত 'ধূম' তত 'পান' ।
'রুল্ ব্রিটানিয়া'—'অক্‌শন্ ব্রিজে'
ক্রিকেটে টেনিসে ফুটবলে ভিজে
রেলগাড়ী চ'ড়ে জাহাজে মোটরে
চালাও বিজয়-গান,—
জয় ইংরাজ ! ভারতের আজ
হরিয়া ল'য়েছ প্রাণ !

———

আন্দামান

আন্দামান, আন্দামান !
ভারত তোমারে করিল দান,—
আদরে লালিত স্নেহের তুলাল
হিমগিরি-সম উন্নত-ভাল
অসিদ্ধার্থ ব্যর্থ জীবন—
অখ্যাতনামা পরম প্রাণ,—
ভারত-মাতার কারা-সূতিকার
ধাত্রী তুমি মা বিগুমান।

মায়ের অধিক দিলে ভালোবাসা
পূত পরম স্নেহ—
মরণ-শয়নে শেষযাত্রায়
যাহারা ঢালিল দেহ ;—
তাহাদেরে তুমি বক্ষে তুলিয়া
চুম্বিলে চাঁদমুখ
অন্তিম-ক্ষণে মহামুহূর্ত্তে
ভুলা'লে সকল তুখ।

আন্দামান ! আন্দামান !
তোমার বক্ষে উদীয়মান
নব-জীবনের দীপ্ত তপন
জাগাল সুপ্তিমগন প্রাণ
ভারত মাতার অষ্টম শিশু
শৃঙ্খল হ'তে করিতে ত্রাণ।

উদিল যে-শিশু অন্ধ কারায়
মুক্তির টীকা পরিয়া ভালে
মুক্তির 'গীতা' গাহিল জগতে
জনম লভিয়া বন্দিশালে।

চক্রে তাহার ত্রিজগৎ ঘোরে
সূর্য্যচন্দ্র হাতের ভাঁটা
গিরিদরী তা'রে রুখিতে কি পারে
মত্তহাতীরে পদ্মকাঁটা ?

'দ্বীপান্তরের বাঁশী'ও বাজিল
ধ্বনিল 'দ্বীপান্তরের কথা'
যাহারা শুনিল তাহারা জানিল
বুঝিল তোমার বুকের ব্যথা।

বাংলা-মায়ের কোলের তুলাল—
পালিত শ্যামল বক্ষপুটে
স্নেহ-বুভুক্ষু নির্ব্বাসিতেরা
অঙ্গে তোমার কাঁদিয়া লুটে।

ভারত তোমারে তুটী করে ধ'রে
পালন করিতে তা'দেরে দিল
মৃত-বৎসা যে জননী আমার,
তাইতে তোমারে সমর্পিল।

হায়রে ভাগ্য ! হায়রে বিধাতা !
ছিনায়ে তা'দেরে বক্ষ হ'তে
ছিন্ন-কুসুম কণ্ঠমালার
দলিত করিল চক্রপথে !

মুক্তির শিশু মুক্তি-দিশারী
মৃত্যুর ছলে মুক্তি নিল
'হয়তো মৃত্যু,—নয়তো মুক্তি'
এ-মহামন্ত্র তা'রাই দিল।

কোথা 'মহাবীর' কেশরি-সমান
'শ্রীমানকৃষ্ণ নম দাসে'রা
কোথায় 'মোহিত মোহন মৈত্র' ?
শহীদ-শ্রেষ্ঠ বীরের সেরা।

চোখের সলিলে অভাগী মাতার
কত নদীনদ পড়িল ঝরি—
এই ভারতের অঝোর অশ্রু
রহিল ভারত-সাগর ভরি।

কোথা সেই দেশ,—কোথা হৃষীকেশ,—
কোথায় মৃতের সঞ্জীবনী,—
জীবন্মৃতেরে জাগায়ে তুলিবে
কোথা সে-পাঞ্চজন্য-ধ্বনি ?

আন্দামান ! আন্দামান !
ধাত্রীপান্না সমান প্রাণ—
জানি জানি তব বক্ষের ক্ষীর
বঞ্চিয়া নিজ বুকের বাছা
ভারত-মাতার স্নেহ-মমতার
পালন করিছ কচি ও কাঁচা ।

আন্দামান ! আন্দামান !
তুমিই শিখালে সংযম-সীমা
মুক্তি-মহিমা করিলে গান ।

আজিও যাহারা মরেনি তাহারা
তোমার বক্ষ-পরশ পেলে—
জাগিয়া উঠিবে উঠিয়া কহিবে
"জাগো ভারতের সকল ছেলে ।"

মরিবে যে-জন অমর হবে
আবার ভারতে জনম লবে
আবার জগতে, জানাবে ভারতে
নূতন সূর্য্য উদয় হোলো,—
তাদের প্রতিটি শোণিত-কণায়
বৈরি-বিজয়-বাসনা ঘনায়
নূতন শক্তি নব কামনায়
মুক্তি-সাধনা গড়িয়া তোলো—
জীবনে মরণে ভেদ নাহি আজি
জীবন্মৃতের বাঁধন খোলো ।

আন্দামান! আন্দামান!
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ কবির
বারণ তবুও মানে না প্রাণ।

তোমার ললাটে বিজয়-তিলক
দোলে এলোকেশ চূর্ণ অলক
তোমার হস্তে কৌমী নিশান
নেতাজী সুভাষ করিল দান—
বিপ্লবী বীর তনয়া-তনয়—
দেশের দুঃখ মাথা পাতি লয়
বাংলা মায়ের বুক-চেরা ধন
তোমারে করিল সম্প্রদান।

আন্দামান! আন্দামান!
ভারত স্বাধীন গাহি 'জয়হিন্দ'
তাই গাহি 'জয় আন্দামান'।

ন্যায় ও শক্তি

ন্যায্য-অধিকার মিছে, তা'র পিছে না রহিলে বল
শক্তি সুবিচার বিনা অত্যাচারে হয় সে বিকল।
অবলার অশ্রু বল, দুর্ব্বলের অনুনয় সার,
ন্যায়বান বীর্য্যবান, অর্জ্জে নিজ ন্যায্য-অধিকার।

বিচারক

ন্যায়বান বিচারক আইনের ভাঙে বিষ-দাঁত
বিষধর সর্পসম আইনেরে হেলায় খেলায়,—
আপামর সাধারণে বিচারে না করে পক্ষপাত
ন্যায়-তুলাদণ্ডধর নিরপেক্ষ সবার বেলায়।

দুই চোখে, দুই কানে, একাগ্র অন্তরে দেখে শোনে
সর্ব্ববিধ প্রমাণে সে সাবধানে সংখ্যা করি গোণে
বিবেকের স্বচ্ছ কাঁচে, করুণার স্নিগ্ধ লেপ দিয়া,—
রাহুগ্রস্ত সূর্য্যপানে প্রণিধান করে সে চাহিয়া।

অনুদ্বেল অচঞ্চল চিত্তে তা'র সত্য দেয় ধরা
চক্ষু তা'র তন্দ্রাহীন দেয় সদা সত্যেরে প্রহরা।

মুক্তির মূল্য

"তুমি কি দিয়েছ বন্ধু, কী ব্যথা স'য়েছ,
দেশের মুক্তির লাগি হৃদয়ে ব'য়েছ
কোন্ অত্যাচার ?—কহ।"
"কারাগারে মোরে,
নির্ব্বিচারে রুদ্ধ করি দশবর্ষ ধ'রে,
নির্য্যাতিত দিনমান বিনিদ্র রজনী
উদ্বেগ যন্ত্রণা পূর্ণ উদ্বেল ধমনী
দিল যে দুঃসহ কষ্ট,—আমি দিনু তাঁরে,
নতশিরে নিবেদিয়া দেশ-মাতৃকারে
চুম্বি' পদধূলি তাঁর।"

"তুমি কিবা দিলে ?"

"মৃত্যুদণ্ড বিনিময়ে মৃত্যু তিলে তিলে
দ্বাদশ বৎসর ভরি দিনরাত্রি ধরি
যা' স'য়েছি দিনু তাই নিবেদন করি,
মাতারে ব্যথার পূজা।"

কহ নারী তুমি—"

"পূর্ণ গৃহ শূন্য মোর আজি মরুভূমি,
সকল সুখের স্বপ্ন করি খান খান,
কারাগারে অত্যাচারে পতি দিল প্রাণ,
অনন্যসুলভ পথে পরিত্রাণ লভি,
অপঘাতে মৃত্যু বরি'।

সেই যজ্ঞহবি
সে-ভস্মে তিলক পরি' মলিন-ললাটে,
মুছিয়া সিন্দূর বিন্দু আয়ুষ্কাল কাটে
বক্ষে বহ্নিশিখা জ্বালি,—তাই দিনু ধরি
জননীর পদে মোর করপুট ভরি
উত্তপ্ত অশ্রুর অর্ঘ্য।"

পরে পক্ককেশ
বৃদ্ধেরে শুধাই ডেকে সকলের শেষ
কি দিয়াছে জননীরে।

বৃদ্ধ কহে ধীরে,—
সাগরের মত স্বর, জলদ-গম্ভীরে,—
"কন্যা গেল জেলে, জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বীপান্তরে,
আগ্নেয়গিরির মত জ্বলন্ত অন্তরে,

কনিষ্ঠে বিদায় দিছি, সে দিয়াছে প্রাণ,
রক্তে রাঙাইয়া মাটি,—তাই মোর দান
জননীর পদতলে।   রক্ত জবাফুল
দেশমাতৃকার পদে আরো সে রাতুল
করিল অলক্ত-রাগে। হাসিতে হাসিতে
প্রাণ দিল বাছা মোর দেশের মাটিতে
জাতীয় পতাকা ধরি'।
নেতাজীর জয়!
মুক্তি কিম্বা মৃত্যু চাই! জয়-হিন্দ্-জয়!
জিন্দাবাদ হিন্দ্ ফৌজ আজাদী ভারতে
এই মহানগরীর পরতে পরতে
মুখরিল জয়ধ্বনি।   যুবকে বালকে
রামেশ্বর আদি বীর আঁখির পলকে
একসাথে দিল প্রাণ, একবিংশ দিনে,
নভেম্বর সন্ধ্যাকালে।
হিংসালেশ-হীনে,
জিঘাংসার নরমেধ নৃশংস নিষ্ঠুর
সশস্ত্র সান্ত্রীর দল বিক্রম প্রচুর
দেখালো নিরস্ত্র জনে!
কিন্তু শোনো বলি,—
—'কিন্তু' কেন কহে বৃদ্ধ শুনি কৌতূহলী
বৃদ্ধ কহে:—'তোমাদের স্মরণের মত,
আমি কিছু করি নাই,—করিয়াছি যত
পুঞ্জীভূত অভিমানে তুঙ্গ অহঙ্কার
আপনার দেশভক্তি বলিয়া প্রচার
ক'রেছি নির্লজ্জ ভানে!

আজি মনে হয়
এত বৃদ্ধ হইলাম তবু পরিচয়
হ'ল না নিজের সনে। লজ্জা বাসি তাই
সেই অভিমান বলি দিতে পারি নাই
'জয়তু জননী',—বলি। পূজিয়াছি হায়!
আত্মপ্রবঞ্চনা করি,' শুধু আপনায়
দেশের পূজার নামে। তাই বলি ভাই
কি সহেছ কি ক'রেছ, শুনিতে না চাই
সেকথা রেখোনা মনে। রেখো শুধু মনে
করিতে পারনি যাহা আত্ম-নিয়োজনে
রাখিও উৎকীর্ণ করি হৃদয়ের পটে
বোলো প্রতিজনে তাহা অতি অকপটে
দেশের মুক্তির তরে। অহমহমিকা
তাহাই সর্ব্বস্ব মানি, তাহারি ভূমিকা—
ক'রেছি সেবার নামে।—সেবা আপনারি
ক'রেছি দেশের নামে; অনুতাপে তা'রি
আজি তোমাদেরে কহি :—এ-শিক্ষা শিখিও
জীবন-সর্ব্বস্ব-পণে সর্ব্বস্বই দিও,
স্বদেশ স্বাধীন হ'বে সেই প্রয়োজনে,—
নহে নাহি নাহি ফল অরণ্যে রোদনে?
হয় সব কিছু,—নয় নাহি চায় মাতা
কোনো কিছু,—হে সুবিধাবাদী পরিত্রাতা!
একথা রাখিও মনে,—গাঁথি আমরণ,—
কার্পণ্যে কখনো জয় নহে মুক্তিরণ।

"মুক্তি কমল করে ফুটি ফুটি"

ভারতের ধন ভারতের ধারা ভারতের অবদান
তরাজু তৌলে লঘু নিঃসার ভুলেও ভেবোনা যেন
সুপ্তোত্থিত উদ্যত আজি ভারতের সন্তান
এক-মনপ্রাণ এক-ভগবান অক্ষম হ'বে কেন ?

'সুপ্রভাতে'ই পর্য্যবসিত সুস্মিত ব্যবহার
'ধন্যবাদ' আর 'দুঃখিত' বলে কেন যে বুঝিতে নারি!
বহিশ্ছদের ছদ্মবিলাস দ্বৈত কপটাচার
ধরায় শরায় একই প্রকার,—দম্ভের ধ্বজাধারী !

শঙ্খ-বলয় পীত-সূত্রের আয়তি চিহ্ন ধরি'
পত্নী, পতির আহ্নিক পূজা, সাজাইত সযতনে
স্বর্ণ ত্যজিয়া পর্ণকুটীরে পোহাইত শর্ব্বরী
অমৃতের ধ্যান শ্রুতি প্রজ্ঞান নিদিধ্যাসন সনে।

সেই ভারতের অহিংসা প্রেম অস্তেয়-বাদ পরে
পাশ্চাত্ত্যের সাধনালব্ধ যন্ত্র বিভূতি রাজি
উষ্মা রশ্মি গতি বিদ্যুৎ শক্তি-সাধনা ক'রে
অষ্টনায়িকা-সিদ্ধি-কবচ ভারত পরিবে আজি।

পূর্ব্বের রবি আজি পশ্চিম-গগনে প'ড়েছে ঢলি'
এমনি চক্রনেমি-ক্রমণ চলিয়াছে কালে কালে
গ্রীসীয় রোমক মিসর আরব আর্য্যাবর্ত্তে ছলি'
শ্বেতদ্বীপেরে বিজয়-মাল্য আজিকে পরালো ভালে।

পলাশী সেদিন পলাশ-রক্ত বরণ বস্ত্র পরি'
রণ-ভৈরবী ত্রিশূল ত্যজিয়া হইল বৈরাগিণী
ধিক্কার করি নিজ গর্ভজে বিদেশী বণিকে ধরি'
দিল দাসখৎ নিল দাসীত্ব অবিজিত বন্দিনী !

শতেক বরষ ঘুমায়ে অবশে কুম্ভকর্ণ সম
দিনেকের তরে জাগিয়া মরিল হঠকৃত বিদ্রোহে
সিপাহী-যুদ্ধে সিপাহীরা মরে আবার আবরে তমঃ
আবার ভারতে কেরাণী গোলামে সেলামে প্রভুরে দোঁহে ।

গত শতার্দ্ধ-বরষে ঘড়ির আবার ঘুরিল কাঁটা
কমলের মত সলিল-শয়নে শিশির সহেনা তবু !
দারু-বিগ্রহে ঘুণ ধরিয়াছে ভক্তি-জোয়ারে ভাঁটা
দাস ফিরে চায় দাসখৎখানি ইস্তফা নিক্ প্রভু ।

ম্রিয়মাণ শশী গ্রহণ-মসীর ম্রক্ষণে নিষ্প্রভ
ফুটে শুকতারা পূর্ব্ব গগনে অরুণিমা সঞ্চারে
রক্ত-তিলক শক্ত-বক্ষ যেন নাহি হয় দ্রব
জয়লাভ কর ,প্রাণপণ করি', জননীর উদ্ধারে ।

ম্লেচ্ছ-কাফের বাংলা মায়ের অভিমানী দুই ছেলে
দলিত পীড়িত মায়েরে দেখিয়া ওই দেখ ছুটে আসে
মুক্তি-কমল করে ফুটি ফুটি জলে হিল্লোল খেলে
ধ্বনিছে তূর্য্য উদিছে সূর্য্য স্বর্গে দেবতা হাসে ।

পল্লী

নিঝুম নিশুতি রাত্রি স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
অর্দ্ধশশিকলা ম্লান মেঘাবগুণ্ঠিত,
ঐকতান ধরে ধরা রাত্রি ঝাঁ-ঝাঁ করে
ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিল্লীদল অতি অকুণ্ঠিত।

সুদূরে মাদল বাজে দ্রাং দ্রিমিকি মিকি
চমকি জাগিয়া উঠি ঝটিকা নিঃস্বনে,
আলেয়ার অগ্নিমুখ জ্বলে ধিকি-ধিকি
সাঁওতালী বাঁশী বাজে প্রমত্ত নর্ত্তনে।

রূক্ষকায়া খর্জ্জুরীর প্রেতিনীর প্রায়
আলুল কুন্তলগুচ্ছ দোলায় সমীর
না-মিটিতে মনঃসাধ নৃত্যে থমকায়
কুল্যকন্দ কঙ্কালিনী কণ্টকিত শির!

অদূরে দাদুরী ডাকে দূরে যামঘোষ
পেচক ঘুৎকার করে অলিন্দ-কোটরে,
বাদুড় দম্পতি দোলে পরম সন্তোষ
গৃহশীর্ষ কাষ্ঠ হ'তে সানন্দ অন্তরে।

মূষিক চষিয়া ফিরে মার্জ্জার ঘুমায়
সারমেয় করে রব চন্দ্রপানে চাহি',
মুক্তদ্বার গৃহে দুঃখী সুখে নিদ্রা যায়
দ্বাররুদ্ধ শেঠজীর চোখে নিদ্রা নাহি।

পারিজাত-পরশনে মৃতা ইন্দুমতী
পাশ্চাত্ত্য প্রভায় পল্লী হ'ল দৃষ্টিহারা,
পেচকে প্রতিভূ রাখি আধুনিক-মতি
কমলা প্রোষিতা পল্লী হ'ল লক্ষ্মীছাড়া।

ধনী ও দরিদ্র

স্থবর্ণ চমস মুখে স্থস্বাদু পিষ্টক সুরভিত
কুবেরের বরপুত্র দুগ্ধফেন-শয়নে শয়ান,
স্থকোমল বরবপু স্মরশরে করে জর্জ্জরিত
অমৃতসরসী-মুখে ইন্দীবর-নিন্দিত-নয়ান।
দরিদ্রা দোহদবতী জননীর 'সাধ' নাহি মিটে
সন্তানেরা খায় অন্ন পায় যদি শালপত্র থালে
ভূ-শয্যায় দৃঢ়বপু মস্তকেরে ন্যস্ত করি ইঁটে
জেগে উঠে গিরি টুটে ভাগীরথী কেটে আনে খালে।

অভিজাত

তুমি যেন পূর্ণচন্দ্র আপনার কলঙ্কে গর্বিত
প্রাসাদ মালঞ্চ কুঞ্জ তরুলতা ফুলে ফলে ভরি'
স্বভাব কুলীন জাতি অকুলীনে এড়াতে চেষ্টিত
কালোরে ছুঁইলে পাছে কালো হয় অঙ্গের উত্তরী।
অমানুষে পূজা করে, মানুষেও স্তুতি করে কত,
অহেতুক অভিমান যত বাড়ে তত হও ছোটো
উপাধি-শৃঙ্খল পরি' দোলা আর ছোলাতেই রত
অনুপার্জ্জিতের ভোগে ভাগ্যযোগে লক্ষ মজা লোটো।
আপাদমস্তকে তব গৌরব বাড়ায় বেশভূষা
উৎকর্ষে উৎসাহহীন স্থবিনম্র ন্যাকামির গুরু
সম্ভ্রান্ত সম্যগ্ভ্রান্ত, পদাশ্রিতে পদাঘাত ঘুঁষা
মারো আর মনে কর ঠিক কর (!) হে কুঞ্চিত-ভুরু!
পাষাণ-মন্দির-মাঝে বিরাজিছ বিরক্ত-দেবতা
রঙ্ করা পুতুলের মুখে সদা ঢঙ্ করা কথা!

অভিজাতের দুঃখ

দেখতে ভালো সবই তোমার
শুনতে ভালোও আছে
বলতে ভালো, বলি তোমার
গল্প সবার কাছে।

আসল ভালো দেহের মনের
স্বাস্থ্য শান্তি সার
হারিয়ে গেল কোথায় মশাই
খোঁজ পেলে কি তা'র ?

আপনি তুমি শিরঃপীড়ায়
মাথায় দিলে হাত
গিন্নী মাতা বাতের রোগী
চলচ্ছক্তিহীন
রং ফ্যাকাসে কেবল কাসে
পেটরোগা সে ধাত
সুশ্রী কন্যা শিক্ষাধন্যা
অস্থি মজ্জা ক্ষীণ।

পুত্র হয়তো চিত্রছায়ায়
তারার পানে চায়
বুকের পাঁজর টেনে টেনে
কেবল ফেলে শ্বাস,—
কন্যা হয়তো নৃত্যকলায়
কলার কাঁদি খায়
দেয়না সন্ধ্যা স্বেচ্ছাবন্ধ্যা
সন্ধ্যা হলেই তাস।

*   *   *

অনেক ধনে ধনী তুমি
তবু অনেক দুখ
হয়তো ধন্য মানো তা'রে
পেট ভরেনা যা'র,—
কান্না চাপা শ্বাসে তোমার
নিত্য ফাটে বুক
পাথর কেটে একঘুমে রাত
হয়তো কাটে তা'র।

হাসি-কান্না

হাস্‌বে যদি শুভ্র হাসি,—
যূথীর রাশি,—শিশুর মত
সবাই হেসে উঠবে সাথে
হাস্য দেখে হাস্‌তে রত।

কান্না যদি বক্ষ টুটে
অশ্রু উঠে উথলে চোখে,—
তাহার সাথী কেউ মেলেনা
একলা কাঁদো নিজের শোকে।

কান্না মেলে মণ দরুণে
সুখ মেলেনা তা'ও তো জানো
দুখের পরে সুখের হাসি
মাঘের মেঘে রোদ পোহানো।

ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম

জরথুস্ত্র ও খৃষ্ট মহম্মদের চরণে জানাই নতি
হিন্দুর একাদশাবতারেও অচলা আমার রহুক মতি
এক প্রার্থনা সকল ধর্ম্মে, এক ঈশ্বরে ভজহ ভাই,—
ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম লুপ্ত হইলে বাঁচিয়া যাই।

কোথা ঈশ্বর সবার স্রষ্টা? সবার দ্রষ্টা দৃষ্টি তাঁর?
কোথায় সমাজ, প্রার্থনা কোথা, পশুর জীবন বোঝার ভার!
বোর্খা পরিয়া ঘোমটা টানিয়া রমণী ঢেকেছে দৃষ্টি তাই
কাটাকাটি করি মরিছে মানুষ আজিকে ধর্ম্ম কোথাও নাই।

হিন্দু নাহিক নাহি খৃষ্টান মানেনা ধর্ম্ম কেহই কোনো
সবার দুয়ারে ধর্ণা ধরিয়া মিনতি আমার জানাই শোনো
কাহারো ধর্ম্ম ধরেনা কা'রেও পাপাচরণেও দেয়না বাধা
এক ঈশ্বর সবার ধর্ম্মে না হ'লে ধর্ম্ম মনের ধাঁধা।

খুনে খুনে আজ লাল হ'য়ে গেল ভূগোলে বহিল রক্তনদী
মরিয়া মারিয়া কৃতকৃতার্থ সার্থকতার চরম যদি
আঘাতের পরে করে প্রতিঘাত নখরে দশনে পশুর দ্বেষ
সবার ধর্ম্ম শবের ধর্ম্ম মানব-ধর্ম্ম হ'য়েছে শেষ!

আবোধনী

জননী তোমার চরণচিহ্ন লালিত চিত্তপুটে
কোকনদ দুটি করে ফুটি ফুটি তবুও কেননা ফুটে ?
ভরা দীঘিজল করে টলমল যুগ্ম কমল ধরি
তুমি এস ওই চরণ দুখানি রাখিয়া তাহার 'পরি।

মুকুতা-শিশিরে শেফালির শিরে স্বর্ণকিরণ ঝরে
গন্ধ কুসুম চুয়া কুঙ্কুম সমাহৃত সমাদরে,—
অতসী কুসুম বিল্ব কদলী মঙ্গল ঘটে পটে
জননী তোমার আহ্বান-বাণী দিকে দিকে আজি রটে।

পূর্ণ হ'য়েছে নদীর কিনার সবুজ শষ্পদলে
চোখে চোখে জল করে ছল ছল মাঠে মাঠে সোনা ফলে,—
জননী-পূজার শুভ সম্ভার শুক্লা সপ্তমীতে
ক্ষুধিত-তৃষিত-পীড়িত ধরণী এস মা শান্তি দিতে।

হিন্দু-মুসলমান

ভক্ত সাধু মহাজন রামদাস স্বামী
স্বহস্তে দুহিয়া দুগ্ধ দেন পাঠাইয়া,—
ফকির হাফিজ পার্শ্বে পরিচয়কামী
শ্রদ্ধান্বিত পার্শ্বচরে পরামর্শ দিয়া।

ফকির মধুর হেসে অর্দ্ধেক রাখিয়া
অবশিষ্ট অর্দ্ধদুগ্ধ দেন পুন তা'য়,—
দুগ্ধোপরি গোলাপের পত্র বিছাইয়া
সুরভি ভরিয়া দুগ্ধে হাস্য-সুষমায়।

মিট-মাট

পাড়া গাঁয়ে ঘর, বাড়ী পর পর, লাগালাগি ছাঁচে ছাঁচে
আড়ি না পাতিয়া বাড়ীতে বসিয়া শুনিলাম অতি কাছে,—
হিন্দুর বধূ দেখা'তে এনেছে মুসলমানের বাড়ী
পুরাণো কলহ করি মিট্‌মাট্ মিটায়ে পুরাণো আড়ি :—

"চাচী আছো ঘরে ? ভাতিজা-বধুরে দেখা'তে এলাম নিয়ে
শুধু দেখাবোনা কি দেবে তা' বল, দেখিবে তা'রে কি দিয়ে ?
সবাই এল মা তোমরা এলেনা এলনা রহিমা দাদী,—
উৎসব সব পণ্ড হ'ল মা খুসিতে হ'ল না সাদি।

একসাথে মাঠে যবে ধান কাটে বাবাতে চাচাতে মিলে
হ'য়েছিল নাকি কথা কাটাকাটি ত্ব'জনে মিঞার বিলে,
বাবাও স্বর্গে চাচা বেহেস্তে নাজেল কালের ক্রমে
তুমি আমি তা'র জের টানি আর কেন মা মনের ভ্রমে ?"

"এস বাবাজান" চাচী হেসে কয় "এস মা নূতন বহু"
দরগা ধরেছি মানৎ মেনেছি তোর লাগি বহু বহু।
এলাচের দানা, হাত পাখাখানা, রহিমা ! দেনা মা আনি
যাই যাই ক'রে, আন চান করে, কলেজার ঘরে প্রাণী।

যাইবার বাধা ঠেলিতে পারিনে আপন মনের গুণে
সব শোকতাপ, জল হ'ল বাপ ! তোর কথা শুনে শুনে।
তুই মা'র পেটে পূর্ণ ন' মাস পয়দা হ'বার আগে
বামুনে পুরুতে পণ্ডিতে মিলে ক'রেছিল হোমযাগে।

যাগডুমুরের কাঠ কেটেছিল নিজে হাতে তোর চাচা
আহা বাপধন, ভাবি সারাখন, ঘরে উঠে আয় বাছা !
ওমা ও রহিমা ! কোথা রহিলি মা ? বহুমা'রে নে মা তুলে
আমার সাদির গহনা চাঁদির সাজাইব জোড়া তুলে ।

পরাইয়া দিব আপনার হাতে সুর্‌মা টানিব চোখে
আজি শুভখনে এ পোড়া নয়নে কেন জল পড়ে শোকে ?
খোসবাই খিলি সেজে দে মা দুটো ভাইজী-ভৌজী যে রে
শির্নির চিনি সন্দেশ দে মা সরম ভরম ছেড়ে।"

* * *

একই অন্ন খেয়ে বাঁচে দোঁহে একই পানীয় পান
মারী-মন্বন্তরে মরে দোঁহে—হিন্দু-মুসলমান ।
খুনোখুনি করি ম'রেছে আবার মিলিতেছে খুনে খুনে
একই শোণিত হয় প্রবাহিত এ-মহামাটির গুণে ।

এ-মহাপূজার সন্ধিক্ষণে প্রার্থনা করি মাতা
তোমার কোলের সন্তানদের মিটাইয়া ছুতানাতা
এই ভারতের জনপদে পদে জনে জনে প্রাণে প্রাণে
মিলাইয়া দাও বক্ষে বক্ষে হিন্দু মুসলমানে।

প্রতিবেশী

"বাবা আবেদিন্ ঘরে নাই চাল
চালেও বিচালি নাই
দুখিনী নারীর হাত পাতিবার
তুমি ছাড়া নাহি ঠাঁই।
এক পালি চাল নাহিক হাঁড়িতে
ছেলে মেয়ে দুটো উপোসী বাড়ীতে
শত গিঁঠে বাঁধা মলিন সাড়ীতে
সরমে মরিয়া যাই,—
বাবা আবেদিন বামুনের মেয়ে
তিনকুলে কেহ নাই।"

"কেন কেন মাতা কেন আফ্‌সোস্
বাড়াও নিশাস্ ফেলে
তোমার বাবা যে আমার বাপের
চাচাতো ভায়ের ছেলে।
ও সাকিনা বিবি! ছাখো কে এসেছে
মাচুলি মাত্বর মোড়া কোথা গেছে
এরা কি সবাই ঘুমায়ে ম'রেছে
ছাখো চেয়ে চোখ মেলে
আনাজ আতপ যা আছে ভাঁড়ারে
হাঁড়ি খালি কর ঢেলে।

আমার ঘরেও বাড়ন্ত মাতা
রহিম আসেনি ঘরে
চাল বেচে আজ টাকা পাঠায়েছি
তা'রে আসিবার তরে।
তবু যাহা আছে তোমার আমার
হ'বে কয়দিন এই হাটবার
মোটা সাড়ী ক'টা আছে বেচিবার
সাতটাকা ঝরঝ'রে,—
ছেঁড়া সাড়ীখানা ছেড়ে দাও মাতা
মোটা সাড়ী খানা প'রে।

রাত পোহাইলে ছেয়ে দিব ঘর
নদীর চরের ঘাসে
খড় ফুরায়েছে আমারো ঘরে মা
হ'য়েছিল যাহা চাষে।
বলি তবু মাতা কেন বাসো লাজ
পানি-পড়া ঘরে ভিজিয়া কি কাজ?
ছেলে মেয়ে দুটো নিয়ে এস আজ
এই গরীবের বাসে,—
এ-ঘর থাকিতে বসিয়া ভিজিতে
চাহিস্ ভাদর মাসে?
মোর চোখে পানি আসে!"

এই কি স্বাধীনতা এই কি জয় ?

(মন্দাক্রান্তা)

বর্ষার বর্ষণ হ'য়েছে আজি শেষ শুভ্র অভ্রের মতই মেঘ
উর্দ্ধে মধ্যেও ছড়ায় চারিপাশ পায় না আশ্রয় না পায় বেগ।
সূর্য্যের রক্তেই রেঙেছে নীলাকাশ ধূম্র গৈরিক ধরার বাস
পৃথ্বীর গম্ভীর বদনে বেদনার মৌন চন্দ্রের মলিন হাস।

বিশ্বের নিঃস্বের নয়ন-জলে হায়! নগ্ন লজ্জায় হুয়েছে মুখ
বক্ষের পঞ্জর চোখেই গোণা যায় কাঁপছে থর্ থর্ কোমল বুক।
নির্ঝ'র ঝর্ঝ'র ঝরিছে অবিরল অশ্রু কজ্জল ধরার পর
সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিভেছে দিবালোক তন্দ্রা-বিহ্বল পাখীর স্বর।

ক্রন্দন ক্রন্দন, ঝরিছে দুনয়ন, অন্ন বস্ত্রের কিছুই নাই
দুঃস্থের দুঃখেই ধরণী পরিপূর ব্যর্থ নিস্ফল জীবনটাই।
স্বর্ণের দুগ্ধের জোয়ার গৃহে যার হায়রে! দুঃখের বুঝে কি সেই
সর্পের দন্তের বুঝে কি জ্বালা সেই বিচ্ছু-দংশন সহেনি যেই ?

বিদ্যুৎ খদ্যোত গৃহের আলো যা'র কিম্বা দীপ যা'র দিয়াশলাই
সূর্য্যের অস্তেই আলোক ডুবে যায় কিম্বা আলো দেয় তারকারাই।
বন্ধন-মুক্তির বৈজয়ন্তীর মিথ্যা আশা তা'র 'তেরঙ্গা'য়
চিন্তার চর্থায় ঘ্যানোর ঘ্যান্ সুর, চক্রে অশোকের কি আশা পায় ?

অস্ত্রের অগ্নির শিখায় পুড়ে বীর লজ্জা দিয়া ক্যাসাবিয়াঙ্কায়
পুত্রের কন্যার জীবিত সৎকার ক'রেই মরে তা'র পরে সে হায়!
মুক্তির স্বপ্নের সুখের মরীচির দগ্ধ মরুশিখা দেখাই সার
অন্ধের চক্ষের মণিটী নেই যা'র সুর্মা কজ্জলে কি হবে তা'র ?

বন্ধন বন্ধন বেঁধেছে মহাজন আঁতুড় ঘর থেকে সুদের দায়!
কান্নায় কান্নায় 'আর না ভগবান', কণ্ঠাগত প্রাণ বিদায় চায়।
মুক্তির সূর্য্যের আলো না ফুটিতেই প'ড়বে ঝ'রে যেই শেফালি ফুল
মধ্যাহ্নের পর হ'বে সে খরতর তাহারে তা'রপর বলাই ভুল।

কল্যাণ সন্দেশ, বুঝা'বে কা'রে দেশ, নাইক বংশের কেহই তা'র
স্বাস্থ্যের পথ্যের কি কাজ বিধানের পক্ষাঘাত হ'ল নিদানে যা'র?
দূর্ব্বার দুর্ব্বার বিনয়ে নত যেই নিত্য মস্তকে চরণ ছোঁয়
যাচ্ঞায় যাচ্ঞায় ভুলিয়া আপনায় শঙ্কা সংশয়ে সদাই নোয়।

বিহ্বল চঞ্চল নয়নে ঝরে জল বক্ষ সেই জলে ভিজেই রয়
চীৎকার ধিক্কার ক্ষুধিত হাহাকার "মুক্তি যাত্রার কি এই জয়?"
দর্শন বিজ্ঞান পুঁথির পড়া জ্ঞান তা'য়তো কল্যাণ কিছুই নাই
পল্লীর পল্লীর কুটীরে ঢালো প্রাণ ফুটুক চোখ কাণ সবার ভাই।
নিঃস্বের রিক্তের ক্ষুধিত পীড়িতের দুঃখ লাজ ভয় ঘুচায়ে দাও
'জয়হিন্দ্' 'জয়হিন্দ্' বিজয়ে জয়ী হিন্দ্ সে দিন 'জয় হিন্দ্' সবাই গাও!

করতালির পূজা

'কালী' ও নহে সে, 'করালী' নহে গো
- আমি করি করতালির পূজা
কখনো বা দেবী দশভুজা হ'ন
কখনো বা দশহাজার-ভুজা!
দুকথা বিনায়ে বলি মুখ ফুটে
যে-কথা সাজায়ে বলিতে পারি
যে-কথা কথার বিলাস-সজ্জা
করা দূরে থাক ভাবিতে নারি।

সকলে শুনিয়া বলে 'বাহা বাহা'!
কেহ বলে 'আহা, সাবাস্ তেরি!'
সকলের হাতে বাজে করতালি
আমার অহঙ্কারের ভেরী।

কখনো ছন্দে বন্দনা শুনি
দেবী প্রসন্না আমার প্রতি
দেবী করতালি প্রতি করতলে
লহেন আমার প্রণাম নতি।

যে-কথা আমার কাটে নাকো ধারে
তা'রে গুরুভার করিয়া তুলি
যে-কথা বলি তা যতই বোঝে না
তত সবে বলে বাহবা-বুলি!

রসগ্রাহীরা পায় তবু রস
ভাবগ্রাহীরা ভাবের ভাবী
গ্রাহকে অনুগ্রাহকেরা সবে
করতালি দেয় কি যেন ভাবি!

আমি শুধু ভাই যশের কাঙালী
কথা-কুসুমের মালা-গাঁথা মালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
চায় শুধু মোর প্রাণ,—
ফাঁকা আওয়াজের ফাঁকি সে-শাঁখের
ফাঁকি ধরা প'ড়ে,—তবু সেই ঢের
'বাহবা'—'সাবাস্'—এই বিশ্বের
পরম সম্প্রদান।

কোথায় বাগ্মী, 'সুরেন্দ্রনাথ',
'বিপিনচন্দ্র',—কোথায় গুণী ?
বিদ্যুদ্বাণা 'জিতেন্দ্রনাথ',
চলে ডাকগাড়ী কথায় শুনি !
যা'র কথা গাহে দ্বিজেন্দ্রলাল
আছে সাবধানী সে-'নন্দলাল'
নব বিশ্বের বিশ্বকর্ম্মা
কোথায় বিশ্বামিত্র মুনি ?
দেবি করতালি ! কহ মা শুনি।

তবু করতলে হানি করতল
যবে সবে বলে হাসি খলখল
'বহুৎ-আচ্ছা', কি 'সাবাস্' 'চিয়াস্'
'ব্রেভো' 'বেশ বেশ' কি 'বলিহারি !'
আমার বক্ষ দ্রুত চঞ্চল
গিরি হ'তে নির্ঝরিণী তরল
উদ্বেল করি চিত্ত আমায়
উন্মাদ করে আবেগে তা'রি।
বক্ষ বাঁধিয়া রহিতে নারি।

দেবি করতালি ! কর মা উপায়
করতালি শুনি যেন প্রাণ যায়
দিবসের শেষে হৃৎপদ্মের
পদ্মেরি মত পাপড়ি বুজে,—
একরার-নামা লহ এ-কবির
'সার' নাহি তাই দিনু শুধু 'শির'

এ-নরমেধের সন্ত রুধির
খড়্গে ও মুণ্ডে লহ মা বুঝে,—
বন্ধ্যার বুকে সন্তান-স্নেহ
বিমাতৃকেও বিমাতা পূজে !
আমিও তেমনি পূজি, হে জননি !
বুকে নাই স্নেহ মুখে সুবচনী
আমার ভকতি মুখরা সে অতি
সুবিধাবাদের ভনিতা করি !
আমি জানি তুমি খড়ের পুতুল
তুমি ভাবো আমি বোকা বিল্‌কুল্‌
তবুও অন্ধ ভিণ্ডাতে খন্দ
তোমারে ক'রেছি হাতের নড়ি !

নয়নে দেখি না দেবি করতালি !
কান পেতে থাকি শুনিব বলি
সেই ইঙ্গিতে সঙ্গীত বাঁধি
সেই তালে তাল রাখিয়া চলি ।

রাজনীতি হ'তে সমাজনীতিতে
শিক্ষায় ব্যবসায়েও তথা
অক্রোধ মোরা,—অসাধু হ'লেও
না যাই বাহবা না পাই যথা ।

পণ্ডিতজনে বোঝেনা মোদের
বোঝেনা বলেই ভ্রূকুটি হানে !
সাংবাদিকেরা চেনে আমাদের
আপনার জন বলিয়া মানে ।

সাহস

সাহস মানে ভাই ;—
বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়া
সাহস নহে ভাই।
বাহাদুরীর বাক্‌চাতুরী
ভীমের বক্তৃতায়
চমক লাগে শুন্‌তেও জাঁক্‌-
-জমক্‌ লাগে তা'য়--
কিন্তু সাহস বলি তা'রে
কার্য্য-পারদর্শিতারে
কাজের মুখে কয় যে কথা
মুখের কথা নয়—
জাঁক্‌ করিতে জাহির নিজের
লাজেই নত হয়।

দূরদর্শী গৃধ্রসম
আদর্শে হয় শ্রেষ্ঠতম
সঙ্কটে যা'র সদাই অগ্রগতি,—
পাহাড় যদি উপড়ে পড়ে
তবু না সংকল্প নড়ে
সাহসী হয়,—সেই সে' মহামতি।

করতালির উত্তেজনার
অপেক্ষা না সয়
করতলেই প্রাণটি রেখে
সাহস জেগে রয়।
ক্রোধের বশে নিধন করা
হিংসা প্রতিহিংসা করা
দুর্ব্বলেরে ঘায়েল করা
পশুত্বই কয়
সাহস তাহা নয়।

ভয়ার্ত্তেরি ভীতি হরে
শরণাগতে প্রীতি করে
আশ্রিতেরে রক্ষা তরে
উদ্যত সে রয়
আত্মবলি স্বার্থবলি যাহার পরিচয়
সাহস তাহা হয়।
কেহ বা প্রাণ বলিই দিলে
কেউ দিলে তা' তিলে তিলে
মৌন নীরব কর্ম্মে প্রাণের
পূর্ণাহুতি হয়।
যুদ্ধ ক'রে মৃত্যু বরে
সাহস আছে তায়
তবু,—সাহস নাহি—সহসা—
অবিমৃষ্যকারিতায়।
অন্যেরে জয় করার তরে
গর্ব্ব নাহি করে—
আপনারে জয় সবার আগে
অন্যেরে তা'র পরে।
সমরে জয় না হয় যদি
ভাগ্যে যদি সুখের নদী
ইচ্ছামত উথলে নাহি উঠে,—
যুদ্ধ করে পরাণপণে
সাহস সুপ্রসন্নমনে
পরাজয়েও হর্ষ নাহি টুটে
সুধীর হাসি অধরে তা'র
নিত্য রহে ফুটে।

কাজের সাজ

ইচ্ছা অবধি বাহু পসারিতে
নাগাল না মিলে যদি,—
কর-পল্লব যতদূর যায়—
ততদূর তদবধি,—
আল্‌তো পায়ের আঙুলের ভরে
দীর্ঘ করিয়া নিজ কলেবরে
প্রাংশুলভ্য প্রয়াসে পাড়িব
রসাল মধুর ফল
সুস্বাদু মঙ্গল।
আকাশ-কুসুমে নাহি কাজ
কিছু আজ
তাহার সিদ্ধি ততটুকু শুধু
যতটুকু সাধে কাজ।
ততটুকু মেঘ, যতটুকু দেয় জল
(শুধু)—যতটুকু দেয় মঙ্গল ফুল-ফল
ততোধিকে নাহি কাজ
হয়তো হানিবে বাজ!
ততটুকু ভূমি,—বাকি মরুভূমি ধু-ধু-
যতটুকু হ'তে খাদ্য-শস্য লাভ করে কৃষীবল
সুকোমল শাদ্বল।
সার্থক নদী নির্ঝর যদি
দেয় সে পানীয় জল
নির্ম্মল সুশীতল।

কাজের লাগিয়া ‘কাল’ না রাখিব—
‘ভাবী’র লাগিয়া ভাবিতে বাসিব লাজ
করিতে লাগিব—বর্ত্তমানের কাজ,—
ঘোড়ায় চড়িব
বল্গা ধরিব
আল্গা পোষাক কষিয়া পরিব—
মাথায় বাঁধিব তাজ।
যদি,—কাজ আছে হাতে
হাতে ধর হাতিয়ার
তা’রে—কল্পনা দিয়া
জল্পনা দিয়া—
পণ্ড ক’র না আর।

কার্য্য ও স্বভাব

যাহাই করিবে ভাবিয়া করিও
করিয়া ভাবনা মিছে—
আয়াসে যা’ কর,
অনায়াসে কর—
অভ্যাস-বশে পিছে।

আজিকার তুমি কর্ত্তা কাজের
কালিকার শোনো মর্ম্ম
করিয়াছো যাহা তোমারেই তাহা
ধরা’বে স্বভাব-ধর্ম্ম।

আজিকার তুমি মুখ্য মালিক
কালিকে তুমিই গৌণ
তরী ভেসে যা'বে মূর্খ নাবিক
তুমি চেয়ে র'বে মৌন!

তোমার কি ভাব কিসের অভাব
'স্বভাব' বোঝেনা তা'য় ?
আস্কারা পেলে মাথায় উঠিবে
খাস-খানসামা প্রায়!

'কার্য্য' হইবে 'স্বভাব' বন্ধু
ধার্য্য র'য়েছে ধরা
যাহা কর তাহা ভাবিয়া করিও
ক'রে মিছে ভেবে মরা!

আত্মৌপম্যে:

সবার পানে দৃষ্টি হানি যবে
বিচার করি সবার খুঁটিনাটি
কাহার চোখে তারার পরে তিল
গঠন কা'র নয়কো পরিপাটি।

তেমনি তা'রা আমায় যবে দেখে
তেমনিতর বিচার ক'রে ক'রে,—
নিজের পানে দেখিতে যেন পারি
তা'দের চোখে নিজের ত্রুটি ধ'রে।

আমি তা'দের যেমন ভাবি দেখে
তেমনি ভাবে তা'রাও দেখে মোরে
এই কথাটী প্রথম মনে রেখে
শয্যা ত্যজি নিত্য যেন ভোরে।

কাঁটার ব্যথা যেমন মোরে বেঁধে
পরের পায়ে বেঁধে তেমনি ক'রে
তাহার কাঁটা আপনি গিয়ে সেধে
যত্নে যেন বাহির করি ধ'রে।

ধ'রলে যেন ধরি নিজের দোষ
ক'রলে করি নিজের পরে রোষ।

ভূদান-ভিক্ষা

হে মোর বাংলা! সোনার বাংলা!
কোথায় চ'লেছো তুমি?
সুজলা সুফলা মখমলে ঢালা
সোনার জন্মভূমি—
আজি কি হ'য়েছো তুমি?

কোথা সেই রূপ শস্যশ্যামল
সোনার ফসল রূপে ঢলমল
এদিকে আঁধার, ওদিকে পাথার,
বন্যা ভাঙন ভয়
হেথা শৈবাল হোথা কণ্টক
পথে সঙ্কটময়।

ভূদান ভিক্ষা

ছিল একদিন, গিয়েছে সেদিন,
দুর্দ্দিন দেখি আগে
(তবু) মায়ের পূজার মঙ্গল ঘট
তোমারেই দিতে লাগে।
বাহুর শক্তি বক্ষের প্রাণ
ঘর্ম্ম অশ্রু শোণিতের দান
সঞ্চিত কণা যা' থাক না থাক
অর্জ্জন করি' আগে
দাও যাহা পারো,—ব্যথিতের ব্যথা
ব্যথিতেরি বুকে লাগে,—
চিরসুখী জন বুঝে কি কখনো
ব্যথা যে সহেনি আগে ?
দেশ তোমাদেরি শোনো দেশবাসী
ভাইবোন নরনারী
সার্থক জ্ঞান করি' কর দান
দীনেরে নমস্কারি,—
ধূলি-ধূসরিত চীর আবরণ
ম্লানমুখে হের চাহে নারায়ণ
তরুতলে যা'র প্রসূতি-সদন
নির্ভূম পথচারী
তা'রে দাও, যাহা দিতে পারো, যাহে
মর্য্যাদা হয় তা'রি ?
উদয়ের আলো অরুণ বিলালো
করুণ তাহার আঁখি
সেই করুণায় চেয়ে দেখ দেখি
তা'র চোখে চোখ রাখি,—

মন্দিরের চাবী

কয়দিনাবধি হয়নি আহার
ব্যঞ্জনে নুন দেয় আঁখিধার
কে তা'র আপন, পর কেবা তা'র,—
ঝড়ের তাড়িত পাখী
দুর্গতি তা'র দেখিবি কি আর
সুদূরে দাঁড়ায়ে থাকি ?

তৃণ হতে দীন, বজ্র-কঠিন
কুসুম-কোমল মন
দীনের প্রতিভূ আসে নাই প্রভু
এসেছে অকিঞ্চন।
ফিরে আচার্য্য করযোড় করি
বিনোবা ভাবেরে দেখ আঁখি ভরি
'বিনয়ে' ও 'ভাবে' যেন রূপ ধরি
ছয় কোটি 'হরিজন'
হরিজন নয়—'হরি'-মন্দির
হরি যা'র মাঝে র'ন।

ওই যে পাখিটী ডানা ঝট্‌পটি
প'ড়ে গিয়ে ওঠেনাকো
স্নেহ-সুধারসে কোমল পরশে
নীড়ে তুলে তা'য় রাখো।
চঞ্চুর ফাঁকে তণ্ডুল-কণা
স্নিগ্ধ ফটিক জল
ব্যথায় বিশূলকরণী লেপিয়া
প্রাণ কর সুশীতল।

অমনি ঝড়ের পাখী,—
আশ্রয়হারা পথে ঘুরে মরে
নরনারী ম্লান আঁখি।
বাংলার মেয়ে ছেলে
হাসিমুখে কত ফাঁসি গেলো,—গেলো
দ্বীপান্তরে ও জেলে।
আজিকে ভারত হ'য়েছে স্বাধীন
স্বদেশ সবারি হ'বে
'হুজুরে' 'মজুরে' এক শ্রেণীহীন
সমাজ হইবে কবে?
না হ'লে সাধনা স্বাধীনতা মিছে
শ্রুতি সংহিতা যেকথা কহিছে
পুঁথির বিদ্যা খুঁতির বড়াই
ঢক্কা-নিনাদ রবে,
শুধু ভস্মে আহুতি হ'বে।
গচ্ছিত ধন না দিলে এখন
চাহিলেও, নাহি ছাড়ি-
বজ্র আঁটন, ফস্কা বাঁধন!
মৃত্যু লইবে কাড়ি।
সঞ্চিত ভূমি রক্ষিত ধনে
নরেরে পূজিয়া পূজ নারায়ণে
প্রতিভূ তা'দের ভূদান-ভিক্ষা
মাগে ভিক্ষুক সাজি
দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তিরে দাও
দীনের ভিক্ষা আজি।

স্বাধীনতার মূল্য

পরের দুয়ারে ধরণা ধরিয়া
যোড় করি দুটি পাণি
'দেহি—দেহি' রবে আকাশ ভরিয়া
তুলি প্রার্থনা-বাণী,—
মেঘের দেবতা কণারও সলিল
দিবে না করুণা করি—
বিমানে চড়িয়া বিজলী হানিলে
বরষিবে ঝর্ঝরি।

উঠিবে তুমিও উঠিবে জাতিও
মানব ধরিত্রীর—
আকাশ লক্ষি লোষ্ট্র ছুড়িও
পঁহুছিবে তরুশির।

স্বাধীনতা-ধন মেলেনা, কখনো
ভিক্ষার ঝুলি পেতে
নহে সে খেলেনা কাঁদিলে মেলেনা
মেলেনা কন্দলেতে।
চাই বাহুবল বীর্য্যশুল্ক
বিবেচিত বিক্রম—
বহুর সাধনা একযোগে বিনা
সে শুধু মনের ভ্রম।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা নহে কল্পতরুর গলিত ফল
ব্যাদান করিলে বদন-বিবরে পড়িবে গ'লে!
প্রাংশুলভ্যে উদ্বাহু বালখিল্য-দল
জম্বুক সম নাচিবে কি চাহি জম্বুফলে?
সে-ফল লভিতে উদগ্র কর-চরণ ভরে
দীর্ঘ করিয়া প্রত্যবয়ব সম্প্রসার
প্রাণপণে নহে, প্রাণাধিক প্রিয়, তাহার তরে
পণ কর বীর! দেশজননীরে মুক্তিবার।

কর কাজ প্রাণপণে

ওঠ চল আজ করিবে যেকাজ
কর তাহা কায়মনে
বনেদ কাটিয়া পাথর বসাও
দৃঢ়করে প্রাণপণে।

হাতুড়ির ঘায় পেটাও পোড়াও
গরম লোহায় তবে
গ'ড়ে তোলো তা'রে মোমের মতন
যদি কারিকর হবে।

মন্দিরের চাবী

শনৈঃ শনৈঃ গিরিলঙ্ঘন
সূচীর সীবন তথা
শুধু তাড়াতাড়ি করা ঝকমারি
ফলে হয় অন্যথা।

হাতে ফোটে ছুঁচ, পায়ে পাটকিল,
পিছলে চরণ টলে
ধীরে সযতনে দৃঢ় আরোহণে
সাধনে সিদ্ধি ফলে।

হোঁচট বিছুটি কাঁটা কর্দ্দমে
পিছুটি ফিরিওনাকো
নির্ভর ক'রে প্রত্যয় ধ'রে
অগ্রে চলিতে থাকো।

মুখর ভাষণ করিও শাসন
বরং থাকিও চুপ
মেঘের উপরে আছে সূর্য্যের
প্রকাশোজ্জ্বল রূপ।

তাহার উপরে বিশ্ব-বিতত
চক্ষু নিমেষহীন,—
দিবার যোগ্য দিবেন তোমারে
পাবার যোগ্য দিন।

সুখী

সকালে উঠিয়া স্মরে ঈশ্বরে
নমে ঈশ্বরে শয়নকালে
যাহা পায় তা'য় তৃপ্ত যেজন
বিধাতা যেমন লিখেন ভালে

ভ্রূকুটি তাড়না তর্জ্জন হ'তে
মুক্ত যে-জন চলে নিজ মতে
প্রথম প্রহরে শাকান্ন খায়
নিজঞ্জালে,—

'শ্রীহরি' বলিয়া যাত্রা করে সে
এই জীবনের সন্ধ্যাকালে।

কয়েক বিঘার ব্রীহি ও ধান্যে
করে নবান্ন অগ্রায়ণে
বাপুতি ভিটায় শান্তি সে পায়
পরম তীর্থ মানিয়া মনে।

শ্যামলী ধবলী গৃহে কামধেনু
মাঠে মাঠে কাটে বাজাইয়া বেণু
ফলে ফুলে আর মরাই গোলার
কৃষির ধনে,—

আপনার জন সরল রোদন
করে সে-জনার মরণ-ক্ষণে।

যাহার গৃহের মধুচক্রের
সুরভি লুব্ধ চারিটি পাশে
তাপিত তৃষিত পীড়িত ক্ষুধিত
ব্যথিত অতিথি জুড়াতে আসে,—
সবারে বাঁটিয়া পরে যেই খায়
নারায়ণে পূজে দীনের সেবায়
না-জানে—বরষ কোন পথে যায়
বারোটি মাসে—
শুদ্ধবিত্তে স্নিগ্ধচিত্তে
সুস্থ-শরীরে মধুর ভাষে।

সুপ্তি মরণে প্রভেদ না গণে
চেতনা ডুবিলে নিদ্রাজলে
শয়নে স্বপনে পদ্মনাভের
কৌস্তুভমণি স্মরণে জ্বলে।
দিনচর্য্যায় কাজে ও কথায়
কোথা দিয়ে যেন দিন চ'লে যায়
না বলে 'বাহবা'!—নাহি 'হায় হায়'!
লব্ধ ফলে,—
ধন্য সেজন পুণ্য সেজন
অমর স্মৃতির তাজমহলে।

মিঞাজান সেখ

হড়পা এসেছে দামোদর নদে
হুড়মুড় ক'রে পড়ে পদে পদে
গাছপালা আর বাড়ী সারে সার
তীর হ'তে পড়ে নীরে—
হেনকালে ভেসে আসে খোড়ো চাল
তাহার উপরে ভয়ে আল-থাল
কাঁদে ছেলেমেয়ে,—সামাল,—সামাল,
ভেসে চলে ঘুরে ফিরে।

ঘূর্ণির জলে চলে আর টলে
গরজে বন্যাজল,—
যে দেখে সেথায় করে হায়-হায়!
নদী হাসে খলখল!

চালের উপরে ভাসে নারীনর
কে আছ কোথায় হও সত্বর
দড়ি-দড়া আর লগি হাতিয়ার
নিয়ে হও আগুয়ান,—
মাঝি ও মাল্লা কে আছ কোথায়
ঐ ভেসে গেল, ঐ বুঝি যায়,—
শিশু বুকে বাঁধি কাঁদিছে জননী
বাঁচাও তা'দের প্রাণ।

এল জমিদার শুনি সমাচার
ধরিল টাকার থলি,—
"যে পারো বাঁচাও টাকা তুলে নাও
কে আছো কোথায়"—বলি।

মিঞাজান সেখ, দেখিল বারেক
কহে মৃত্যুস্বরে—'খোদাই মালেক'
মাঝ-দরিয়ায় ভাসাইল না'য়
বন্যায় নির্ভীক,—
সকলেই বলে,—"মূর্খ গোঙার
অভাবে স্বভাব নষ্ট ইহার
প্রাণ গেলে টাকা কে লইবে আর
মরিবেই আজি ঠিক!"

তবু মিঞাজান দাঁড়ে মারে টান
ভ্রূক্ষেপ নাহি করে
আপনার প্রাণ নাহি তা'র জ্ঞান
খোড়ো চাল খান ধরে।

বাঁচে নারী নর শিশু ও জননী
সকলের মুখে 'জয় জয়'-ধ্বনি
সাবাস বাহবা! বিস্মিত ধনী
দিল দুই থলি টাকা
কিন্তু না না না আরো বিস্ময়!
হাঁপাতে হাঁপাতে মিঞাজান কয়,
হাতযোড় করি—'শোনো মহাশয়'
মুখে কাতরতা মাখা—

'চাঁদির বদলে পড়েনিকো জলে
তোমাদেরি মিঞাজান
ভেসে এল যা'রা তা'রা গৃহহারা
তাহাদেরি কর দান।'
রায় মহাশয় অতি সদাশয়
জমিদার ব'লে মনেই না হয়
মিঞাজানে ধরি বক্ষে আগোরি
চিবুকেতে হাত রাখি,—
"বলে মিঞাজান ধন্য ইমান
তুই এ-গ্রামের বাড়াইলি মান
তোরে দিতে পারি নাই হেন দান"
সবারে শুনায়ে ডাকি।
"এ ঘোর বিপদে মরদ যোয়ান
দিতে চেয়েছিল জান
তা'রে বলি বীর, তা'রে বলি পীর,
মানুষ মহাপ্রাণ।"

চাহিদা

চাই জমি-জমা ধান
চাই পথ্য অনুপান
অনাবৃত অঙ্গে পরিধান
ভৈষজ্য ওষধি নানা
যাহা কিছু আছে জানা
পীড়িতের বেদনার ত্রাণ।

চাই দীর্ঘ পরমায়ু
পুষ্ট পেশী, দৃঢ় স্নায়ু,
হৃষ্ট মন, চোখে মুখে হাসি,—
সুজল-সুফল-দেশে
দিন যা'বে বিনা ক্লেশে
কেহ নাহি র'বে উপবাসী !

উদার প্রশস্ত বক্ষ
সব্যসাচী-সম দক্ষ
স্বল্পবাক্ সুষ্ঠু অনুষ্ঠান—
পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ী
শুচিস্মিত নরনারী
পরস্পর হিতে রত প্রাণ ।

একমাত্র মহাজাতি
ভারতের পুত্র নাতি
একধর্ম্ম মর্ম্মে যেন রাজে
দেশের কেশের অতি
ক্ষুদ্রতম হ'লে ক্ষতি
প্রত্যেকের বক্ষে কাঁটা বাজে

সর্ব্বধর্ম্মে ভাই ভাই
ইহা বই ধর্ম্ম নাই
এক বিশ্বপিতা ভগবান,—
প্রতিবেশী গৃহদ্বারে
যদি রয় অর্ধাহারে
পূর্ণাহারে লুব্ধ নয় প্রাণ ।

চাহিদা

ঘুচাতে মনের কালো
চাই শিক্ষা চাই আলো
প্রতিভার সৌরকররাশি,—
সত্য শুভ মনোরম
অপ্রতিম অনুপম
একনিষ্ঠ আদর্শে বিশ্বাসী।

অর্জ্জিত প্রভূত বিত্ত
তথাপি উৎসুক চিত্ত
অনলস উৎসাহে নবীন
ফলবান মহীরুহ
সরসে সরসীরুহ
সুহৃদ্রূহে লক্ষ্য রয় লীন।

সমাবিষ্ট ধীর মন
কৌতূহলী অনুক্ষণ
জানিয়া জানার তৃষ্ণা বাড়ে
যা' শিখেছি এই ঢের,—
মূঢ় তৃপ্তি অজ্ঞানের,—
অনুসন্ধিৎসা নাহি ছাড়ে।

সম্পাদন হ'লে শেষ
নিবৃত্তি না হয় লেশ
সমারম্ভে চেষ্টা নব নব
যাহা ধরে তাহা করে
বাধা বিঘ্ন নাহি ডরে
শোণিতেরে স্বেদ করি দ্রব।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ
গতানুগতিকে মন
বাঁধা নয় সংস্কার-নিগড়ে
সংশ্লেষণ বিশ্লেষণে
নিরপেক্ষ অন্বেষণে
পরীক্ষণে লক্ষ্য নাহি নড়ে।

শ্রদ্ধাবান গুরুজনে
সমীহ একাগ্রমনে
সুপ্রতিষ্ঠ নিষ্ঠায় সুস্থির
কর্ম্মে ছোট বড় নাই
বক্ষ বাঁধি লাগে তাই
ঘরে ঘরে চাই কর্ম্মবীর।

ওই যে কাঙাল ছেলে
একবেলা খেতে পেলে
মাতাপুত্রে রাত্রে উপবাসী
একাদশী যদি কর
তা'র মুখ চেয়ে কর
ত্যাগ কর তা'রে ভালবাসি।

বহুবাক্য কুৎসালাপ
ত্যাগ কর মিথ্যা পাপ
উপদ্রুতে ক্রোড়ে লহ টানি
'ধন্যবাদ' নাহি চাহ
'জয় হিন্দ'—মুখে গাহ
দশের সেবায় ধন্য মানি।

চাই বন্ধু আরো কিছু
কেন কর আঁখি নীচু
দাও ভিক্ষা এই ভিক্ষুকেরে,—
সুপ্রসন্ন আঁখিদুটি
হর্ষে যেন উঠে ফুটি
হেরি ঊর্দ্ধে প্রভাত-সূর্য্যেরে।

আধিব্যাধি মৃত্যুশোক
ভরা এ-মাটির লোক
মৃত্যুরে করুক এরা জয়—
শৌর্য্যবীর্য্য-ভরা বক্ষে
আনন্দ উজ্জ্বল চক্ষে
সমুন্নত ললাট নির্ভয়।

মৃত্যুজয়ী প্রাণ

ধূমে দৃষ্টি আচ্ছাদিত রবিরশ্মি আবরিত মেঘে
যন্ত্রাসুর কবন্ধের নৃত্যলীলা চলে অন্ধবেগে
আকাশে খেচর ত্রস্ত, ভূমিতে ভূচর ভয়ে মরে
মকর নিকর নক্র ছুটে মরে *প্রোথপোত-ডরে

তিমিরের গর্ভ হ'তে নরকাগ্নি লেলিহান শিখা
সন্ত্রাসিত নারীনরে ভেবে মরে ললাটের লিখা
মানুষ মূষিকপন্থী, ধরণীর রন্ধ্রে প্রবেশয়,
ভয় হ'তে চায় ত্রাণ, পায় যত ভয়ঙ্কর ভয়!

*(প্রোথপোত=সাবমেরিন)

জননী সন্তানস্নেহ ভুলে গিয়ে সর্পিণীর মত
পাঠায় নিশ্চিত মৃত্যুমুখে তা'রে বলি দিতে রত
ব্যাধিত পীড়িত ভীত অঙ্গহীনে ক্ষীণ-কলেবরে
ধাবমানে ধর্ষমাণ জিঘাংসায় শুধু হিংসা করে।

যুদ্ধ আছে, বীর নাই, বীরত্বের লুপ্ত রীতিনীতি
কোথায় দ্বৈরথ যুদ্ধ অবসানে পরস্পর প্রীতি ?
সম্মুখীন আততায়ী, বীরে বীরে স্পর্দ্ধিত সমর,
দুর্ব্বলে না হানে বলী, পরাজিতে না করে জর্জ্জর।

কেহ কারো মিত্র নয়, অহেতুক শত্রুতার বশে,
জিগীষা অর্জ্জন-লিপ্সা বিশ্বগ্রাসী লালসায় পশে
যন্ত্র-সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সুকুমার মানব-সন্তান,
মাংসপিণ্ডে পরিণত ছিন্নভিন্ন অঙ্গ খান-খান।

কোথা শেষ,—কবে শেষ ? করি কা'র বিজয় প্রার্থনা ?
কোন্ পক্ষে ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধনীতি ন্যায়-বিচারণা ?
দুর্ব্বলে কে করে ত্রাণ ? করেনাকো আশ্রিতে শোষণ,
ক্ষীণ দীন ভয়ার্ত্তেরে কে করিছে ভরণ পোষণ ?

যথা ধর্ম্ম তথা জয় ? কোথা ধর্ম্ম খোঁজো পাও যদি
কম্বলের বাছো লোম, জনপদে খোঁজো নিরবধি,—
প্রতিরাজ্য রাজধানী, কোন্ রাজ্যে আছে ধর্ম্মাচার ?
তারপরে 'জয় হোক' বলিয়া প্রার্থনা কর তা'র।

তা' না হ'লে শতচ্ছিদ্র করে যদি সূচীর বিচার
ঈষদচ্ছ নির্ঝরেরে দোষ দেয় পঙ্কের পাথার!
অসীম অম্বুধিতীরে তৃষ্ণার্ত্তেরে কণাও মেলে না
যুযুধান অক্ষৌহিণী যুদ্ধে শুধু খেলার খেলেনা!

মৃত্যু যেন শ্যেন হেন শিকারেরে করে দৃষ্টিপাত
উড়ে গৃধ্র শবভুক, বুভুক্ষু জম্বুক ঘষে দাঁত!
সৃক্কদ্বয়ে গলে লালা লেলিহান জিহ্বা লহ-লহ
মৃত্যু ফেরে ঘরে ঘরে নগরে বন্দরে অহরহ।

মার্জ্জার মূষিকে যথা, বল্লী যথা তৈলপায়িকারে,
নভোচারী বাজপক্ষী গীতিমুগ্ধ ক্ষুদ্র সারিকারে,—
নিমেষে নিশ্চল দেহ ভূলুণ্ঠিত করে পক্ষাঘাতে
আশে মৃত্যু পাশে মৃত্যু অধ ঊর্দ্ধে সমুখে পশ্চাতে।

জ্যোতিষ্কের কক্ষ হ'তে উল্কাপিণ্ড উৎকীর্ণ যেমত
বারুদের অগ্নিগিরি বিস্ফোরক উদগারে নিয়ত,—
বিস্মিত বিচ্যুত প্রাণ, অকস্মাৎ দেহ পরিহরি,
অনিচ্ছায় উড়ে যায় ফিরে চায় প্রিয়মুখ স্মরি।

অপম্রিয়মাণ প্রাণ মৃত্যু ভয়ে করে পলায়ন
অপেক্ষা না সয় তা'র শান্ত হ'তে ধমনী-স্পন্দন
তখনো কুক্ষির তাপ, আছে বুঝি আঁখির পলক,
প্রসারিত কনীনিকা হেরে বজ্র হানে বলাহক!

হেরে মৃত্যু আসে ধেয়ে ব্যোম বেয়ে অমোঘ অবাধ
কর্ণপটাহেরে ভেদি মুহুর্মুহু অশনি-নিনাদ
আঘাতের আগে প্রাণ কারো ছুটে বক্ষপুট ছাড়ি
বিক্ষত বিকৃত-দেহ কেহ খুঁজে মৃত্যুরে হাতাড়ি!

কেহ অর্দ্ধমৃত কেহ হিক্কোদগত শোষে নাভিশ্বাসে
চক্ষুর কোটর হ'তে কারো চক্ষু বাহিরিয়া আসে
বিদীর্ণ উদর হ'তে অন্ত্রের কুণ্ডলী বাহিরিয়া
হয়তো কাহারো কণ্ঠ তাহাতেই গেছে জড়াইয়া!

নিজ দেহখণ্ডগুলি নিজে দেহী চিনিতে না পারে
কোথা হস্ত পদাঙ্গুলি মস্তকের খুলি ছারেখারে, —
মস্তিষ্ক কর্দ্দমসম, শোণিতের প্রবাহ-নির্ঝর,
সবার বক্ষের রক্ত মিলিয়াছে আসি পরস্পর।

সে যেন মিলন-ক্ষেত্র শত্রুমিত্রে সমর-শ্মশানে
মৃত্যু আসি মিলাইল বাজাইয়া বিদ্রূপ-বিষাণে!
জীবনের দ্বেষ দ্বন্দ্ব বৈরিতার প্রতিহিংসা-শোধ
শ্মশানে সে গেল দিয়া প্রতিষ্ঠিয়া চির নির্বিরোধ।

নির্ব্বাণ প্রদীপ-শিখা, গন্ধকটু মুখে তা'র কালি,
রণে মৃত্যু লভি তা'রা মিতালির জ্বালিছে দীপালী
দেশবংশ সমুজ্জ্বল নিশানের মহিমা অম্লান
মৃত্যুর অমৃত-শিখা জীবনের জ্বলে অনির্ব্বাণ।

জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে মিথ্যা অভ্যুদয় অবনতি
স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি নখদন্তে পরস্পর প্রতি
রণভূমে সার্ব্বভৌম এক সত্য হয় প্রতিষ্ঠান
মৃত্যুরে করিয়া লাভ, মৃত্যুরেই জয় করে প্রাণ।

আজাদ্ হিন্দ্ জঙ্গীগীত

(মূল গানের ছন্দে এবং সুরে)

"কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে জা
খুশীসে গীত গায়ে জা
য়ে জিন্দগী হ্যায় কৌম কী
(তো) কৌম প্যায় লুটায়ে জা।" ইত্যাদি

কদম্ কদম্ বাড়ায়ে পা
খুসির গীত কণ্ঠে গা
দেশেরি ধন এই জীবন
দেশের ধূলায় মিলায়ে যা।
(বাড়ায়ে পা আগায়ে যা)

বাঘের বাচ্ছা চল্ রে চল
কি ভয় মরণ দু' পায়ে দল
আকাশে শির, উঠায়ে বীর,
সামনে চল চালায়ে পা।
(সমানে চল চালায়ে পা)

হিম্মৎ করো কিসেরি ডর
খোদার আশিস মাথার 'পর
পথের বাধায় মাড়ায়ে পায়
ধূলায় গুঁড়ায়ে উড়ায়ে যা।

দুষ্‌মন পুরীর সিং-দ্বারে
আজাদী হিন্দ্-ই ঝাণ্ডারে
দখল নে লাল কিল্লারে
লোহের লহর ছুটায়ে যা।

সত্যাগ্রহী

সত্য শুধু পাইতে চাই সত্য বাসি ভালো
স্বর্গ হয় নিরয় হোক সত্য সেবা করি,
সত্য মোর আঁখির তারা সত্য মোর আলো
অস্থি যদি চূর্ণ হয় বজ্র ল'ব বরি।

মিথ্যা ছল মিথ্যা বল শাঠ্য প্রতারণা
তাহার পারিতোষিক লাগি স্বর্গ দাও যদি
তবুও সে নগণ্য গণি সত্য ছাড়িব না
গৌরবেতে রৌরবেতে রহিব নিরবধি।

বিচার ও সহানুভূতি

ধর্ম্মবিচারে ধর্ম্মাধিকার গড়িয়াছ কে গো তুমি
তুঙ্গ আসনে, হে বিচারপতি! উচ্চ বিচারালয়ে
শুধাই তোমারে বুকে হাত রেখে ধর্ম্ম কেতাব চুমি
তুমিও কি প্রভু অপরাধী নহ আপনার পরিচয়ে?

ছাখো ওই ভীরু আঁখি ছল-ছল হৃদয় কাঁপিছে ভয়ে
বঙ্গ-বিহার-আসাম হইতে আসামীর বেশ পরি',
দাঁড়ায়েছে হায়! কাষ্ঠ-কোঠায় বিচার-ভিক্ষু হ'য়ে
তুমি আজি তা'র ধর্ম্মাবতার দণ্ডমুণ্ড ধরি।

দিবসের শেষে মুদিয়া নয়ন আপন কলুষ স্মরি'
তুমি কি বারেক বলনা বন্ধু 'দয়া কর মোরে হরি'?
ন্যায়-বিচারক হ'লে ভগবান তুমি বা রহিবে কোথা?
তাই বলি ভাই কোরো করুণাই যাহা হেথা তাই হোথা।

ন্যায়ের আসনে, হে নর-সিংহ! ব'সেছো সিংহাসনে
সহানুভবতা, হে মহানুভব! সতত রাখিও মনে।

পর্ণ-প্রাসাদ

আমার মানস পর্ণ-কুটীরের মৃত্তিকা-প্রাসাদে
প্রচুর নাহি তা'তে যথেষ্টই আছে যদি চাও
ভূমিতলে তৃণাসনে বসিতে যদ্যপি বন্ধু বাধে
চীরবস্ত্র দিব পাতি তৃণে পুষ্পে অর্ঘ্য যদি নাও।

সুশ্যামল রাজধানী পরিয়াছি শিরে কৃষ্ণচূড়া
প্রভুতার অহঙ্কার দগ্ধ করি করি ভস্মগুঁড়া.
ভয় কি ভাবনা নাই, আশা নাই আমি অবধূত,—
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই যেথা সে-তীর্থের আমি অগ্রদূত।

মাতৃভাষা

ছেলের মুখের মধুর বাণী মায়ের কানে প্রবেশ করে
'মা'-ব'লে সে প্রথম ডাকে আবার ডাকে সুধায় ভ'রে।
সেই সে-ভাষা মাতৃভাষা, হে বাঙালি, বাংলা-ভাষী
হুজুর কেহ, মজুর কেহ, কাঙাল কেহ, শ্রমিক চাষী।

হে বাগ্‌বাণি! ভাষার রাণী শ্রুতি স্মৃতির পুণ্য আশা
ধন্য হ'ল পূর্ণ হ'ল তোমার দানেই বাংলা ভাষা!
তিলুগু তামিল পুস্তু সামিল ইংরিজী আর পর্তুগীজে
ফরাসী আর ফার্সি জবান আরবী রোমান লও নি কি যে!

পূত পরিপ্লুত হ'ল জাহ্নবী এই পুণ্যতোয়া
শব্দযোগের ঝর্ণা ধারার পূর্ণাহুতি যায়নি খোয়া।
সকল ভাষার সিন্ধুতীরে মোদের সাধের সৌধ গড়া
বিন্দুনাদের সুধাস্বাদের লোভেই পাগল বসুন্ধরা।

ছায়া-শ্যামল পল্লী মায়েব পল্বলে যে পদ্ম ফুটে
তা'রি পরেই পা-দু'খানি রাখলে তা'রই পর্ণপুটে।

শুভ্র মরাল-পৃষ্ঠে বসি,— কণ্ঠে মণি মুক্তা ঝলে—
যুগ্ম ভুরু নেত্র চারু ইন্দীবরে নিন্দে ছলে।

বক্ষে বীণার তন্ত্রী বাজে, কণ্ঠ কাঁপে মূর্চ্ছনাতে
সেই রাগিণী, কণ্ঠে তোমার, স্বর্গসুধা তুচ্ছ যা'তে!

ভাগ্য ভাগেন পরাঙ্মুখে সময় হাওয়া উল্টাবাহী
জিন্দাবাদ কি নিন্দাবাদেও শঙ্কা সরম কুণ্ঠা নাহি।

ঢক্কা-ঢোলের গণ্ডগোলে তোমার পুজায় বিঘ্ন কত
মাঙ্গলিকেই, মূঢ় কবির, সাঙ্গ বুঝি হয় মা ব্রত!

রাষ্ট্রভাষা সবাই বলে রাষ্ট্র করে রাষ্ট্র-কথা
বাংলা-ভাষা পল্লীমধুর চক্রে রতা মধুব্রতা।

সার্থক সঞ্চয়

সঞ্চয় নিন্দিত নহে উদ্দেশ্য সঞ্চয় নহে যদি
সেই সঞ্চয়ের মূলে বদান্যতা রহে যে অবধি।

যক্ষের সঞ্চয় নহে, অপব্যয় যত্নে করি দূ'র
মিতব্যয়ে রাখে যেই আপন ভাণ্ডার পরিপূর।

বদান্য তাহারে বলি আপনার অবশ্য যে ব্যয়
তাহারে নির্ব্বাহ করি তারপরে উদ্বৃত্ত যা' রয়

স্বভাব-দাক্ষিণ্য-গুণে অভাব উদ্দেশ্য বিচারিয়া
দান করে যোগ্যপাত্রে, যোগ্যতর অন্যেরে বুঝিয়া।

অর্জ্জন কঠিন অতি, সঞ্চয় সে সুদুষ্কর আরো—
সার্থক সে-শ্রম যদি সে-অর্থ সংপাত্রে দিতে পারো।

জলীয় বাষ্পের কণা কতনা সঞ্চিয়া হয় মেঘ
সে-মেঘে সার্থক করে তাহারি সে বর্ষণ-আবেগ

সর্ব্বস্ব সঞ্চয় তা'র দেয় ফিরাইয়া যথাকালে
উদার বর্ষণ-ধারা ধরাতলে শস্যভার ঢালে।

আণবিক দানব

বিজিত জনের কি থাকিবে বাকী

বিজিত দেশের র'বে কি ধন ?

মরু প্রান্তর তরু গিরি নদী

কাঁদিবার তরে দুটি নয়ন !

প্রাচীন ভারত, বীরের ভারত,

দ্বন্দ্ব করিত দিগ্বিজয়ে

জনসাধারণ ভয়ে না মরিত

রাজাই কাঁপিত রাজার ভয়ে।

যুদ্ধ করিত বাহুতে বাহুতে

থাকিত না মনে কালিমা-কণা

অগ্নিবর্ষী হ'লেও অস্ত্র

আণবিক বোমা তবু ছিল না।

থামিত সমর দিবসের পর

সন্ধ্যা নামিলে রণাঙ্গণে

শান্তসাগর-সম বিভাবরী

ক্ষান্ত হইলে প্রভঞ্জনে।

যোজন পরিধি দৃষ্টি পারায়ে

ব্যোমযান পথে শস্ত্রপাণি

এমন করিয়া অম্বরে দানবে

মারিত না শিরে বজ্রহানি।

কুরুক্ষেত্রে চলিত সমর

নিশার শিবিরে আসিয়া অরি

প্রণাম করিত পাণ্ডব সবে

শান্তনবেরে ভকতি ভরি।

অবাধ গমনে আসিত যাইত
ক্ষাত্র-সমর শাসনে বাঁধা
অস্ত্র-বিহীনে দুর্ব্বল-ক্ষীণে
পলাইতে কেহ দিত না বাধা।
আজিকে জগতে শার্দ্দূল ফণী
মত্ত বারণ ঘুরিয়া বুলে
সিংহের চেয়ে নর-সিংহের
রোষহিংসায় কেশর ফুলে !
হিংসার বিষ আশীবিষ-সম
মানুষ বরষে ইচ্ছামতে
আণবিক বোমা, দানবিক রোষে
মানুষের শিরে বায়ব রথে।
কেহ কারো আজ মিত্র নহেকো
কেহ মুখপানে চাহে না কারো
মণি খনি ধন রমনী-রত্ন
কাড়িয়া লইতে যে যত পারো !
তবু যদি নর হইত অমর
জরা যন্ত্রণা থাকিত নাহি
না জানি তাহ'লে কিবা সে করিত
বিলাস-ব্যসনে শাহান্‌শাহী !

ধৈর্য্য ও গৌরব

দীর্ঘপথ নয় দীর্ঘ চলিবার ধৈর্য্য আছে যা'র
সমীক্ষিয়া পদক্ষেপ করে—
গৌরব দুর্ল্লভ তবু নীরবে যে বহে কর্ম্মভার
গৌরব সে লভিবেই পরে।

নন্-ভায়োলেন্স্

শকুন্তলার কুন্তলে ধ'রে ছোট ভাই দিল টান
কি জানি কেন যে কিশলয় আজ হঠাৎ উঠিল রেগে,
দিদির উপরে অতি ক্রোধভরে সামরিক অভিযান!
মারিবে বলিয়া ধাইয়া আসিল বীরবর মহাবেগে।

কি জানি সহসা শকুন্তলার—কোথা গেল আজ রাগ—
সর্ব্বংসহা পৃথ্বীর মত ক্ষমা-সুন্দর-রূপে,
ছোট বাহু দুটি বাড়াইয়া দিল স্নেহের অগ্রভাগ
কচি কিশলয় সজল নয়নে ধরা দিল চুপে চুপে।

যূথীর মহিমা

কলের কামান গর্জ্জিয়া চলে বজ্রের নির্ঘোষ,
ক্রূর হিংসার বিষ-দংষ্ট্রার তীক্ষ্ণ ভীষণ রূপ,—
আমি সে বাউল একতারা হাতে মর্ম্মে মধুর কোষ
আমি গান করি যূথীর মহিমা তা'রি মাঝে অপরূপ।

দলপতি

সিংহ যদি হয় অগ্রগামী, পশুপাল হর্ষে চলে পিছে
শিবা যদি হয় যূথস্বামী, কুক্কুরেও করে মাথা নীচে!
আগে চলে স্বভাবে যেজন, সেই ভাল হ'লে দলপতি
নিরঙ্কুশ শান্তিসুখে মন, ভীরুজন নিরাপদে মতি।
অনুমতি দিবে যেই জন, তর্জ্জনীর শিখর-নির্দ্দেশে
আজ্ঞাকারী তা'র সর্ব্বজন, নয়নের সঙ্কেতে নিমেষে।

বড়ো ও ভালো

'বড়ো' হওয়া 'ভালো' সে তো—
সর্ব্বকালে সকলেই বলে
'ভালো' হওয়া 'বড়ো' যে তা'
মনে রেখো তুমি বড় হ'লে।

ভোট রঙ্গ

দরিদ্রে আশ্বাস দিয়া ভিক্ষা কর 'ভোট দাও'—বলি
ধনীর বিশ্বাস নিয়া লহ ধন চাটুবাক্যে ছলি'
একেরে অন্যের হ'তে প্রতিশ্রুতি দাও পরিত্রাণে
উভয়ে বঞ্চনা করি 'ভোটরঙ্গ' রসিকেরা জানে!

দান

"রাধেকৃষ্ণ! দয়াময়!
ক্ষুধাতুরে অন্নপান দেহ মহাশয়!
কাল সন্ধ্যা হ'তে এই সারাদিন পরে
দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি এ-মহানগরে
অন্নমুষ্টি নাহি দিল কেহ,— এই দেহ
দগ্ধ হ'ল মরিবার আগে! কেহ কেহ
বলে চোর, কেহ দাগাবাজ! থাক্ কথা
সে সকলে নাহি মোর কাজ, বড় ব্যথা
অন্তরে বাহিরে,—দয়াময়! মুমূর্ষুরে
দেহ প্রাণদান।"
কাতর করুণ স্বরে
কৃতাঞ্জলিপুটে,—জানাইল নিবেদন
পৃথ্বীতলে লুটে,—তবু হায়! কোনোজন
চাহিল না ফিরে।

সূর্য্য বসিলেন পাটে
ভিখারীর দীর্ঘ দিন উপবাসে কাটে।
হেনকালে ছাত্রশিশু বিদ্যালয় হ'তে
বহিয়া গ্রন্থের ভার আসে কোনোমতে
তৃষায় বিশুষ্ক মুখ,—পাথেয় সম্বল
সঙ্গে দুটী-আনা-মাত্র,—বলিষ্ঠ সরল
সদর্পে সর্ব্বস্ব তুলি' দিল তা'র হাতে
পায়ে হেঁটে গেল ঘর ঘন সন্ধ্যারাতে।

কমলা ও ভারতী

ছিন্ন পরিধেয় বাস, তীক্ষ্ণ আঁখি, ললাট ভাস্বর,
প্রতিভা উছলি পড়ে,—পুরাতন গ্রন্থ-বিপণিতে
ক্ষুধিত নয়ন দিয়া গ্রাস করে গ্রন্থ বহুতর
পণ্যার্থী ফিরায় তা'রে—যেহেতু না পারে সে কিনিতে।
'কেন শুধু ঘাঁটে বৃথা,—করে মিথ্যা গ্রন্থ অপচয়'?
দরিদ্র তরুণ যুবা,—শূন্য দৃষ্টি, শুনে চেয়ে রয়।

হে ভারতি! হে কমলে! বাণী লক্ষ্মী দোঁহে পরস্পর
সন্তানেরে কর দয়া, গৃহদ্বন্দ্ব মিটাও সত্বর।
গ্রন্থাগার আছে যা'র, ইচ্ছা তা'র নাই পড়িবার
পড়িবার ইচ্ছা যা'র বস্ত্র নাই গ্রন্থ কোথা তা'র?
লক্ষ্মী, সরস্বতী-বিনা, পৃষ্ঠে বহে শর্করার ভার
সরস্বতী, লক্ষ্মী-বিনা দিনে দেখে নয়নে আঁধার!

কমলা ভারতী দোঁহে ভারতে সঞ্চার কর প্রাণ
মুখে হাসি, বুকে বল,—সমুজ্জ্বল চক্ষু কর দান।

সন্তোষ

কেন বন্ধু কর খেদ,
চিত্ত কর নির্বিভেদ,
ঐশ্বর্যে না কর দৃক্‌পাত,—
ওই ছাখো ওই দুটি,
চলে কুষ্ঠী গুটি গুটি,
এ উহার ধরিয়াছে হাত।
অঙ্গ নাই রূপ কোথা ?
স্বাস্থ্য সেত রূপকথা !
হস্তপদ কোনোমতে চলে,—
স্বাদ গন্ধ রসহীন,
নয়নের দৃষ্টিক্ষীণ,
রসনায় কোনোমতে বলে।
নাসা মাত্র ছিদ্র দুটি,
হস্তে নাতি ধরে মুঠি,
নিরঙ্গুল, অবশিষ্ট তালু,—
পথিকের কৃপাপরে
একান্ত নির্ভর করে,
পথিকেরা কদাপি কৃপালু !
এমনি ইন্দ্রিয়হীন,
অন্ধখঞ্জ প্রতিদিন
নয়নে পড়িছে অবিরত,—
তথাপি অশেষ আশা
হায় ! তব সর্ব্বনাশা,
যত পাও তুমি চাও তত।

দরিদ্রের কুঁড়েঘরে,
বরষার বারি ঝরে
কোনোমতে যদি কাটে দিন,—
দেয় বহু ধন্যবাদ
বিধাতার আশীর্ব্বাদ
মনে করে সর্ব্বদুঃখহীন।

মর্ম্মর-প্রাসাদ-পুরে,
ধনী মরে মাথা খুঁড়ে,
বজ্রাঘাতে খসে যদি চূণ,—
অক্ষত শরীরে বাঁচে,
তবু তৃপ্তি নাহি আছে,
কহে বিধি নিতান্ত নির্গুণ!

সুনিপুণ কারিকরে,
কত কারুকার্য ক'রে,
কার্ণিশের গড়িয়াছে তোড়া,—
হায়! তাই গেল খ'সে,
বিধিমত ক'রে দোষে,
বিধির বিধান আগাগোড়া।

গৃহে নাহি অন্নপান,
পরিবার বস্ত্রখান
নাহি যা'র,—সে নহে ভিক্ষুক—
যা'র আছে বহু আছে
হায়! তবু সে-ই যাচে
নাহি ঘুচে অভাবের দুখ।

মন্দিরের চাবী

দেখ বন্ধু, খোলো আঁখি
অগণিত পশুপাখী
বিচরণ করে মহাসুখে,—
যতো গুণ ততো রূপ,
অতিদুঃখে, রহে চুপ,
তুমি কেন বিষাদিত মুখে ?

অসন্তোষ

অদৃষ্টেরে মন্দ বলে, হস্তগতে নাহি বলে ভালো,—
হাতে যদি পায় চাঁদ, দোষে তা'র কলঙ্কের কালো !
দক্ষিণে দক্ষিণা নিয়া ভূরি ভুক্ত তৃপ্তি সহকারে
আবার উত্তর দ্বারে উত্যক্ত সে করে বারে বারে।
অন্তরে ঈর্ষার ক্ষত সংশয় সন্দেহ সদা তা'রি
ভাগ্য নাহি খোলে দ্বার এই তা'র অসন্তোষ ভারি।
ভাগ্যের প্রহরী তাই অবশেষে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া
ললাটে চিহ্নিত করে ভ্রূকুটির অঙ্কণ লিখিয়া।

প্রতিভা ও অধ্যবসায়

প্রতিভার চেয়ে মাঝারি বুদ্ধি
তাহারি তারিফ করি
মার্জিত হ'লে অধ্যবসায়-বলে,
বলবান বলীবর্দ্দে দেখিয়া
সবে বলে আহামরি !
মূল্য তাহার হয় নির্দ্ধার
যখন শস্য ফলে,—
কর্ষিত ভূমিতলে।

সার্থক তা'র দেখিতে বাহার
দ্বিগুণ আহার,—তা'ও নহে ভার,—
হালে ও জোঁয়ালে নিষ্ঠা যাহার
সজলে ও নির্জ্জলে,
মন্দ মাঝারি ভেদ নাহি আর
'তর' 'তম' শুধু কাজের বিচার
বুদ্ধির চেয়ে শুদ্ধিই ভালো—
না হ'লে কথায় বলে—
ঘোড়া কিনিলাম, মানে না লাগাম,
চলিতে ফিরিতে করে নানা ঠাম
চাড়িতে সোয়ার চিঁহি চীৎকার
শির-পা তুলিয়া উঠে,—
এ হেন অশ্বে অতি অবশ্য
সবার ধৈর্য টুটে!

নাড়ীর বাঁধন

স্বাধীনতা নহে মুক্ত-জোঁয়াল
খোলামাঠে-চরা ষাঁড়ের মত
স্বাধীন নহে যে দায়িত্বহীন
অলসে বিলাসে সতত রত।

স্বাধীনতা মানে দীঘদড়া-বাঁধা
খুঁটিরে ঘিরিয়া চরিয়া বোলা
পরের শস্য চর্ব্ব্য-চূষ্য
নহে সে ভোজন, মন রে ভোলা!

স্বাধীন ভারত বলতো ভাই !
জাগিতে শুইতে উঠিতে বসিতে
চলিতে ফিরিতে যেখানে যাই ।

প্রতিদ্বন্দ্বে দ্বন্দ্ব ভুলিতে
বোঝা ঘাড়ে নিতে হইবে আজ,
কৃষি কারখানা গ'ড়ে তুলি নানা
স্বাবলম্বনে চাহি স্বরাজ ।
শৌর্য্য বীর্য্য ত্যাগ তিতিক্ষা
শিক্ষা স্বাস্থ্য গৃহের নীড়
মুক্তি নহে রে ! নাড়ীর বাঁধন
তবে সে মুক্তি হয় নিবিড় ।

পড়া-বনাম-শেখা

পুঁথি পড়ে জানি ছেলে ও বুড়োর দল
পড়ুয়ারা সবে লভে কি জ্ঞানের ফল ?
পড়িয়া শুনিয়া যেজন বুঝেছে ঠিক
পুঁথির মুল্য তা'র কাছে অনধিক ।

অধিক পাঠ্য পুঁথির বাহিরে পড়ি
নাকে চোখে কানে জানে সে পরখ করি ।
সেই প্রকৃতির পুঁথি না হইলে দেখা
নাহি হয় কভু সার্থক পড়া লেখা ।

বাস্তাশনেরে সবজান্তার মত
খ্যাতি ও খাতিরে বোঝাই কোরো না তত।
পুঁথি-গাঁথা কথা ফাঁকা-আওয়াজের ধ্বনি
উপলব্ধির কণারে শ্রেষ্ঠ গণি।

পরের ভাষণ ভাষিয়া অহঙ্কারে
আত্মাভিমান মাত্রায় শুধু বাড়ে।
পড়া 'রাম'-নামে পাখীর কি ফল হয়?
মন তা'র বলে দোলা ও ছোলার জয়।

জীবনের দীর্ঘহ্রস্ব

ন্যগ্রোধ-শাল্মলী-সম সুবিশাল প্রাংশু কলেবরে—
বাড়িয়া প্রস্থে ও দৈর্ঘে দীর্ঘকাল কিবা ফল তা'য়?
অটল গিরির মত শরীরে অক্ষয়-বট ক'রে—
বাঁধিলেও বাহিরিবে প্রাণ তবু রহিবে না হায়!

রহিবে না প্রাণ যদি তবে সেই প্রাণটুকু নিয়া—
শিখাটি জ্বালায়ে রাখি,—স্নিগ্ধভাতি আশা-বর্ত্তিকায়।
মাটির প্রদীপ-সম সুরভিত স্নেহ সঞ্চারিয়া—
দীপসম পুষ্পসম নি'বে ঝ'রে প্রাণ যেন যায়।

এতটুকু ক্ষীণ রশ্মি, এতটুকু গন্ধ উপহার,
দীর্ঘ জীবনের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু সে আমার।
আছে মোর যতটুকু, ততটুকু দিব ভালোবেসে,—
আলো দিয়া, গন্ধ দিয়া, নি'বে ঝ'রে যাবো অবশেষে।

মহাত্মাজীর উপদেশ

উচিত অনুচিতের সোনা যাচাই ক'রে নিতে
একটি খাঁটি কষ্টি পাথর তোমায় পারি দিতে।
যখন তোমার নিজের 'অহং' ক'রবে অহঙ্কার
বলবে সোঽহং পরমহংস আমিই শুধু সার,—
ধেয়ান কোরো তখন মনে বন্ধু বলি শোনো
দুর্গত ও দীনতমের বদনখানি কোনো।
অঙ্গে যাহার কুষ্ঠক্ষতে কাটে কীটের সারি
অন্ন বস্ত্র ঔষধি নাই পথেই যাহার বাড়ী
যা' তুমি ভাই ক'রতে চাহো ক'রতে পারো যাহা,—
(ভেবে দেখো সে-মুখখানি দীনতমের আহা !)
তাহার তা'তে, হ'বে কি ভাই, একটুকুও সুখ
শুশ্রূষা ও চিকিৎসাতে দূর হ'বে কি দুখ ?
মরার তরে একটুকু ঠাঁই, বাঁচার অন্নপান,—
বাঁচার চেয়েও রেহাই পেতে বাঁচার অসম্মান।
যদিই তুমি দেশের নেতা কেও কেটাই হও
শেষের কথা তা'রই মুখের পানেই চেয়ে কও
ভুল হবেনা ক'রবে যাহা তাহার লাগি কর
তোমার দেশের দীনতমের দৈন্যদশা স্মর।
স্বরাজ হ'লেও হয়নিক ভাই স্বরাজ হ'বে তবে
ভয় ভাবনা অভাব মোচন তাহার হবে যবে।
ছেঁড়া ট্যানায় লাজ ঢাকেনা তাহার নহে লাজ
লজ্জা তারি অঙ্গে যা'রি সলমা জরি সাজ।
দয়া নয়কো, সেবা সে ভাই, সেই তো নারায়ণ,—
সবার পাপের লাজের বোঝা নিজের শিরে ব'ন।

কুৎসিত ও সুন্দর

কুৎসিত বলি কা'রে ?
বিকৃত-চিত্ত-উত্তেজনার
অঙ্গ-ভঙ্গিমারে।

ক্রোধের মূর্তি চণ্ড রুদ্র
হিংসা-সারথি সে নহে ক্ষুদ্র
ঘৃণায় করিল দ্বিজেরে শূদ্র
দেশে দেশে বারে বারে।

দেখিবার শোভা পলাশের রূপ
রাকা-শশি-আঁকা নিশি নিশ্চুপ
শিশিরের চোখে সূর্যের রূপ
ফুরায় শুখায় যবে।

যাহার তৃপ্তি-সুখ-পারাবার
সাহারা সেচিয়া, নিবায় তাহার
দাহ-দাবানল সে-ই বসুধার
পুরোহিত উৎসবে।

সে-ই সুন্দর সুরূপ সুরুচি
অন্তর যা'র শুভ্র ও শুচি
বহিস্ত্বকের হীন গৌরবে
বঞ্চিতে নাহি পারে
সুন্দর কহি তারে।

কানের বল

আজকের দিনে চোখ-ওয়ালারা কোথায় গেল ?
বেশীর ভাগইতো কানওয়ালারা শুনিতে রত !
লম্বকর্ণ কানের দম্ভ কোথায় পেল ?
শুনিতেই পারে দেখিতে পায়না অন্ধ যত !

অন্ধের নড়ি আঁকড়ি ধ'রেছে চলার পথে
শুধিয়ে শুধিয়ে পথ চলে আর খায় ঠোকর,
কান খাড়া করি চলে সে হাতাড়ি পরের মতে
পরমতে পরমার্থ যে মানে সে বর্ব্বর।

যা'রা তেজস্বী, যারা যশস্বী, যূথের পতি
কোথা তা'রা যা'রা দেখে কাজ করে বীরের মত ?
এরা শুধু হায় ! উপদেশ চায় মন্দমতি
অতীতের মৃতে জাগায়ে তুলিতে রোদনে রত।

হাতে নাই বল, ধরিতে পারেনা করিতে চায়
পায়ে নাই বল, উঠিতে পারে না ছুটিতে মতি,
চোখে নাই বল, দেখিতে পায়না দেখাতে যায়
কানের বলেই আড়ি পাতিবারে ব্যগ্র অতি !

শৃগাল ও সজারু

(Adapted from Æsop's Translation by Townsend.)

শৃগাল গুহার গর্ত্তে পশিতেই হেরে মক্ষিচাক
বনমক্ষি দলে দলে ঘিরি তা'রে বিঁধে ঝাঁকে ঝাঁক
বিন্দু বিন্দু রক্ত লয় শুষি ;—হেরিয়া দুর্দ্দশা তা'র
সজারু কহিল "বন্ধু বল যদি, করি প্রতিকার,
উড়াই মক্ষির দল"—

আড়ষ্ট শৃগাল তা'রে কয়
"রক্ষা কর, হেন কাজ নাহি কর, করি অনুনয়"।
সজারু বিস্ময় মানি করে প্রশ্ন "একি অসম্ভব!
শত ক্ষত-যন্ত্রণায় কেন মিথ্যা কর অনুভব?"
শৃগাল মলিন হেসে বলে "বন্ধু, ক্ষুধা ইহাদের
সন্তৃপ্ত আমার রক্তে পূর্ণোদর,—তৃষা শোণিতের
মিটেছে যথেষ্ট পানে,—

উড়াইয়া দিলে, পুনরায়
অভুক্ত মক্ষির দল আসি হেথা বিঁধিবে আমায়,
কৃশোদর তাহাদের, নব রক্তপানে পূর্ণ করি
অবশিষ্ট রক্তটুকু ল'বে মোর প্রাণসহ হরি।

পর-পদানত দেশে এক রাজা গেলে পুনরায়
আসিয়া নূতন রাজা রাজস্বেরে যদৃচ্ছা বাড়ায়,
প্রজাবর্গ ভাবে তবে, ছিল যাহা তবু ছিল ভালো!
তাই বলি, সদ্যক্ষতে কেন আর লবণাশ্রু ঢালো?"

জ্ঞান নহে বণ্টনের ভূমি

পূর্ব্বে আনি মিলাইব
পশ্চিমেরে, বিলাইব
উত্তরেরে দক্ষিণের হাতে
রজত-ধবল-গিরি
কাঞ্চন জঙ্ঘায় চিরি'
জাহ্নবীর সলিলপ্রপাতে।

আসমুদ্র হিমাচলে
কুমারিকা পদতলে
গাহিবেক মিলনের গান,
মিলনের মন্ত্র পড়ি'—
কুমেরুর করে ধরি'
সুমেরুর করে দিব দান।
সত্য যাহা, শুভ যাহা,
সতত সুন্দর তাহা—
দ্বেষ হিংসা আপনি মিলায়—
আলোকের আগে আগে—
ঘন অন্ধকার ভাগে
প্রভাতের কুয়াসার প্রায়।
তোমার তপস্যা যাহা,
মোরে দান কর তাহা
আমার সাধনা লহ তুমি,—
বিনিময়ে বৃদ্ধি পায়,
দানে নাহি ক্ষয় যায়—
জ্ঞান নহে বণ্টনের ভূমি।

হরি-ঠাকুর

কেহ বলেন হরি ঠাকুর আছেন বহুদূরে,
কেহ বলেন আছেন কাছে কাছে,
কেহ বলেন ভুল কোরো না তীর্থে ঘুরে ঘুরে
জাননা কি আছেন গৃহমাঝে ?

কেহ বলেন স্বর্গপুরে স্বর্ণচূড়া প'রে
তাঁহার তেজে সূর্য্য কোথা লাগে?
বিচারপতি বিধান করে হিসাব ক'রে ক'রে
নিক্তি ধ'রে ওজন ক'রে আগে।

কেহ বলেন পাপ ক'রেছ, তুমি অধমতম,
শাস্তি পাবে অনন্ত রৌরবে,
পুণ্যবানে স্বর্গসুখ দিব্য মনোরম—
মন ভুলাবে মহা-মহোৎসবে।

আমি বলি, জানিনা ভাই পাঁজিপুঁথির লিখা
মুনি ঋষির জ্ঞানের পরিমাণ
হরি আমার চোখে, আমার চোখের কনীনিকা
হরি আমার স্পর্শ-অনুমান।

যতোই বাজে বাঁশী, বাজে ঘণ্টা ঘড়ি কাঁসি,
পূজারতির কলধ্বনি-রোল
তুলসী ফুল চন্দনেরি গন্ধ ধূপ রাশি
তাহার সাথে খঞ্জনি ও খোল;
শিশির ভেজা উশীর তৃণে সন্ধ্যা মরে কেঁদে
আকুল চাঁপা বকুল-কলিকায়—
নাসার পথে আশার মত গন্ধে বেঁধে বেঁধে
জানিনা কেবা টানিয়া নিয়া যায়?

কি জানি ভাই, কাহার রসে ওষ্ঠ ভিজে ভিজে
শুষ্ক জিহ্বা সিক্ত হ'ল সুখে!
হরিই তিনি, হরিই তিনি, তিনিই হরি নিজে,—
হাত-বুলানো পরশখানি বুকে!

কালো ভাই বোন জাগো

"Dark folks arise.

Down with all Colour-bar laws !" Cape Town

(14-4-1939)

আঁধার বরণ ভাইবোন সব জাগো
দীর্ঘ আঁধার রজনী হউক ভোর।
জাগিয়া উঠিয়া মানুষেব রাগে রাগো
সার্থক হোক আজি এ-মানস তোর।

নির্মর্য্যাদ অপমান কেন সহ ?
অঙ্গ নাড়িয়া ঝাড়িয়া ফেলহ তা'য়।
দুর্ভাবণা সে দুঃখেরি পিতামহ
প্রভাত-কিবণে প্রশ্রয় নাহি পায়।

ওঠো ভাইবোন রজনী প্রভাত হ'ল
কুটীব হইতে মাটিব শয়ন ত্যজি,—
দৈন্য বিষাদ সব অবসাদ ভোলো
সুপ্ত র'বি কি সুচির নিরয়ে মজি ?

তোলো চীৎকার ধ্বনি চাহিদার তোলো
শিহরিত দিঙ্মণ্ডল মুখরিয়া,—
তুমি নগণ্য ! ভোলাও সে কথা ভোলো
নবজাগরণ-মন্ত্র উচ্চারিয়া।

জ্বালাও অনল দেশে ও দশের মনে
জ্বলে উঠি কর স্বাধীনতা ধন জয়,—
কালীয় বরণ জ্বলিবি যতক্ষণে
লভিবি দীপ্তি উজল অনলময়।

কালো ভাই বোন জাগো

করুণ কেনরে কাঁদিয়া অরুণ আঁখি
পাংশু অধর কিসের অভাব ডর ?
করুণা-যাচনা আরো কি রয়েছে বাকী
কর অভিজান সাহসে করিয়া ভর।

ভাগ্য নির্দয় ? আছে গাছতলা নদী
মাথা গুঁজিরার আছে আশ্রয় ঠাঁই
আকাশের চাঁদ চাহিনা, পাবোনা যদি,—
মাথা তুলিবারে নিজ অধিকার চাই।

হামা দিয়া শিশু কিশোর হইবে তবু
কৈশোর হবে যৌবনে পরিণত,—
দিবে শুভদিন দিন দুনিয়ার প্রভু
মস্তক তুলে দাঁড়ালে বীরের মত।

অন্ন নাহিক বস্ত্র ফাটিয়া টুটে
পুঞ্জিত ব্যথা জীবনের সঞ্চয়,—
তবুও হর্ষ প্রতি রোমকূপে ফুটে
ধরণীর ধূলা মাখিয়া হ'য়েছি ময়

ছোট লোকেদের সংখ্যা স'বার বাড়া
অস্ত্র মোদের কর্ণি কোদাল হাল
হাঘরে হাভাতে জনম হতচ্ছাড়া
নিঃসম্বল রিক্ত চিরটা কাল !

আছে তবু আছে সরল নির্ভীকতা
সান্ধ্য পানীয় তালীয় অথবা ধানী
ধরায় সরায় সমান অবজ্ঞতা
বড়লোকেদের বড়াই কভু না মানি।

দৃপ্ত গরবী তৃপ্ত নহেক তবু
স্বর্ণমৃগের লক্ষ্যে ধনুক টানে
সরস ভাষণে রসনা রসেনা কভু
গরীবের দুখ গরবীরা নাহি জানে।

বঙ্কিম গ্রীবা খঞ্জন আঁখি দু'টি
ঈষৎ হাসির ফাঁসিতে বাঁধিতে চায়
হেলায় ধরিতে এলায় শিথিল মুঠি
(তবু) পরের টুঁটিতে বজ্র আঁটিতে চায়

গুণে লঘু তবু গণনায় গুরু খাঁটি
গরীবের বাহু গণ্য যদি সে নয়
গণতন্ত্রের ভাপমান মাপকাঠি
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলায় হইবে লয়

প্রেমের স্পর্দ্ধা

(নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর, বুকার ওয়াশিংটন, জন্ম—হেল্‌মফোর্ড, আমেরিকা ৫ই এপ্রেল ১৮৫৬, মৃত্যু—১৯১৫। তাঁহারই বাণী তাঁহার সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ করা আছে, এই কবিতাটী তাহার ভাবানুবাদ :—)

আমি কৃষ্ণকায়,—কিন্তু যেই কান্তি হও বন্ধু—যা'রা
উত্তর কি দক্ষিণের শ্বেতকান্তি ভগিনী ভ্রাতারা,—
আমি বড় নই,—কিন্তু, ছোট মুখে বড়কথা বলি,—
সহ্য করি সব কিছু বিস্মরিয়া যাত্রাপথে চলি,
জনে জনে সানুনয়ে ডেকে বলি,—"শোনো সবে ভাই,—
সবারে বেসেছি ভালো,—শ্বেতকৃষ্ণে ভেদ বাসি নাই।
যাহা কিছু পারো করো—অত্যাচার কিম্বা অবিচার,
আমি যে বাসিব ভালো পরাজয় নাহি এ-স্পর্দ্ধার।
সে-প্রেম শত্রুরে ক্ষমে, মিত্রে সেই করে প্রিয়তম,—
শত্রুজয়ী সেই প্রেম, সেই প্রেম (ই) অহঙ্কার মম।"

অ্যাপারথাইড্ বা বর্ণবাদের প্রতিবাদ

আমরা ফাঁকা ফক্কিকারের
ফোঁপরা ফতুর রঙের ফানুষ
ঢঙ্ ক'রে সঙ্ সেজেই আছি
দ্বিপদ দ্বিভুজ—নামেই মানুষ!
গণ্ডী দিয়ে মানুষ জাতির
ফাঁদ পেতেছি পংক্তি পাঁতির
তক্‌মা পরিচ্ছদের খাতির্
মনুষ্যত্বে নেহাৎ নহুঁশ,—
উপরে সব লেখন-চোখন
খড়ের গোঁজা ভিতরে তুঁষ!
কেউ বা হ'লেন 'ককেশিয়ান'
সাকিম মোকাম শ্বেতদ্বীপে
সহজসিদ্ধ শুভ্র বরণ
কালোয় মারেন টুঁটি টিপে!
'মঙ্গোলিয়ান্' 'ইথ্যোপিয়ান্'
যেমন পরন, তেমনি পিরাণ
(কেউ) 'আর্য্য' ব'লে উড়ান নিশান
অনার্য্যদের করেন কৃপা—
আপন বাস্তু অট্টালিকায়—
তা'দের বাস্তু করেন টিপা!
ধর্ম্ম নেইকো কিন্তু ধ্বজার
বাহার দেখে চক্ষু ধাঁধে
ধ্বজার ধর্ম্ম, মজার ধর্ম্ম,
কর্ত্তা ভজায় কথার ছাঁদে,—

গড়ের ছেলে-মেয়েরা তাই
রঙের গুঁতায়—ত্রস্ত সদাই
(বলে) আর জনমে জনম নেবো
সাদার দেশে মনের সাধে,—
'নীল-নদী' আর 'কৃষ্ণ-সাগর'
বর্ণদোষেই ফ্যাসাদ বাধে !

হিটলু ছিলেন আর্য্য খাঁটি
অনার্য্যে তাঁ'র ঘেন্না ভারী—
'মালান' দিলেন চালান ক'রে—
অ্যাপারথাইড ব্যাপার জারি,
'ইউ-এন' বলেন কি ক'রব তা'
ওসব নেহাৎ ঘরের কথা
আমরা করি বিশ্ব নিয়ে
বৃহত্তর মামলাদারি—
মোদের হিসেব ফয়শালা হোক
তোমরা কর এন্তাজারি ।

এই তো গেল পরের কথা
ঘরের কথা এবার বলি
পরের কথা বলতে গিয়ে
আপনারে না যেন ছলি ।
আমাদেরো বর্ণ আছে
তাহারো বর্ণনা করি
প্যাট্রিমনির জাঁকজমকে
(তাই), ম্যাট্রিমনির বায়না ধরি !

মন্দিরের চাবী

মহাস্থবির ঋষির বুলি—
মন্ত্রে লাগাই চক্ষে ধুলি
তোমার চালের মট্‌কা ভেঙে
আমার খাটের খুরোয় জুড়ি—
আমরা আর এক কালাপাহাড়
দেবতা ভেঙে গড়াই নুড়ি।
তোমরা যখন দুঃখে মর—
'সহ্য কর' আমরা বলি
আমাদের এই আত্ম-পূজার
তোমরা নরমেধের বলি।
মৃত্যু হ'লে স্বর্গে যাবে—
নয়তো অপবর্গ পাবে—
গুটিয়ে পুচ্ছ, তুচ্ছ ক'দিন,
কাটাও হ'য়ে কৃতাঞ্জলি—
প্রায়শ্চিত্তে শুধ্‌রে দেবো
প্রারব্ধেরি পাপের থলি।
তোমার দৃষ্টি নাকের ডগায়
আমার দৃষ্টি দূরান্বেষী
অভিজাতের জাত বাঁচাতে
তাই করিনে মেশামেশি—
মিস্‌মিসে রঙ্‌ বিশ্রী জাতি
চক্ষে জ্বলে হিংসা-বাতি
তবু তোমায় ভালই বাসি
তোমরা যে মোর প্রতিবেশী
আমার কোঠা, তোমার কুঁড়ে,
পুণ্য-বলেই একটু বেশী!

তোমার হাতে প'ড়বে কড়া
আমার বাড়ীর কড়া নেড়ে
'নট্ অ্যাট্ হোম্',—কি,—'নেইকো বাড়ী'
নয়তো কুকুর আসবে তেড়ে,
নয় দারোয়ান লম্বা-দাড়ী
গলার আওয়াজ বাজ্খাঁ ভারী
বল্‌বে :—সাহেব বাহার গিয়া—
আসবে ফিরে ঘণ্টা দেড়ে
ফিরলে তখন দেখা পেলে
সেলাম দিও হাঁটু গেড়ে !

ব্যর্থ শাসন

"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"—গীতা।

রাজ্য সমাজ শাস্ত্র শাসন
আচার ধর্ম্ম নীতির সেরা
চতুষ্পাঠী কি গুরুর মন্ত্র
কিম্বা দেবতা দেউলে ঘেরা ;—
বিস্তার কর বিস্তর জ্ঞান
বিদ্যার বহুপ্রচার করি
শাসনের লাগি দাও কারাগারে
বিপথগামীরে আনিয়া ধরি,—
ধর্ম্মাধিকারে ধর্ম্মবিচারে
শাস্তি-বিধান শান্তি তরে
পাপীর পাপের প্রতিফল দেখি'
অপাপী সে-পাপ যেন না করে।

এত সতর্ক এত সাবধান
সত্ত্বেও তবু কেন কে জানে
যুগ-যুগান্ত শাস্তি বিধানে
তবু দুরাত্মা বশ না মানে।
তবু নারী নর বল্গা মানে না
শিক্ষা মানে না বন্য ঘোড়া
বেদ ইতিহাস ফাঁসি কারাবাস,
'ছি ছি' ও 'সাবাসে' গ্রাহ্য থোড়া।

স্বার্থপরের পরমকাষ্ঠা
মুখেব বচন সাঁচ্চা-সাঁচা
পড়ানো টিয়ার দোলা আব ছোলা
'আইন'—তাহার লোহার খাঁচা।
মানুষ যদি না মানুষেরে চেনে
মানুষে মানুষ কবিতে নারে
এমনি দ্বন্দ্ব হানাহানি হ'বে
জব্দ করিতে যে যারে পারে।

জননীর স্তনে স্নেহেব উৎস
সন্তানে হেরি আপনি ঝরে
তেমনি যখন নীতি নিয়মন
মানুষ আপনা যেমনি করে,—
লাভ ক্ষতি আর হিসাব নিকাশ
তরাজু তেরিজে কসে না বসি,
অন্তর হতে নীতির উৎস
আপনা আপনি উঠে উছসি,

সংশয়ময় সন্দেহ ভয়
তাহারে বিমুখ করিতে নারে
তিরস্কার কি পুরস্কারের
ভয় ভরসার ধার না ধারে,
এমনি হইলে মানুষের মন
শাস্তিভাজন হ'বে সে মানি,—
না হ'লে শাসন দণ্ড দমন
গতানুগতিক বিধান জানি।

আদর্শ ভারত

(মহাত্মাজীর বাণী হইতে)

স্বাধীন ভারত মোর হ'বে সেই আদর্শের দেশ
শিরোধার্য্য করি লবে সজ্জনের সাধু উপদেশ।
স্বদেশের সংগঠনে শঙ্খ-সম কণ্ঠ তাহাদের
ধ্বনিলে অমূল্য বাণী পালনীয় হ'বে সকলের।
প্রাচুর্য্যে মাধুর্য্যে ভরা এই দেশ হবে সেই দেশ—
বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রমে অর্জ্জনে মানিবে নাকো ক্লেশ।
জন্মগত জাতিভেদে না হইবে বন্দ্য নিন্দনীয়
সর্ব্ব সম্প্রদায় হ'বে জনে জনে সর্ব্বজনপ্রিয়।
মাদক বর্জ্জিত হবে, শান্তি সুখ র'বে গৃহে ভূরি
অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না প্রবঞ্চনা চুরি।
নারী নরে পরস্পরে সাম্য সাম করিবে প্রচার
শোষণ র'বে না দেশে, হ'বে নিরপেক্ষ সুবিচার।

সৈন্য শান্ত্রী হ'বে স্বল্প, শিক্ষক সেবক শিল্পী বেশী,
বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সুখী হ'বে শিক্ষা পরিবেশি।
বিদেশী বিধর্মী বলি কেহ কা'রে করিবে না দ্বেষ
শিষ্টাচার সদাচারে অতিথি আত্মীয়ে নির্ব্বিশেষ।
সেই সে ভারত হ'বে কুমারিকা হ'তে হিমাচল
সুস্থ সুখী শক্তিমান সম্পদে বিপদে অবিচল।

মেদিনীপুর বন্দনা

মেদিনীপুরের বীরসিংহের বীর সন্তানে কেবা না জানে
বিদ্যাসাগর দয়ার(ও) সাগর সবার দুঃখ যাঁহার প্রাণে ;
গলিত সমাজ বলি-পলিতের জড়তাড়ষ্ট পঙ্গু জাতি
বহুবিবাহে ও বালিকা-বিধবা কুলীনে মলিন যশের ভাতি।
শিক্ষা নাহিক, সংস্কারে ধিক !
বিদেশী শাসকে করিছে সেবা
জাতিরে জাগাতে সেই কালে ঠিক
তাঁহার অধিক ক'রেছে কেবা ?

মেদিনীপুরের মেদ মজ্জায় স্বাধীন ভারত উঠিল গড়ি
আজি তা'র কথা গাথায় গাঁথিয়া মেদিনীপুরেরে প্রণাম করি।
অসুরের মেদে মেদিনী এ নহে, সুর-বীরেদের শোণিতে মেদে
গড়িয়া উঠিল এ ছোট মেদিনী দর-বিগলিত অশ্রুস্বেদে।
কত যে মরিল লাঠিতে ফাঁসিতে
গুলিতে গোলাতে মরিল কত—
প্রাণ দিয়া তা'রা হাসিতে হাসিতে
মেদিনীর কোলে সমাধিগত।

মেদিনীপুর বন্দনা

আজি বাংলার পুণ্যপীঠের শ্রেষ্ঠ আসনে ব'স মা তুমি
ঋষি বঙ্কিম পূজিল তোমায় হেরিয়া সাগর সিকতা-ভূমি।
তাহারি 'কপাল-কুণ্ডলা' পরে মূর্ত্তি লভিল নূতন করি
নর-কপালের কুণ্ডল পরি, রণচণ্ডিকা খড়্গ ধরি'।
কত সন্তান রণে দিল প্রাণ
কত নিগ্রহে লুটায়ে পড়ে
হাজার-মুণ্ডী সাধনার স্থান
শহীদের বেদী তা'রাই গড়ে।

সেই যে সে'বার উনিশ্‌শো চার উনিশ্‌শো পাঁচ স্মরণে আঁকা
বঙ্গ-অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেরে শোণিতাক্ষরে লিখিয়া রাখা।
স্বেচ্ছাসেবক বালক যুবক কিশোর কিশোরী শৌর্য্য-ছবি
মণিবন্ধের রাখীবন্ধনে দিল ইন্ধন হবনে হবি।
পুড়িল বিলাতী বসন ললাম
বিলাতী চুড়ী ও সাড়ীর রাশি
সত্যেন বসু, বসু ক্ষুদিরাম,—
সেবকের দলে মিলিল আসি।

সহমরণেই মরিল দু'জনে প্রাণপণ করি স'পিল প্রাণ
বাংলার কানে মুক্তিমন্ত্র ফাঁসির মঞ্চে করিল দান।
বৃহৎ যজ্ঞে 'উদোর পিণ্ডি' কখনো পড়ে সে 'বুদোর ঘাড়ে'!
শিশু হইলেও ক্ষুদে ক্ষুদিরাম নাম তা'র সুদে আসলে বাড়ে।
বিশ্বাসঘাতী নরেন গোঁসাই
দুঃশাসনের বক্ষ হানি
সত্যেন বসু শোধ নিল তাই
নিদ্রিত দেশ জাগিল জানি।

হেমচন্দ্রের অস্ত হইল উদয় হইল আন্দামানে
কত শত জনা সহে লাঞ্ছনা যাবজ্জীবন কে না তা' জানে ?
মেদিনীপুরের শিক্ষা শাসনে দণ্ড মুণ্ডে মালিক হ'য়ে
গেল যেই জন সেই ওয়েষ্টন্ ফিরিয়া এল না জীবন ল'য়ে।
তারপরে কেটে গেল একযুগ
উদ্‌যোগে হ'ল সে যুগ শুরু
ইতিহাস তার বৃত্ত লিখুক
আজিও বক্ষ শিহরে দুরু।

তা'রপরে ধরি দেবতার দীপ আসি মুক্তির দিশারী রূপে
মহাত্মাজীর আবির্ভাবেতে প্রভাবিত দেশ জাগিল চুপে।
খৃষ্ট উনিশ একবিংশের অসহযোগের উঠিল সাড়া
মেদিনীপুরের গ্রামে ও নগরে জাগিল প্রতিটি পল্লী পাড়া
কিশোরীলাল ও সাতকড়ি পতি
জনগণে মিলি সংঘ গড়ে
দেখি বীরেন্দ্রনাথের শকতি
দেশবন্ধুরও টনক নড়ে।

অসহযোগের আন্দোলনেও সহযোগিতার চরম করি
মেদিনীপুরের পূর্ণ বিকাশ র'বে ইতিহাস গ্রন্থ ভরি'।
আসিল উনিশ-তিরিশের সাল করিয়া লবণ-সত্যাগ্রহ
উনতিরিশের স্বাধীন-পতাকা ধরিয়া করিল কি সমারোহ।
সেই ত্রিবর্ণ বৈজয়ন্তী
লাহোর হইতে মেদিনীপুরে
ভারতমাতার জয়জয়ন্তী
স্বাধীন স্বরাজ গাহিল সুরে।

সেই তিরিশের বারই মার্চ্চে দণ্ড ধরিয়া ডাণ্ডীপথে
সবরমতীর আশ্রম হ'তে চলেন গান্ধী চরণ-রথে।
স্বদেশী ভজন বিদেশী ত্যজন সেই জনগণ-আন্দোলনে
মেদিনীপুরের কৃষক মজুর(ও) যোগ দিয়েছিল সংঘ-রণে।
চেচুয়ার হাটে ঘাটাল থানায়
পুলিশী নির্য্যাতনের দোষে
ঢোঁড়া ফোঁস করে! ভেড়া গর্জ্জায়!
অসুরের প্রতি সুরেরা রোষে!

দারোগার খুনে খুনেরা হাকিম, প্রতিশোধ নিল দেশদ্রোহী
বারে বারে গুলি চলে গুম্ গুম্ লোহে মৃত্তিকা হইল লোহী।
চৌদ্দ শহীদে গুলি দিয়ে বিঁধে যেন কুম্‌কুম্ প্রবাহ চলে
রক্ত সে নয় রাঙা চন্দন মেদিনীপুরেরি চরণতলে।
কংসাবতীর পুণ্য সলিল
তা'দের রক্তে রাঙিয়া উঠে
বীর ভক্তেরে কোল পাতি নিল
জননী আপন কক্ষপুটে।

'পেডি-ডাগ্‌লাস্-বার্জ্জ'-হত্যার ব্যাধির নিদানে ছিল এ-বিষ
এ-বিষে মানুষ-বিশেষেই মরে জাতি জ্বলে পোড়ে অহর্নিশ্
ঘুম ভেঙে যায়, স্বপনের মোহ মিলায় মরুর মরীচিসম
প্রদ্যোত যায়,--শুনাইয়া যায়,—'শতেক প্রতিভূ রহিবে মম-
তুমিও সাহেব প্রস্তুত রহ
সাহেব র'বে না মেদিনীপুরে
আমার মুণ্ড ল'বে যদি লহ
তোমারো দণ্ড অনতিদূরে।"

আমার প্রতিটি শোণিত কণায় শত প্রদ্যোত উদিত হ'বে,—
শত্রু নহেকো সে-রক্তবীজ শত্রু-নিধন-ব্রত সে ল'বে।
ভয় দেখায়োনা,—ভয় সে ম'রেছে—আমার তোমার মরার আগে
ভয়-ভ্রান্তের রাত্রি কেটেছে মুক্তির আলো প্রভাতে লাগে।
ঘোষ নির্ম্মল জীবন ও রায়
রামকৃষ্ণের ও হ'ল আহুতি
ব্রজ কিশোরের কিশোর বেলায়
বীরত্ব গায় জনশ্রুতি।

ভূতগ্রস্তে মন্ত্র পড়িয়া ঘাড় হ'তে ভূত ছাড়ায় ওঝা
'ভারত ছাড়ো'র আন্দোলনেরো মন্ত্র পড়িল সরল সোজা।
মুখটি বুঝিয়া সহে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনের বিরতি নাই,
অসহযোগের দুঃসহ বিধি মিলিল মহাত্মাজীর ঠাঁই।
কাঁথি তমলুকে চলিল দলন
রোমকণ্টক অত্যাচারে
প্রত্যুত্তরে সেথা জনগণ
প্রতিরোধ করি দাঁড়াল তা'রে।

লক্ষজন সে শোভা যাত্রায় বক্ষ পাতিয়া হইল জড়
জাতীয়-পতাকা হস্তে যাহার আদর্শ তা'র সবার বড়।
সবার অগ্রে থাকিয়া বাহিনী অভয়ে চালনা করেন যিনি
বয়সে প্রবীণা, সাহসে নবীনা, হিংসা-বিহীনা মাতঙ্গিনী
ডানহাতে গুলি বিঁধেছে যখন
বামহাতে ধ্বজা উচ্চ করি'
বুক পাতি করে মৃত্যুবরণ
মরিয়া তবুও পতাকা ধরি'।

দুঃখের পরে আরো দুর্দ্দশা এত শাস্তিতে হ'ল না তবু
পোড়ায়ে গলায়ে পেটায় সোনায় না হ'লে গড়ন হবে না কভু।
শারদীয়া পূজা পরের বছরে ঘূর্ণিবাত্যা হইল শুরু
কত সহস্র মরে নরনারী বিধাতা তবুও বাঁকায় ভুরু !
দুর্ভিক্ষে ও মারী ও মড়কে
মুমূর্ষু প্রাণ বিকল দেহ—
করে প্রতিকার বিদেশী শাসকে
সাহায্য তা'র না লয় কেহ।

নিখিল ভারত ভিষক্ সংঘ, হিন্দুসভাও করিল সেবা
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনাদিতেও করিল যেমন পারিল যেবা
তবু সরকার হ'তে সাহায্য পথ্য ওষধি নিল না কেহ
বিদেশী বণিক তাহাদের ধিক ! তা'দের দরদ কুমীরে স্নেহ !
বক-ধার্ম্মিক পুকুরের তীরে
শিকারের তরে চাহিয়া থাকে—
সমান দৃষ্টি তীর হতে নীরে
যেমন ডাঙায় তেমনি পাঁকে !

ধর্ম্মে মহান, কর্ম্মে মহান, মর্য্যাদা দান করিল সবে
এই সে মেদিনীপুর মহীয়ান্ চারণের গানে অমর হবে।
বাংলার মান, ভারতের মান, জড় ভরতের সঞ্জীবনী,—
ভারত-মাতার কণ্ঠমালার উজ্জ্বলতম মধ্যমণি।
পার্থসখার পদধূলি নিয়ে
দেশের কালিমা করিল দূর
সারা ভারতের তীর্থ ভূমি এ
পুণ্যভূমি এ-মেদিনীপুর।

স্বাধীনতা

'স্বা'-র অর্থে স্বার্থত্যাগ, সত্য ও সংযম ব্রত ধরি
স্বাবলম্বনের বলে স্বাধীন সে অন্যাধীন নহে
'ধী'র-অর্থে স্থিরবুদ্ধি, সে-বুদ্ধিরে—দীপসম করি
ধীরপদে চলে পথ দৃঢ়চিত্তে নিজ ভার বহে।
'ন'-র মানে নম্রগুণ, ন-কিঞ্চন মনে করে নিজে
আছে মাত্র এ-বিশ্বের পরিমাণ নাই বিন্দুপম
তামরস-দলে জল, কামরস-জলে সে না ভিজে
নেতি বিচারের সূত্রে মুক্ত রহে সে নির্লিপ্তসম।
'তা' অর্থে তাদাত্ম্য-বোধ, দেশাত্মতা বোধ হল যা'র
দেহাত্ম-বিবর্ত্তভ্রম আত্মজ্ঞানে দূর হল তা'র।

লালা লাজপত রায়ের উক্তি

আমার বক্ষে আঘাত হেনেছো দুঃখ নাই
ভাগ নেবে তা'র কোটি কোটি মোর ভগিনী ভাই।
সে-আঘাত মোর বুমেরাঙ্ হ'য়ে ফিরিবে এক
বৃটিশ রাজের শবাধার প'রে ঠুকিবে প্রেক্!
পেরেকের পরে পড়িবেক কোটি হাতের ঘা
আত্মা আমার বলিবে 'সাবাস্'—'বাহবা-বা'!

আগামীকাল

আগামী কল্য ? বলিতে পার কি,—
আগামী কাল সে আসিবে কবে ?
যদিবা সে আসে বুঝে বল দেখি
তুমি কি বন্ধু তখনও র'বে ?
অগামী কল্য ভূমিকম্প কি
প্রলয়ঙ্কর প্রবাহে ভেসে
চ'লে যেতে পারি গত কল্যের
ফিরে-না-আসার আঁধার দেশে।
আগামী 'কল্য' ? আসিলে সন্থ
'অন্থ'-ই হ'বে পুরাণো বাসি
আগামী আঁধার,—অতীত আঁধার,—
বর্ত্তমানেই পৌর্ণমাসী।
আগামী কল্য অভাবনীয় সে
ভাবনারে তাই উড়াই হেসে
আগামী কল্য—তামামী কল্য
কে বলিবে হায় ! সে কোন দেশে ?
হয়তো সকালে, নয়তো বিকালে,
নয় কোনকালে,—আজি কি কালি,—
নিকালিয়া বায়ু শেষ হবে আয়ু—
অস্তে বসিবে অংশুমালী।
আগামী কালের সে-ভাবনা তাই
আগে না করিয়া করিও শেষে
কে জানে আগামী,—জানি আজ(ই) আমি—
চ'লে যেতে পারি অচিন দেশে।

কালি ও রক্ত

দেশের সিপাহী শহীদ দিয়েছে
বুকের রক্ত ঢালি
(অতি) পবিত্র তা'র প্রাণ—
বাণীর ভক্ত লেখন লিখেছে
নিয়া দোয়াতের কালি
সেও মহার্ঘ দান।
এক জীবনের জ্ঞানের সাধনা
একজনে দেয় যাহা,—
শতেক জনের অসি-ঝঞ্ঝনা
দিতে পারেনাকো তাহা।

সৈনিক

'সৈনিক তোমার নাম, প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা
এই তো তোমার কাজ, রূপান্তর এবেলা ওবেলা,—
শান্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখে এই তুমি বসে আছো আজ।
মুহূর্ত্তে ইঙ্গিতমাত্রে শুরু হয় রণসজ্জা সাজ
দেশ-কাল-পাত্র নাই সর্ব্বদাই স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত
পিতা, মাতা, কান্তা, পুত্র সর্ব্বত্যাগী তুমি অবধূত।
দক্ষে বামে সমদক্ষ, বক্ষরক্ত দ্রুত-তরঙ্গিত,
ছন্দে ছন্দে পদচার চারণের শৌর্য্যের সঙ্গীত,—
ঐতিহ্যের উন্মাদনা ধমনীতে করে সে সঞ্চার,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি জননী তোমার।

সৈনিক

সমষ্টির নখদন্ত, স্বদেশের রক্ষা তব ব্রত
আততায়ী নিপাতিতে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপে নিরত।
ক্ষাত্রবীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সব্যসাচী-সম তুই বাহু
এক স্বর্গাদপি দেশ অন্য স্বর্গে গ্রাস করে রাহু।
স্বর্গে স্বর্গে দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি করে গৃধ্নু নর,
দন্তর জন্তুর মত, গৌরবের স্বর্গে বীরবর
হাসিমুখে যাও চলি,—স্বর্গেই বা শান্তি কোথা আর?
স্বর্গে যদি বাধে যুদ্ধ তবে কটি বাঁধিবে আবার!
আরো এক যুদ্ধক্ষেত্রে দামামার নাহিক নির্ঘোষ
ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র, ঘরে ঘরে দ্বেষ দ্বন্দ্ব রোষ,—
অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, শাস্ত্র আছে মহতী প্রজ্ঞার
প্রাজ্ঞের নিষেধ-বিধি করে নীতি-শক্তির সঞ্চার
দশেন্দ্রিয়-বল্গা ধরি এ যুদ্ধেও ক্লৈব্য কর জয়
ধৈর্য্যবলে উপরতি বীর্য্যশুল্কে হস্তগত হয়।
শত্রু জয়ে যুদ্ধ জয়ে হয় যেই শান্তি-সংস্থাপনা
সে-শান্তি অচিরদিন, কোথা তা'য় শান্তি-সম্ভাবনা?
অন্তরের শত্রু জয়ে অগ্রসর হও নরনারী
নিখিলের নারীনর একপক্ষে সৈন্য হও তা'রি।
আর পক্ষে বিপক্ষের নাই কোন প্রত্যক্ষ শিবির
অন্তরের কুরুক্ষেত্রে দেখ রূপ পার্থসারথির।
লোভ লিপ্সা ভয় হিংসা জিগীষার আকাঙ্ক্ষা দুরাশা
উচ্চ হ'তে উচ্চ আশা ব্যোমস্পর্শী সর্ব্বশান্তি-নাশা।
এই আততায়ী তব ইতিহাস সাক্ষ্য করে দান
ক্ষমা দয়া প্রেম দিয়া পরাজিয়া বিশ্বে কর ত্রাণ।

পশুশক্তি

যুদ্ধ দ্বন্দ্ব ব্যাধি নয়, তা'রা মাত্র ব্যাধির লক্ষণ
যড়্রিপুগ্রস্ত নারীনর
জ্বরে যেন কাঁপে থর থর—
দেখে বৈদ্য ব্যাধি-বিচক্ষণ।
মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পশুরাজ্যে সেই পশুপতি
ধর্ম্ম না থাকিলে হ'য় পশু হ'তে ভয়াবহ অতি।
প্রকৃতির পূজা করি মানব হইল শক্তিধর
আপন প্রকৃতি তা'রে পদানত করে তা'রপর।
স্কন্ধে তা'র ভর করি' সে-পিশাচী করে উপদ্রব
'রাম'নাম বিনা তা'র ছারখার অধ্যাত্ম-বৈভব।

নীলকণ্ঠ

আবার বারিধি মন্থি'—মন্থশেষে উঠিল গরল
সুখ-পদ্মমধু-ভৃঙ্গ দেববৃন্দ পলায় নিলাজ,
অগ্রে যা'ন দেবরাজ স্বর্গবধূ-বিরহে চঞ্চল
সোমাসব পান লাগি বাসবের তৃষ্ণা বড় আজ!

মন্দার-মন্থন-স্রুত বাসুকির বিশ্বনাশা বিষ
বিশ্ব বুঝি দগ্ধ হয় বিশ্বনাথ কোথা আছো বসি
দ্বন্দ্বহীন সদানন্দ স্বচ্ছন্দে নিমগ্ন অহর্নিশ
সৃষ্টি যা'র ত্রসরেণু কাল যা'র নিমেষ-বয়সী।

সৃষ্টি কভু নাশ হয়?—সৃষ্টি তা'র,—মৃত্যু যা'র দাস
বজ্রাগ্নি প্রলয়-বহ্নি তাহার ফুৎকারে হয় লয়,—
সত্য-শিব-সুন্দরের সমাধির স্মিত স্নিগ্ধ হাস
হলাহল কালানল নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে সুধাময়।

বিশ্বের বৈধুর্য্য-ব্যথা বৈদূর্য্যের নীলাভায় নীল
নীলকণ্ঠ-শিরে চন্দ্র সুধাস্যন্দে ভাসায় নিখিল।

নাস্তিক-নিরাস

নাস্তিক হাসিয়া বলে "নাহি স্রষ্টা নাহিক ঈশ্বর
আপনা আপনি হয় পদার্থে পদার্থে পরস্পর
সংযোগ-সাধনে সৃষ্টি।
দৃষ্টি রাখি মিথ্যা অবাস্তবে
স্বপ্নাতুর দার্শনিক দিবাস্বপ্নে মগ্ন তবু রবে!"
আস্তিক উত্তরে বলে "যদি তুমি হও দৈববাদী,
কাকতালীয়ের ন্যায়, যদি বল স্বভাবে অনাদি,—
যৌন জীব, ভৌত সৃষ্টি, বীজ হ'তে বৃক্ষে ফল ফলে
ভূগোলে খগোলে এক স্বৈরতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ চলে,—
তাহ'লে পরীক্ষা কর, অসংখ্য অক্ষর তুলি নিয়া
স্বরবর্ণ হলবর্ণ যুক্তাযুক্ত সব মিশাইয়া,
চন্দ্রবিন্দু অনুস্বার বিসর্গের যা' কিছু সম্ভার
য-ফলা র-ফলা রেফ ঋ-ফলা ৯-ফলা যত আর
মিলাও অসংখ্যবার,—তবু কি ভাবিতে পার মনে
বন্ধ-চোখে যদৃচ্ছায় তা'দের সাজায়ে স্বযতনে
স্বজাত স্বচ্ছন্দ নিয়া মহাকাব্য স্বতঃই রচনা
কখনো হইতে পারে?—না করি' তপস্যা আরাধনা,
না করি ধারণা-ধ্যান, না করি সাধনা বিধিমতে,—
তাহ'লে বলিতে পার স্রষ্টা নাই এ বিশ্ব জগতে,
বুদ্ধিহীন অন্ধশক্তি গ্রহতারা করে আবর্ত্তন
পদার্থ জ্যোতিষ্ক যত স্বৈরাচারে করে বিচরণ।
আছে ছন্দ, আছে সুর, গ্রহতারা জ্যোতিষ্কের মালা
কবি শিল্পী চিত্রকর ঈশ্বরের এই চিত্রশালা।

মিথ্যা উৎসব

বিজয়ী সম্রাট চলে জনাকীর্ণ পথে
জগঝম্প গজবাজী সপার্ষদ রথে
বিজয়-বাহিনীসহ ।
পথে সারি সারি
দাঁড়াইয়া শিশু বৃদ্ধ যুবা নর নারী
পত্রে পুষ্পে অলঙ্কারে সজ্জিত তোরণ
পূর্ণঘট পট্টবাস সিন্দূর চন্দন
ধূপ দীপ সমারোহ গন্ধ-জল-ঝারি
শঙ্খনাদে চীনাংশুক-বৈজয়ন্ত-ধারী
ঘোষিছে বিজয় কথা ।
কহে জয় জয়
সম্রাটের যশোভাতি বিশ্বের বিস্ময় ।
নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল মুখে নাই হাসি
সম্রাট কাহারো পানে আনন্দ প্রকাশি
হস্ত না তোলেন, গ্রীবা বক্র নাহি হয়,
প্রত্যভিবাদন করি দৃষ্টি-বিনিময়
না করেন কা'রো সাথে ।
মন্ত্রী ক'ন তাঁ'রে
"আজিকার দিনে প্রভু প্রতিনমস্কারে
প্রজারে প্রসন্ন নাহি কর কি কারণ ?
অন্তরে সংশয় জাগে ।"
মাহারাজা ক'ন ঃ—
"হে অমাত্য ! জন-যূথ-চিত্ত জানি আমি
আমারে চাহে না কেহ—কাল-পরিণামী
গৌরবে বন্দনা করে । বিজয়ের জয়—
গাহে সময়ের গুণে, মোর গুণে নয়—
একথা নিশ্চয় জেনো ।

কা'ল যদি রণে
পরাজিত হই আমি,—কৌতূহলী মনে
এরাই করিবে ভিড় সরণির পরে
আমারে শৃঙ্খলবদ্ধ দেখিবার তরে,—
বিজয়ী বৈরীর জয় গাহি অনুরাগে,—
এ-মিথ্যা-উৎসবে তাই চিত্ত নাহি লাগে।"

মৃত্যু-বৈচিত্র্য

যুদ্ধে মড়কে মরে বটে লোক
তা'হতে অনেক অধিক মরে—
বিলাসে আলসে,—নাহি করে শোক
তা'র লাগি কেহ ঘরে বা পরে।

যুদ্ধে যুঝিয়া মরে যেই জন
মরে সে একাকী পুণ্য-স্মৃতি
তা'রি আদর্শে যাপিয়া জীবন
শিখে অনেকেই বীরের নীতি।

বিলাসে ব্যসনে মরে এক জন
পরিবার সহমরণে মরে
সখের বসন সুখের ভূষণ
শুধু আয়োজন একের তরে।

সে-রবি ডুবিলে ভরা সন্ধ্যায়
হা-ভাতের ঘরে শুধু—'হায় হায়'
প্রিয় কলত্র তনয়া তনয়
হেঁটমুখে রয় সরমে ডরে।

জীবন-পথে

ওই ক্ষুদ্র তারকাটি
জ্বলে দূরে পরিপাটি
আঁধারের কোলে সন্ধ্যা-দীপ
নাই ছাড়া নাই ছুটি
নাহিক বিশ্রাম ত্রুটি
অগৌরবে জ্বলে দিপ্‌ দিপ্‌।

খদ্যোতের উন্মাদ প্রয়াণ,—
উল্কামুখে উঠে জ্বলি
নক্ষত্র লঙ্ঘিবে বলি
মুহূর্ত্তেকে সব অবসান।

তেমনি এ আঁধার-জীবনে,—
পান্থ পথভ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে
কেহ দ্রুত কেহ শ্লথ
সম্মুখে পার্ব্বত্য পথ
শৈবাল-পিচ্ছিল আরোহণে।

শান্ত সৌম্য কর্ম্মময়
যেইজন জেগে রয়
নির্নিমেষে প্রত্যয়-সম্বল
পথহারা পান্থ সবে
তাহারি পশ্চাৎ লবে
পাইবারে কল্যাণের ফল।

মানবের পক্ষ নাই নাই,—
যেই পক্ষে ভর ক'রে
পক্ষিসম বায়ুভরে
ঊর্দ্ধমুখে উঠিবে সদাই।
মানবের মন্থর চরণ,—
তা'রি পরে করি' ভর
আঁধারে না মানে ডর
পদে পদে উত্থান পতন।
দৃঢ়পদে যায় চলি
গিরিশীর্ষে কৌতূহলী
আগে চলে পিছে নাহি চায়,—
করতলে আমলকী
শিলা লৌহ-চকমকি
পদতলে রক্ত ঝরে হায়!

ছোটদের কথা

ছোটো নয়, ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ কিছু নয়;
আরম্ভের কালে ছোটো ছোট্ট মনে হয়
অসামান্যে সামান্যের মত।
হেরি সিন্ধু
অর্দ্ধাধিক পৃথ্বী জুড়ি' মিলি বিন্দু বিন্দু
সলিল-মিলন-মালা।
তটিনীর আদি
আকাশের বিন্দু বারি বর্ষণে অনাদি
রজত-নির্ঝর হ'তে উৎসারিত জল
আনন্দ-নন্দন-ধারা ঝরে অনর্গল,—

স্বর্গের স্নেহের কণা পড়ে ঝরি ঝরি
পতঙ্গের পেয় বিন্দু মাতঙ্গেরে ধরি
ভাসায় বন্যার বেগে।

বন্যা কারে বলি?
সেও সেই বিন্দু বারি কৌতুকে উথলি
উঠে হাসি খলখলি দৃপ্ত শিশু-সম
ছেদিয়া বন্ধনরজ্জু ভেদি অন্ধ তমঃ
উদ্দাম ক্রীড়ায়,—অদৃশ্য গর্ভাঙ্ক হ'তে
নেপথ্য-স্তনিত, কজ্জল জলদ-রথে
বিজলীমণ্ডিত,-'একফোঁটা'-শিশুদল
বালখিল্য ঋষি-সম ভৃশ কোলাহল
তুলি' কলকল ধ্বনি গৈর-কলেবরে
ফেনায় উচ্ছল হাসি অঝোর ঝর্ঝরে
প্রগল্‌ভ চঞ্চল।

মহা মহীরুহ বট
সহস্র পান্থেরে দেয় মেলি জটাপট
অতিথিবৎসল তরু, পল্লবের ছায়া
আজিকে যোজনব্যাপী যা'র বিভু-কায়া,—
বল্লরীবল্লভ স্নিগ্ধ আশ্রিতের নীড়
যাহার সহস্রশীর্ষে পক্ষীদের ভীড়
কূজিত কুলায়ে,—নিত্য প্রভাতে সন্ধ্যায়
উদয়াস্তে দিবসেরে প্রণতি জানায়
নিত্য স্তুতি-গানে,—সেও ক্ষুদ্র বীজ-বক্ষে
অলক্ষ্যেতে থাকি, কী কুহকে অপরোক্ষে
আসে মুখ ঢাকি, নিঃশব্দ সঞ্চার পদে
প্রকাশের তীরে।

প্রলয় তাণ্ডব মদে
লক্ষ জিহ্বা মেলি, যে-অনল রুদ্ররূপে,
হাসে অট্টহাসি, সেও রহে অপ্রকাশ
কত বর্ষ মাস, দীপশলাকার বুকে
করি গুপ্ত বাস, পরম নিশ্চিন্ত সুখে
নিঃসাড়ে ঘুমায়, দুরন্ত সন্তান-সম
জননীর বুকে।
অণু সেও অনুপম
গড়িছে ভুবন,—
নাহি পরিমাণ তার
তবুও সে আণবিক শক্তির আধার
অনন্ত বিক্রম।
বৈদ্যকের বিন্দু বিষ
সুপ্রয়োগে সুধা হয়, নয় জীবদ্বিষ,
দেহ তা'য় জ্বলে যায়, প্রাণ যায় উড়ে,
না পুড়িতে চিতানলে জীয়ন্তে সে পুড়ে
সে-বিষ জ্বালায় জ্বলি'।
ক্ষুদ্র কেহ নহে,
তুচ্ছ কভু নহে কেহ, আজি রুদ্ধ রহে,
উপ্ত-বীজে গুপ্ত-তনু ভস্মে বহ্নি-সম
বিন্দুর জঠরে সিন্ধু,—দীপ্ত করি তমঃ,—
কালিকার ভবিষ্যের যোগ্য অবসরে
রূপ ধরে শশিকলা পূর্ণ শশধরে।

"জয় ভারত"

(গান)

(জয়) ভারত জয়

ভারত জয়

ভারত জয়—তে—রি,

উঁচে ঝাণ্ডা

সাঁচি বাৎ

বাজত জয় ভে—রী

জ্ঞান ধ্যান কর্ম্মযোগ

ত্যাগ অমৃত বাণী

কবি রবীন্দ্র বিশ্বপ্রেম

গান্ধীজি দিয়া জান্—ই

এক ধ্যান

এক জ্ঞান

এক জাতি

এক সমান

এক জাহান

এক জবান

জান হ্যায় সো মে—রি।